# মিলন

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

একটাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ দালাল

প্রিয়বরেষু—

আর দেখা হইবে কিনা ঠিক নাই। বই আর ছাপাইতে পারিব কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। হয়ত এই শেষ।

যদি এই যৎসামান্য গল্পগুলি বর্ত্তমান হইতে বহুদূরে—আমাদের দুইজনের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে কিছুক্ষণের জন্যও লইয়া যাইতে পারে, এই ভরসায় তোমার নামটি এই বইয়ের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিলাম।

আরঙ্গাবাদ ( গয়া )
৬ ভাদ্র. ১৩৪৬

মাণিক

# সূচীপত্র

# মিলন

## ১

পত্র পুষ্পে সজ্জিত, শুভ্র আলিম্পনে চিত্রিত একখানি সুন্দর অট্টালিকা-পশ্চাতে একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিন্তু সজ্জাহীন কুটীর। মণ্ডপের উপর করুণ সুরে সানাই বাজিতেছে।

রবি। ঠাকুরমা, মা কই ? কোথাও তো মাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

ঠাকুর-মা। বৌমা তো আজ ওঠেননি, সেই প্রসাদের ঘরে পড়ে আছেন।—ছি, চোখের জল ফেলিস্‌নে রবি, আজ শুভদিনে মুখে হাসি আন্‌ ভাই।

রবি। আজকের দিনেও মা একটীবার এ বাড়ীতে এলেন না। মা যখন এ বাড়ীতে আস্‌বেন না জানেন, কেন আমাকে দিয়ে এ বাড়ী এত খরচ করে, এত সুন্দর করে করালেন ! আগে জান্‌লে, আমিও বাবার ঘরের পাশে আর একখানি কুঁড়ে বাঁধতাম। আর পূজার ঘর, মার শোবার ঘর মার্ব্বেল-পাথর দিয়ে কেমন সুন্দর করে তৈরী করালাম, মা একটীবার সে ঘরে পাও দিলেন না।

ঠাকুর-মা। তুই তো সে দুঃখ ভুলেছিস রবি। তোর মার কি দুঃখ তা তো জানিস্‌। প্রসাদ আমার কত কষ্ট পেয়ে গেছে, সব তো

শুনেছিস্। বৌমার প্রথম থেকেই স্বামী-অন্ত প্রাণ—সেই স্বামীকে হারিয়ে বৌমা কেবল তোদের মুখপানে চেয়ে বুকে বল করেছিলেন। প্রথম প্রথম আমি তোদের সামনেই কেঁদে ফেলতাম, কিন্তু বৌমা একদিনের জন্যও টলেন নি। আমাকে কেবল বলেছেন—'মা, তিনি কাজ দিয়ে গিয়েছেন—তাঁর রবি শান্তিকে মানুষ করতে হবে,—তার আগে তো আমাদের চোখের জল ফেল্‌বারও সময় নেই।'

রবি। সেই তো আমার বেশী দুঃখ, ঠাকুর-মা। এমন মা ক'জনে পায়? কার মা পরের বাড়ী রান্নাকাজ ক'রে, শিল্পকাজ বেচে ছেলেকে খাওয়াতে পারে? সেই মাকে আমি একদিনের জন্যেও সুখী কর্‌তে পারলাম না।

ঠাকুর-মা। তাঁর সুখ-দুঃখ সব যে প্রসাদ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে। তবু তোদের যে বৌমা প্রসাদের মনের মত করে মানুষ করতে পেরেছেন, এই তাঁর দুঃখ-সাগর মন্থন করা অমৃত। তোদের মানুষ কর্‌বার জন্য বৌমা যখন শিল্পকাজ বেচ্‌তে দিতেন, পরের বাড়ী রান্নার কাজ করতে যেতেন, প্রথম প্রথম আমার বুকটা যেন ফেটে যেত। একদিন বৌমাকে বললাম ;—'বৌমা, এতে যে আমার প্রসাদের অমর্য্যাদা হবে।' বৌমার দুটী চক্ষু ভরে জল এল ; বল্লেন, 'না মা, এতেই তাঁর মর্য্যাদা বাড়বে। তিনি নিজে জীবনে কখন পরের অনুগ্রহ নেন্‌নি, মরণেও তিনি সেই ক্ষমতা আমার মধ্যে রেখে গেছেন ; নইলে সামান্য মেয়েমানুষ হয়ে আমি এ জোর কোথায় পাব?'

রবি। আমি অবাক্ হয়ে যাই ঠাকুরমা,—পুরুষ যে অনুগ্রহের জন্যে লালায়িত হয়ে বেড়ায়, মা নারী হয়ে কেমন করে সে অনুগ্রহকে এমন অগ্রাহ্য করতে শিখ্‌লেন।

ঠাকুর-মা। এ ক্ষমতা সত্যিই তাঁর খুব বেশী। তুই যখন ডাক্তারী

পড়্তে গেলি, আমাদের জমিদার নরেনবাবু তোর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলেন। বল্লেন, তোর পড়ার ও বাড়ীঘর করবার খরচ সব তিনি দেবেন। আমার সত্যিই সে সম্বন্ধের উপর লোভ হয়েছিল। বৌমা আমার কিন্তু স্থির রইলেন। আমি তাঁকে সে কথা বল্তে, আমাকে বল্লেন—'মা তা'হলে তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে করা হবে। তবে তুমি যদি বল, আমি তো না বল্তে পারব না।' শেষে ভেবে আমি তাঁর মতেই মত দিলাম।

রবি। আচ্ছা ঠাকুর-মা, মা তো তোমার কথা ঠেল্তে পারেন না। মাকে তোমার আজ একটীবার সন্ধ্যার সময়, অন্ততঃ বর আস্বার সময় এ বাড়ী আস্তে বল্তে হবে।

ঠাকুর-মা। বৌমা আমার কথা অমান্য করবেন না বলেই তো আমি বল্তে সাহস করিনে; হয় ত তাতে তাঁর বড় কষ্ট হবে।

রবি। না ঠাকুর-মা, আজ অন্ততঃ একটীবার মাকে আস্তে বল্তেই হবে। বল বল্বে?

ঠাকুর-মা। আচ্ছা, বল্ব।

রবি। আর দেখ ঠাকুর-মা, বিয়েটা মিটে গেলেই, মা যাতে শরীরের একটু যত্ন করেন, তা করতেই হবে। তাঁর বুকটা ইদানী এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে যে, কখন কি হয় কিছুই ঠিক নেই—কিন্তু মা যে শরীরের দিকে মোটে চাইবেন না।

## ২

আকাশে মেঘের মত অন্ধকার পৃথিবীকে ধীরে ধীরে সবে মাত্র ছাইয়া ফেলিতেছে। দূরের আলোক-রাশি ও বাদ্যধ্বনি ক্রমশঃ নিকটে আসিতেছে।

ঠাকুর-মা। বৌমা, এমনি করে সমস্তদিন কেটে গেল, একটীবার ওঠো মা।—কথা কচ্ছ না কেন মা? তোমাকে সারাদিন না দেখে শান্তির চোখের জল পড়ছে, রবি মুখখানি ম্রিয়মাণ করে রয়েছে; একবার চল মা। ওই বাজনা শোনা যাচ্ছে, বর এলেন বলে,—একটীবার দাঁড়িয়ে আবার ফিরে এস।

মা। মা—

ঠাকুর-মা। ছি বৌমা, এ দশ বছর এমন শক্ত থেকে আজ কেন এমন কচ্ছ? এত দিন আমাকে যে তুমি কত বুঝিয়েছ মা।

মা। মা, আজ যে আমার হাতের কাজ ফুরিয়েছে, আর তো মনকে কিছুতে বোঝাতে পাচ্ছিনে। তাঁর যে বড় সাধ ছিল, শান্তির বিয়ে কত ঘটা করে সুপাত্রে দেবেন।

ঠাকুর-মা। রবি তো তোমার সে খেদ রাখেনি বৌমা। শান্তির অনেক তপস্যা ছিল, তাই রূপে গুণে অমন সুন্দর স্বামী পাচ্ছে। একবার দেখবে চল মা।

মা। মা, আজকের দিনটা আমায় ক্ষমা কর। আজ এ ঘর থেকে যেতে আমার বুক ফেটে যাবে।

ঠাকুর-মা। বৌমা, আমি কি প্রসাদকে ভালবাসিনি, আমার কি কষ্ট হচ্ছে না?

মা। তোমার চেয়ে তাকে যে কেউ ভালবাসেনি, তা কি আমি জানিনে! তোমার অবাধ্য আমি আর কখন কি হয়েছি মা? কিন্তু আজ আমার এখান থেকে পা উঠ্‌ছে না। তোমার পায়ে পড়ি মা, আমার আজকের অপরাধ নিও না।

ঠাকুর-মা। বৌমা, আজকের শুভদিনে আমাকেও কাঁদালি! তুই যে আমার মেয়ের চেয়ে বেশী। প্রসাদের দুঃখ যে আমি তোর মুখ চেয়ে ভুলি বৌমা—তোর উপর আমি কি করে রাগ করব?

মা। মা, মাগো—

ঠাকুর-মা। বৌমা, লক্ষ্মী আমার, স্থির হও।



বৈশাখের সুন্দর প্রভাত। বাসর-শয়নের ফুলের রাশি, দুয়ারে দেওয়া ফুলের মালা ম্লান হইয়া আসিয়াছে। বর-বধূর কণ্ঠের ফুলহার হইতেও অনেক ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে। একটী মিষ্ট করুণ গন্ধ অট্টালিকার প্রতি কক্ষ, মুক্ত প্রাঙ্গণ ভরিয়া আছে। ভৈরবীর উদাস করুণ সুর সানাইয়ের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া মেঘমুক্ত গগনে মিলাইয়া যাইতেছে।

রবি। ওমা, মা!

মা। রবি, ঘরে আয়।

রবি। একবার শান্তির পানে চাও, মা। এখনও কেউ জাগেনি, তাই চুপি চুপি শান্তিকে তোমার কাছে নিয়ে এলাম। শান্তিকে তোমার কেমন মানিয়েছে দেখ মা।

মা। আয় মা! ফুলের মত মুখখানি ম্লান কেন মা? আজ তোর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন, এ কথা যেন কখন ভুলে যাস্‌নে মা। ওই জানালাটীর কাছে দাঁড়িয়ে প্রত্যহ তিনি উষার আলো দেখ্‌তেন। ওইখানটীতে প্রণাম করে মনে-মনে তাঁর কাছে আশীর্ব্বাদ চা। ওরে এত আনন্দ আমি কি করে সইব।

রবি। মা, এবার তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

মা। তোমার বাবা যেমন আমায় ভালবাসতেন, তোমার স্বামী যেন তোমায় তেমনি ভালবাসেন।

বাগানের পত্রনিবিড় গাছগুলিকে গেরুয়া শিরস্ত্রাণ পরাইয়া দিয়া অপরাহ্নের সূর্য্যকিরণ পশ্চিমের জানালা দিয়া কুটীরের ভিতর পড়িয়াছে। বাতাসের মন্দ হিল্লোলের ভিতরেও একটা উদ্দামতার আভাস জাগিতেছে।

মা। মা, শান্তি এতক্ষণ শ্বশুরবাড়ী পৌঁছেছে?

ঠাকুর-মা। কখন পৌঁছে গেছে, মা! এখান থেকে চারটা ষ্টেশন তফাত্ বই ত নয়।

মা। আজ ঠিক দশ বছর পূর্ণ হল, নয়, মা?

ঠাকুর-মা। হ্যাঁ, মা।

মা। দেখ মা, ওই যে রৌদ্দুরটী খাটের পায়ার কাছ পর্য্যন্ত এসেছে, সেদিনও ঠিক ও এমনি জায়গাটীতে এসে দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে আমার যেন সেখানকার ডাক বলে মনে হয়।

ঠাকুর-মা। সে ব্যথাটা কেমন বোধ হচ্ছে এখন বৌমা?

মা। এখন ত আর টের পাচ্ছিনে, বোধহয় সেরে গেছে।

ঠাকুর-মা। তবে আর এক দাগ ওষুধ খেয়ে ফেল ত মা।

মা। না মা, আর যাবার সময় ওষুধ দিও না।

ঠাকুর-মা। ছি বৌমা, ও কথা বল্‌তে আছে!

মা। শোন মা, তোমাকে একটা কথা বলি। তিনি আমাকে যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন—'শান্তির বিয়ে আর রবির শিক্ষা রইল তোমার কাজ। এ শেষ হলেই তুমি আমার কাছে যাবে।' আজ তো মা দুটী কাজই শেষ হয়েছে, আজ কি তিনি আমাকে ডেকে নেবেন না?

ঠাকুর-মা। ও-সব কথা কেন ভাব্‌ছ মা? এখনও তোমার কাজ শেষ হয়নি। সেরে উঠে রবির বৌ ঘরে আন্‌বে, তাকে আশীর্ব্বাদ করে ঘর সংসার চিনিয়ে দেবে তবে ত?

মা। না মা, আর সেরে উঠ্‌তে চাইনে। রবির বিয়ের ভার তোমার। রবির বৌ তোমার মনের মত এনো। তুমি তাকে আশীর্ব্বাদ কোরো—সেই আশীর্ব্বাদ সবচেয়ে বড় হবে।

ঠাকুর-মা। বৌমা, ডাক্তার কথা কইতে বারণ করেছেন। একটু চুপ করে ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি।

মা। মা, আজ আমার শেষ দিন। আজ যদি চুপ করে থাকি, আর তো তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে পাব না। রবি কোথা মা।

ঠাকুর-মা। রবি ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইছে,—ওই যে আস্‌ছে।

মা। রবি!

রবি। এই যে, মা।

মা। আমার সাম্‌নে এসে বোস্‌। মা!

ঠাকুর-মা। কি বৌমা?

মা। দেখ মা, তিনি বলেছিলেন—'তোমাকে বলার কোন দরকার নেই তা জানি। তবু এ কথাটী আমার বড় মনের কথা তাই বল্‌ছি—মাকে ঠিক আপনার মা মনে কোরো। সংসারের চক্ষে আমার জীবনটা ব্যর্থ; কিন্তু আমার অন্তর্যামীর চরণে আমি যেটুকু সফলতা নিবেদন করেছি, তার ক্ষমতাটুকু আমি আমার মায়ের কাছ হতে লাভ করেছি। আমার এই মার মনে কখনো ব্যথা দিও না। তোমাকে শুধু জিজ্ঞাসা করি, মা তাঁর সে আদেশ রাখ্‌তে পেরেছি ত? তা নইলে, যখন তাঁর কাছে যাব, কিছুতেই তিনি আমার উপর প্রসন্ন হতে পারবেন না।

ঠাকুর-মা। ও রকম করে কেন বল্‌ছ, বৌমা। অনেক পুণ্যে আমি

তোমার মত গুণের বৌ পেয়েছি। তুমি চিরদিনই আমার ব্যথা নিবারণ করে এসেছ, কখনো কোন ব্যথা দাওনি মা।

মা। আঃ, বাঁচলাম মা। আবার যদি আসি, মা, এমনি করে তোমার পায়ে যেন ঠাঁই পাই। (একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া) দেখ মা, আজ ছবিতে মুখখানি বেশ হাসিহাসি দেখাচ্ছে, নয়?

ঠাকুর-মা। জানত মা, কোন দুঃখই আমার প্রসাদের মুখের হাসি ম্লান করতে পারেনি। স্বর্গে বসে আজ তার সে হাসি যে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মা। তাঁর প্রথমকার জীবনের দুএকটা গল্প বল না মা।

ঠাকুর-মা। তার চেয়ে একটু ঘুমোও না কেন, মা। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।

মা। না মা, তুমি বল, আমি চুপটী করে শুন্‌ছি।

ঠাকুর-মা। ঐশ্বর্য্যের কোলে লালিত হয়েও প্রসাদ আমার চিরদিন সে ঐশ্বর্য্যে অনাসক্ত ছিল। তোমার শ্বশুর যখন ব্যবসায় অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা গেলেন, প্রসাদ তখন একটুও ইতস্ততঃ না করে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি মহাজনের হাতে দিয়ে এই কুঁড়ে ঘরে বেরিয়ে এল। আমার হাতে তখন কিছু নগদ টাকা ছিল, গহনাও হাজার দুয়ের ছিল। প্রসাদকে তাই দিয়ে একটা ছোটখাট বাড়ী তৈরী করতে বল্‌লাম। প্রসাদ বল্‌ল, 'মা, তোমার যদি আপত্তি না থাকে, এই সব দিয়ে আমি বাবার বাকী ঋন শোধ করি। তাঁকে যে কেউ একটু নিন্দা করবে, তা আমার সহ্য হবে না।' তাই করা হল। এর কিছুদিন পরে আমার খুব অসুখ হয়, তুমি তখন বাপের বাড়ীতে। প্রসাদ তোমাকে আন্‌তে গেল। আমাদের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কথা সব সেখানে পৌছেছিল। বেহাই মহাশয় সে জন্য সে সময়ে পাঠাতে একটু অমত করেন এবং তোমার

গহনাগুলো যে খোয়া যেতে পারে, ইঙ্গিতে সে কথাও প্রসাদকে বলেছিলেন। প্রসাদ যখন তোমাকে নিয়ে আসে, তুমি কেমন হাসিমুখে বাপের দেওয়া গহনাগুলি সেখানে খুলে রেখে প্রসাদের সঙ্গে চলে এলে— এসব কথা আমাকে বলল। তখন কি গর্ব্বে যে আমার এ ভাঙা বুক ভরে উঠেছিল, তা আর কি বল্‌ব বৌমা।

* * * * *

বৌমা! বৌমা! একি! রবি, রবি, দেখ্‌ত বৌমা কি রকম করছেন। শীগ্‌গির ডাক্তারবাবুকে ডাক্।

মা। এতদিনে মনে পড়ল? এই দীর্ঘ দশ বছর কি করে একটী বারও না এসে ছিলে?

* * * * *

তা কষ্ট হবে না? তুমি একটি দিনের জন্য বিদেশে গেলে দিনরাত পথ পানে চেয়ে থাকতাম; আর এই দশ বছর উঃ—

* * * * *

সহ্য করে না থেকে কি কোর্‌ব? তুমি যে কাজের ভার দিয়ে গিয়েছিলে প্রাণপণে সেই কাজ নিয়ে ছিলাম। কেবল ভেবেছি, এই কাজ শেষ হলে তবে তোমার কাছে যেতে পাব।

* * * * *

তোমার রবিকে মনের মত মানুষ করেছি, শান্তিকে যোগ্য করে দিয়েছি,—এখন আমার উপর প্রসন্ন হয়েছ তো? আর কিন্তু একদিনও আমার কাছছাড়া হতে পারবে না।

* * * * *

চোখের জলের কি দোষ বল? এত দিন তাকে বাধা দিয়ে রেখেছি, আর কি পারি! আর কি দেরী করি! এখনি যাব। এস আরো কাছে এস—আঃ—কতদিন—কতদিন—এ সৌভাগ্য হয়নি!—

রবি। মা, মা, ওমা! ডাক্তারবাবু, আর একবার হাতটা দেখুন না।

ডাক্তার। আর হাত দেখে কি হবে রবি? দেখ্‌ছ না সতী সাধ্বীর মুখে স্বর্গের হাসি ফুটে উঠেছে। মায়ের পায়ের ধূলো নাও, অনেক পুণ্যে এমন মা পেয়েছিলে।

ঠাকুর-মা। বৌমা! বৌমা! এতদিন ম্লানমুখে থেকে সুধু—যাবার দিনটা হাসিমুখ দেখিয়ে গেলে!

# জয়

স্বদল-পরিবৃত রায়বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সুসজ্জিত বৈঠকখানায় সমাসীন। দ্বিতল গৃহ বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত ; মাথার উপর বিজলী-ব্যজনী অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া সকলের গ্রীষ্মতাপ দূর করিতেছে ও পুষ্পাধারে রক্ষিত সুন্দর সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ গৃহ মধ্যে বিকীর্ণ করিতেছে। বারান্দায় টবের উপর নানা জাতীয় গাছ শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের সহিত সজ্জিত। সম্মুখের পরিচ্ছন্ন রক্তাভ রাজপথ তৃণ-শ্যামল প্রান্তরের কণ্ঠলগ্ন হইয়া শ্যামল বসনের রক্তবর্ণ প্রান্তের মত শোভা পাইতেছে। প্রান্তরের পরবর্ত্তী শান্ত নদীর পরপারের শ্যামল তরুশ্রেণীর শিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গণেশ। বড় বাবু, এবার আর চুপ করে থাক্‌লে চল্‌বে না। রীতিমত তোড়যোড় চাই। এবারকার কার্য্যসাধন-মণ্ডলীতে আর ওদলের একটি লোককে ঢুক্‌তে দেওয়া হবে না।

রাইচরণ। তা যদি চাও, সঞ্জীবের ঠ্যাং দু'খানা খোঁড়া করে দাও —ব্যস্‌।

শিবনাথ। অতি উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু ঠ্যাং ভাঙার চেয়ে তার জিভ্‌ কেটে দেওয়া হোক্‌।

গণেশ। তার মানে?

শিবনাথ। জিভ্‌ দিয়েই ও বেশী অনর্থ করেছে। গেল বছরই তো রাইচরণের এক বিঘে জমী সবাইকে বলে কয়ে গোচারণের জন্য দেওয়ালে তবে ছাড়্‌লে। সেই থেকেই তো রাইচরণের রাগ।

রাইচরণ। আপনি কি বল্‌তে চান, তার জন্য রাগ না করে তাকে সন্দেশ খেতে দিতে হবে?

নরেন্দ্র। থামো দিকি—ঝগড়া থামাও। এ-দল ও-দল কিছু নেই; আসল কথা সঞ্জীবকে নিয়ে। ও ভেতরে আসতে পেলে নিজের দল গড়্‌তে একটুও দেরী হবে না।

গণেশ। আপনি থাক্‌তে ও মাথা তুল্‌বে—এ কথা—

নরেন্দ্র। আঃ, থাম তো গণেশ—বাজে বোকো না। সে কি পারে আর আমি কি পারি, তা তোমার চেয়ে বোধ হয় আমি বেশী জানি। শোন – তাকে দলে পেলে সব কাজ সোজা হয়ে আসে—যদি সে আমাদের প্রস্তাবে রাজী হয়। যদি না হয়, যেমন করে হোক্ তাকে বাধা দিতেই হবে। সে না থাক্‌লে আর কেউ আপত্তি তুল্‌তে সাহস করবে না।

গণেশ। তবে যাতে ভাল হয় তাই করুন। আমার হাতে যত লোক আছে—সব আপনারই জানবেন।

এক কর্ম্মচারী আসিয়া একখানি খামে-বন্ধ-করা পত্র নরেন্দ্রের হাতে দিল

নরেন্দ্র। এখনি কর্ত্তব্যের মীমাংসা হয়ে যাবে। সকালে তাকে সব কথা জানিয়ে পত্র দিয়াছিলাম—এই তার উত্তর। ( মনে মনে পত্র পাঠ )

—"নরেন্দ্র, বন্ধুত্ব আমাদের আমরণ বাঁচিয়া থাকিবে; কিন্তু তাহা সুধু তোমার ও আমার;—কার্য্যসাধন-মণ্ডলীর মধ্যে তাহার স্থান নাই।

তোমার প্রস্তাব আমার কাছে সুধু অগ্রাহ্য নহে—অশ্রাব্য

সঞ্জীব।"

( প্রকাশ্যে )—সঞ্জীব রাজী নয়। লিখেছে, এ প্রস্তাব তার কাছে সুধু অগ্রাহ্য নয়—অশ্রাব্য। অশ্রাব্য! কি আস্ফালন!

শিবনাথ ব্যতীত সকলে। উঃ কি আস্পর্দ্ধা! কি অহঙ্কার!

গণেশ। ওর অহঙ্কার ভাঙতেই হবে।

হীরালাল। যে মুখে ও এ কথা বলেছে, সেই মুখে যদি বড় বাবুর

কাছে apology চায়, তবেই ওর রক্ষে; নইলে ওর দুর্দ্দশার একশেষ করতে হবে।

পান্নালাল। যে হাতে ও-কথা লিখেছে সেই হাত যোড় করে যদি ও বড় বাবুর কাছে ক্ষমা চায়, তবেই ওর বাঁচোয়া।

নরেন্দ্র। শিবনাথ খুড়ো, হঠাৎ উঠ্‌লেন যে?

শিবনাথ। (যাইতে যাইতে) আর সহ্য কত্তে পারলাম না বাবাজী। এদের আস্ফালন যদিও বা সহ্য কত্তে পারতাম্—তোমার মৌনভাব সইল না।

নরেন্দ্র। সঞ্জীবের অহঙ্কারে যদি কেউ স্বাধীন মত প্রকাশ করে, আমি তাতে বাধা দিতে যাই কেন?

শিবনাথ। এতই যদি তোমার স্বাধীন মতের উপর শ্রদ্ধা, তবে সঞ্জীবকে তার স্বাধীন মত নিয়ে কেন থাক্‌তে দিচ্ছ না, তা তো বুঝ্‌তে পারি নে। যাক্‌গে বাবা—ও সব কথা যেতে দাও। আমি আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে কি দরকার! যদি বেফাঁস্ কিছু বলে থাকি, বুড়ো বলে মাপ কোরো। রোজ তোমার এখানকার চা ও আফিংয়ের লোভে কর্ণেন্দ্রিয়ের যতদূর দুর্গতি করবার তা করেছি। আর নয় বাবা—আজ থেকে বিদায়।

শিবনাথের প্রস্থান

রাইচরণ। আসেন তো বাবুর বাড়ীতে দুবেলা চা মারতে—এদিকে বুলি খুব লম্বা। কি বল্‌ব—বড় বাবু একটু খাতির করেন ওকে—

গণেশ। বড় বাবুর এ সব দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা। শিব্ চক্কত্তি নিশ্চয় সঞ্জীবের কাছে গিয়ে এসব কথা বল্‌বে।

নরেন্দ্র। (বিরক্ত হইয়া) আচ্ছা, লোকের কুৎসা ছাড়া তোমাদের

কি আর কোন কাজ নেই ? সকলে খারাপ আর তোমরাই খুব সাধু—এই কথাটা কি আমাকে বোঝাতে চাও ?

সকলে চকিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

গণেশ। ( বহুক্ষণ পরে ) তাহলে বড় বাবু আমাদের কর্ত্তব্য কি বলে দিন। আপনি যা করবেন আমরা তারই পেছনে আছি জানবেন।

নরেন্দ্র। আজ বড় শ্রান্ত আছি—উঠি। কাল পরামর্শ শেষ করে ফেলা যাবে।

সকলে উঠিয়া গেল। নরেন্দ্র নিজে আলো ও পাখা বন্ধ করিয়া দিতে, শুভ্র পুষ্পরাশির মত বিমল জ্যোৎস্না বারান্দা ও গৃহতল মুহূর্ত্তে ভরিয়া দিল। বাহিরের স্নিগ্ধ উচ্ছ্বসিত পবন কক্ষ-মধ্যে হিল্লোল তুলিয়া প্রবেশ করিল।

সম্মুখের জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাজপথ, প্রান্তর ও নদীবক্ষ গৃহের পানে মমতাভরা দৃষ্টিতে চাহিতেছিল।
নরেন্দ্র নির্ব্বাক্ হইয়া বহুক্ষণ বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

২

অপরাহ্ন। কয়েকখানি সুদৃশ্য পরিচ্ছন্ন কুটীর। পিছনে ফল ও ফুলের বাগান। সম্মুখস্থ কুটীরখানির সম্মুখে কিঞ্চিৎ মুক্ত স্থান গৃহস্বামীর নিজ-হস্তে সুন্দর ভাবে ঘেরা। কুটীর মধ্যে জনকয়েক যুবক কথোপকথনে নিমগ্ন।

মিহির। কার্য্যসাধন-মণ্ডলীতে আপনি তাহলে থাক্‌বেন না ?

সঞ্জীব। আচ্ছা মিহির, আমরা কাজ করি কেন ?

মিহির। আমাদের আদর্শ বজায় থাক্‌বে, তাই।

সঞ্জীব। আমাদের আদর্শ কি ?

মিহির। দেশের অভাব দূর করা।

সঞ্জীব। নরেন্দ্র এবার নিজে সে ভার নিয়েছে। সকলকে বলেছে, যদি আমাকে তারা বর্জ্জন করে, তাহলে দেশহিতকর সকল কাজ সে সানন্দে করবে।

নিখিল। আর আপনি এই ভাবে তার পথ স্বেচ্ছায় পরিষ্কার করে দেবেন?

সঞ্জীব। তার পথ পরিষ্কার করে দিচ্চিনে, পরিষ্কার কচ্চি দেশের উন্নতির পথ। সে যদি এ কাজে হাত দেয়—আমার হাত দেবার কোন প্রয়োজন হবে না। আমার চেয়ে ঢের ভালরূপে সে এসব কাজ সম্পন্ন কর্ত্তে পারবে।

মিহির। তিনি যে কথা রাখবেন তার প্রমাণ কি?

সঞ্জীব। আমি তাকে খুব ভাল জানি মিহির। আমরা যে আবাল্যের বন্ধু। কথার নড়চড় করবার লোক সে নয়।

শিশির। আপনার তিনি বন্ধু, অথচ আপনাকে বাদ দিতে পারলে তিনি বাঁচেন কেন?

সঞ্জীব। এ শুধু আমার ওপর তার অভিমান। বন্ধুত্বের চেয়ে আমার মতকে আমি বড় করে দেখ্‌চি, এই তার দুঃখ।

শিশির। তিনিও কি তাই দেখ্‌চেন না?

সঞ্জীব। সে আমায় ডাকে, আমি যাই না; আমি তো তাকে ডাকি নি।

মিহির। ডাক্‌লে কি আস্‌তেন?

সঞ্জীব। নিশ্চয়।

মিহির। তবে কেন ডাকেন না?

সঞ্জীব। তার মতকেও আমি তার মতন শ্রদ্ধা করি। আমার

খাতিরে সে নিজের মত বদলাবে, তা আমি চাই না। আমাদের বিরোধ কোন্ খানে জান তো? সাধারণ নিরক্ষর লোকদের সে ঘৃণা করে। আমি তাদের গড়ে তুল্‌তে চাই। তাদের সে কোন সুবিধা দিতে রাজী নয়। আমি তাদের সব সুবিধা দিয়ে, তাদের চোখ মুখ ফুটিয়ে দিতে চাই।

মিহির, শিশির ইত্যাদি। আমরাও তাহলে এবার মণ্ডলীর বাধ্য থাক্‌ব না।

সঞ্জীব। তাহলে তোমরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে—আমায় দেশসেবা থেকে বঞ্চিত করবে। আজ আমার আদর্শ নরেন্দ্র গ্রহণ করেচে। তোমরা আমার দক্ষিণ হস্ত। তার সঙ্গে তোমরা থাক্‌লে আমার পরিপূর্ণ ভাবেই থাকা হবে।

নীরদ। একটা কথা কিন্তু ভুলে যাচ্চেন—এতে যে আপনার অপমান হবে?

সঞ্জীব। আমার নিজের সম্মানের চেয়ে আমার আদর্শের সম্মানই আমি বড় বলে মনে করি। তোমরাও তাই মনে করলে আমি সুখী হব।

সকলে গাঢ়স্বরে। আপনার আদেশ মতই আমরা চল্‌ব।

সঞ্জীবকে প্রণাম করিয়া সকলে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।



৩

সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল। উৎসব-শোভায় সজ্জিত কক্ষে বিজয়োৎফুল্ল দলবল সহ নরেন্দ্র উপবিষ্ট। দুই জন সুকণ্ঠ গায়ক আসিয়াছেন—শীঘ্রই গান আরম্ভ হইবে।

হীরালাল। আজ একটা শোভাযাত্রা বার কর্‌লে হয় না? ও-পাড়াটা একবার বেশ করে ঘুরে আসা যায়।

রাইচরণ। তা মন্দ হয় না। ব্যাপারটা কি রকম চল্‌ছে একবার দেখে আসা যায়—দেখানোও হয়।

গণেশ। বড় বাবু বলেন তো সে ব্যবস্থা এখনি করে ফেলা যায়।

নরেন্দ্র। না, তাতে আর দরকার নেই—বড় বাড়াবাড়ি হয়।

হীরালাল। কিন্তু এরকম victory আর হয় না—একেবারে, যাকে বলে, Complete—

গণেশ। তা নয় ত কি! শেষটা বাছাধনকে মানে মানে সরে দাঁড়াতে হল। এর চেয়ে আর অপমান কি হতে পারে!

নরেন্দ্র। তার এ অপমানের জন্য সে নিজেই দায়ী। তাকে দলে নেবার জন্য কম চেষ্টা করেছি! চিঠি লিখেছি,—তার পর নিজে তার বাড়ী গিয়ে তাকে সেধেছি। তবু সেই এক উত্তর—কোন সর্ত্তে আমি তোমার দলে যেতে রাজী নই। তাই না আমার রোক্ চাপ্‌ল—যেমন করে হোক্ ওকে সরাতেই হবে?

গণেশ। কথায় বলে—'অতি দর্পে হতা লঙ্কা'—হলও তাই। 'সঞ্জীব বড় কাজের লোক, সঞ্জীব বড় ভাল'—সবারই মুখে এই কথা। এখন?

নরেন্দ্র। গণেশ, নয়ানপুরে একটা পুকুর সব আগে দিতেই হবে। যখন কথা দিইছি তখন তা রাখ্‌তে হবে! কালই লোক লাগিয়ে দাও।

গণেশ। যে আজ্ঞে—তাই হবে।

হীরালাল। নয়ানপুরে এরি মধ্যে না কি দু' একটা কলেরা দেখা দিয়েছে।

রাইচরণ। বড় দুএকটা নয়—দু'দশটা এরি মধ্যে সাবাড় হয়েছে। সেদিন দেখি দুচার জন শিষ্য নিয়ে বাবু যাচ্ছেন নয়ানপুরে 'স্যাবা' কত্তে। এখন ঐ সব কাজই থাকুল। যত পারেন এবার স্যাবা করুন।

সন্ধ্যা নামিল। আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল। বাহিরে চন্দ্রকিরণ লতায়, পাতায়, তৃণে, প্রান্তরে ও রাজপথে ঝরিতে লাগিল।

গায়ক গৃহমধ্যে উৎসব-গীতির উদ্যোগ করিতে লাগিল।

নরেন্দ্র বাহিরে আসিয়া বসিল।

গণেশ। ( নিকটে আসিয়া )—বড়বাবু, আপনার শরীর কি আজ ভাল নেই? কেমন যেন দেখাচ্ছে।

নরেন্দ্র। তা দেখাক্ গণেশ; আমায় একটু চুপ করে একা বসতে দাও দিকি!

সহসা দূর হইতে বহুকণ্ঠে সম্মিলিত গীতিধ্বনি ভাসিয়া আসিল

নরেন্দ্র। ( চমকিয়া ) এ কি গণেশ?

গণেশ। ( ভাল করিয়া শুনিয়া )—সংকীর্ত্তন আস্‌ছে বলে মনে হচ্ছে।

নরেন্দ্র। এই যে মোড়ের মাথায় এসে পৌছাল। এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

কীর্ত্তনের ভাষা শোনা যাইতে লাগিল।

হরিনাম বিনা ভবে গতি আর নাই রে।
সংসারে সব অসার হরিনাম সার রে॥

গণেশ। কেউ মারা-টারা গেল না কি?—কি জানি।

নরেন্দ্র। ওই যে মোড়ের মাথায় ভিড় জমে গেল। গণেশ, গানটা একটু থামাতে বল ত; আর দৌড়ে একবার জেনে এস ত—ব্যাপার কি।

গান থামিল। গণেশ খোঁজ লইতে ছুটিয়া গেল। নরেন্দ্র উৎকণ্ঠিতভাবে সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

গণেশ। ( ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরিয়া আসিয়া )—বড়বাবু!—

নরেন্দ্র। ( সোদ্বেগে )—কি, ব্যাপার কি?

গণেশ। সঞ্জীব মারা গেছে। নয়ানপুরে গিয়ে কলেরা হয়েছিল।

চারিদিক থেকে দলে দলে লোক আস্‌ছে তাকে দেখ্‌তে ; ঐ দেখুন—এসে পড়্‌ল।

নরেন্দ্র। (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে)। এঁ্যা, সঞ্জীব মারা গেছে !

নরেন্দ্র খালি পায়ে, খালি গায়ে ব্যস্তভাবে নীচে নামিয়া আসিয়া দেউড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল।

দিবস ফুরায়ে গেছে, ডুবে গেছে রবি রে।
চারিদিক ঘিরে শুধু গভীর আঁধার রে ॥

গাহিতে গাহিতে কীর্ত্তনীয়ারা অগ্রসর হইয়া আসিল। পশ্চাতে শিশির, মিহির, নিখিল ও শিবনাথ সঞ্জীবের পুষ্পমালা-সজ্জিত শবদেহ বহিয়া চলিল।

নরেন্দ্র অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিতে লাগিল—কাহার বিরুদ্ধে সে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, আর কেনই বা করিয়াছিল ?

জ্যোৎস্না যেন ম্লান হইয়া আকাশে ফিরিয়া গেল। রাজপথ, প্রান্তর, নদী, আপনার অট্টালিকা—সব যেন মুহূর্ত্তে মিলাইল। মনে হইল—এসব কোথাও ছিল না, কোন দিন ছিল না ;—সব মিথ্যা, সব মায়া !—

গানের সুরে চমক ভাঙিল। শববাহীরা একটু দূরে চলিয়া গিয়াছে ; সেখান হইতে শুনা যাইতেছে :

সম্মুখে মহাসিন্ধু গরজে ভীষণ রে।
হরিনাম ভেলা তাহে কেবলি সম্বল রে ॥

নিশ্বাস ফেলিয়া নরেন্দ্র সেই অবস্থায় একাকী—দূর হইতে শবদেহের অনুসরণ করিল।

# রমণীর মন

নাটিকা

## কুশীলবগণ

| | | |
|---|---|---|
| হ-বাবু | ... | ছদ্মনামে জনৈক ধনী যুবক |
| গিরীন্দ্র | ... | ঐ বন্ধু |
| সন্ধানী | ... | অতিথি নিবাসের অধ্যক্ষ |
| ধরণীধর | ... | প্রৌঢ় জমীদার |
| শিবশরণ | ... | ঐ দেওয়ান |
| আনন্দময়ী | ... | ধরণীধরের স্ত্রী |
| মৃণালিনী | ... | ধনবতী ও রূপবতী বিবাহযোগ্যা তরুণী |
| সুহাসিনী | ... | ধনবতী ও রূপবতী বিবাহিতা তরুণী— |
| | ... | মৃণালিনীর বাল্যসখী |

কর্ম্মচারী, ভৃত্যগণ, যুবকগণ, বিবাহযোগ্যা তরুণীগণ ইত্যাদি

# প্রথম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

স্থান—কলিকাতা অতিথি-নিবাসের বিশাল অট্টালিকার একাংশ। কক্ষগুলি সুসজ্জিত। ভৃত্যগণ শুভ্র পরিচ্ছদ-পরিহিত। অতিথি-নিবাসের একজন কর্ম্মচারী তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত।

হ-বাবু। ওহে ম্যানেজার—

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে কি আদেশ—তবে আমি তো ম্যানেজার নই।

হ-বাবু। নও? তবে কে ম্যানেজার?

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে, ম্যানেজার তো কেউ নেই।

হ-বাবু। কেউ নেই! তবে 'ম্যানেজ' করে কে?

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে ম্যানেজ তো কেউ করে না।

হ-বাবু। কেউ করেনা? তবে চলে কি করে? চালায় কে?

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে আমি, আবার কে!

হ-বাবু। তবে যে বল্লে তুমি ম্যানেজার নও?

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে, তাতো নইই-তো।

হ-বাবু। বটে পরিহাস! চালাকি পেয়েছ আমার সঙ্গে?

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে আপনি রাজা লোক; আমাদের অন্নদাতা। আপনার সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইবার যোগ্য নই; পরিহাস করব কোন্ সাহসে!

হ-বাবু। তবে তুমি ম্যানেজ কর অথচ বল্‌ছ ম্যানেজার নও?

কর্ম্মচারী। সত্যই আমি ম্যানেজ ট্যানেজ করিনে। দেখি শুনি মাত্র। আর আমি ম্যানেজারও নই, অধ্যক্ষ মাত্র।

হ-বাবু। ও! তাই বল, তুমি ম্যানেজার নও, অধ্যক্ষ মাত্র। এই সামান্য কথাটা একটু আগে স্পষ্ট করে বললেই হত। তুমি কে—এই সামান্য কথাটার জবাব দিতে আমাকে এতটা বেগ দিলে কেন? তুমি কি নও না বলে, তুমি কি, এই কথাটা একটু সরল ভাষায় আমাকে বল্লেই তো চুকে যেত। তোমার উত্তরগুলো একটু সংক্ষেপে দিও এই আমার তোমার প্রতি অনুরোধ রইল এবং সেই কষ্টটুকুর জন্য এই তোমার পারিশ্রমিক রইল।

একখানি দশটাকার নোট হাতে দিলেন।

কর্ম্মচারী। (একটি থলি বাহির করিয়া তাহাতে রাখিয়া দিয়া) আজ্ঞে, অনুরোধ বল্‌বেন্ না আদেশ বল্‌বেন।

হ-বাবু। আচ্ছা তাই বল্‌ব; কিন্তু আর কথা বাড়িওনা।

কর্ম্মচারী। যে আজ্ঞে তাই হবে। আমার স্বর্গীয় পিতা বল্‌তেন—

হ-বাবু। (বাধা দিয়া) যাক তিনি স্বর্গে গেছেন, সেখানেই থাকুন। কষ্ট দিতে তাঁকে মর্ত্ত্যে নাই বা আন্‌লে। এখন অন্য কথা হোক্। কোন লোক আমার জামা কাপড় দিয়ে গেছে।

কর্ম্মচারী—আজ্ঞে হ্যাঁ! লোকটী একহারা, মুখের নীচে ছোট দাড়ি।

হ-বাবু। যাক মুখের উপরে যে দাড়ি নয় এতেই খুসী। তার বিবরণে কোন দরকার নাই। দাম দিয়েছ!

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি, এই দেখুন রসীদ তবে সম্পূর্ণ লেখা হয় নাই, আপনার নামটী জানতে চায়, খাতায় লিখ্‌বে কিনা!

হ-বাবু। কেন, হ-বাবু নামত সবাইকে বলেচি।

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে, হ-বাবু কি মানুষের নাম হয়?

হ-বাবু। কেন, ও নামটা গরুর নাম মনে হচ্ছে?

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে, ওকথা বল্‌লে অপরাধ হয় আমাদের। সবাই বলে আদালতে ওরকম নাম টেঁকে না।

হ-বাবু। সবাই-বাবুদের এর জন্য মাথা ঘামাতে বারণ কোরো। তাঁরা যা ইচ্ছা আমার নাম যেন লেখেন। প্রতাপসিংহ থেকে গরীবদাস পর্য্যন্ত যা খুসী যায়। আর তুমি মনে রেখো আমি কোন জিনিস ধারে নিচ্ছি না, কাজেই আদালতের আশ্রয় নেবার দরকার হবেনা। তোমার বাড়ীভাড়া একমাস অগ্রিম পেয়েছ। কাজেই তোমার ভয় নাই, জিনিসপত্র আনানোর টাকা তাও তোমার হাতে কাজেই তোমার ভয় নেই।

একটী ভৃত্যের প্রবেশ

হ-বাবুকে প্রণাম করিয়া

মালী এই ফুলের তোড়া আর মালা গাছটী আপনাকে উপহার দেবার জন্য এসেছে।

হ-বাবু। খাসা করেছে, তাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে দাও। উপহার দিতে আশা করি নামের দরকার হবেনা! যে কোন নামই চলতে পারে!

দ্বিতীয় ভৃত্যের প্রবেশ

২য় ভৃত্য। ভূস্বামী চরিতাবলীর লেখক এসেছেন!

হ-বাবু। আমার কাছে তাঁর কি প্রয়োজন?

২য় ভৃত্য। আজ্ঞে, তিনি বল্‌ছেন আপনার নাম না থাকলে তার বইখানা অসম্পূর্ণ হবে তাই—

হ-বাবু। তাঁকে বোলো, এপর্য্যন্ত জগতে যত বই ছাপা হয়েছে তার

একখানিতেও আমার নাম নাই এবং তাতে বই প্রকাশের কোন বাধা ঘটেনি। বরং তাঁকে এই কুড়ি টাকা দাওগে। এতে তাঁর বই প্রকাশের সাহায্য কিছু হতে পারে।

ভৃত্য। কি নামে এটা দেব?

হ-বাবু। আবার? আমার নাম বাদ দেবার জন্য এ টাকাটা তাঁকে দিচ্ছি বলো—নাম নেবার জন্য নয়। বুঝলে?

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ।

তৃতীয় ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বাবুর নামে দুখানা চিঠি এসেছে।

হ-বাবু। ( চিঠি খুলিয়া স্বগতঃ ) প্রথম খানি মৃণালিনীর চিঠি। আজ তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণের কথা মনে করে দেবার জন্য আবার চিঠি পাঠিয়েছে। মৃণালিনী—যেমন মধুর নাম, তেমনি মধুর মূর্ত্তি, ততোধিক মধুর স্বভাব মৃণালিনী আমার হবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাকে আপনার করে নিতে পারলে আমিও বাঁচি। এখানি দেখছি মৃণালিনীর মামাতো বোন্ চম্পকলতার। ইনিও দেখ্ছি চায়ের নিমন্ত্রণ করেছেন। এঁর উদ্দেশ্যটা কি বুঝ্তে পারছিনা। ইনি কিছু বলেন নি এখনও।

আপনাকে দর্পণের মধ্যে দেখিয়া

হ-বাবু! নিশ্চয়ই তোমার মুগ্ধ করবার শক্তি আছে। নইলে—

সগর্ব্বে চিঠি দুইখানির প্রতি দৃষ্টিপাত

আমার হতভাগ্য নাম সবাইকার কাছে গোপন রেখেছি—তাতেই সবাই আকৃষ্ট হয়নি ত? না তা নয়—কিছুতেই নয়। তাহলে শুধু কৌতূহল মাত্র হ'ত! আকর্ষণ হতনা।

ভৃত্যের প্রস্থান

৪র্থ ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। তরুণবাবু আপনাকে অভিবাদন জানাইয়াছেন!

হ-বাবু। ও তরুণবাবু কবি—তিনি অনেকের নিকট চাঁদা নিয়ে তাঁর কবিতাগ্রন্থ 'সুন্দরী' ছাপাচ্ছেন। তাঁকে এই পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দাও।

ভৃত্য। কি নামে লিখিয়ে দেব?

হ-বাবু। ওঃ তিনি কবি, কল্পনায় যদি কবিতা লিখ্‌তে পারেন একটা যা হয় নামও ঠিক করে নিতে পারবেন।

ভৃত্যের প্রস্থান

৫ম ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বাবু! একটা ভিখারী এসেছে। আপনি বুঝি কাল গোপনে তাকে একটা টাকা ভিক্ষা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে তা কোন উপায়ে জানতে পেরে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছে।

হ-বাবু। এ বুদ্ধি তাকে কে দিলে? এখনি খবর পেয়ে তার দলকে দল এসে হাজির হবে তাকে বোলো—তাকে সাহায্য করবার সুযোগ পেয়ে আমি এমনিই খুসী হয়েছি—আর ধন্যবাদের দরকার হবে না।

ভৃত্য। আজ্ঞে তাকে আমি পূর্ব্বে সে কথা বলেছি। কিন্তু সে বলে কে তার উপকার করেছে সে শুধু তাই জানতে চায়।

হ-বাবু। সে তো জেনেইছে আমি করেছি—আর কেন?

ভৃত্য। আজ্ঞে সে উপকারীর পূরা নামটি শুধু জানতে চায়।

হ-বাবু। বটে! ভিক্ষা দিতে কোন নামের দরকার হয় তাতো জান্‌তাম না। আমার গোত্র, ব্যবসার নাম আমার শিক্ষা এসব খবরও বোধহয় তার অবশ্য জ্ঞাতব্য। এরপর বোধহয় সে আমার সার্টিফিকেট দেখ্‌তে চাইবে যে আমি ভদ্রবংশীয় লোক, আমার স্বভাব ভাল এবং

আমার হাতে ভিক্ষা নিলে দোষ হবেনা। আহম্মক! তাকে বলগে যদি অজ্ঞাত আমার কাছে ভিক্ষা নিতে তার মানের লাঘব হয় সে যেন অপবিত্র টাকাটাকে ফেরত দিয়ে যায়। আর কিছু বলবার আছে ?

ভৃত্য। আজ্ঞে পল্লীসংস্কার সমিতির সম্পাদক এসেছেন একখানা দরখাস্তে আপনার সহি নিতে ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কোম্পানীর স্বত্ত্বাধিকারী তাঁর জামীন হওয়ার কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছেন।

হ-বাবু। এর কোনটিই তো পূরা দস্তুর নাম না হলে হতে পারে না। নামহীনের এত বিপদ তাতো জানতাম না। দেখ্‌ছি দুনিয়ার নাক না হলে চলে যায় কিন্তু নাম নাহলে এক দণ্ড চল্‌তে পারে না। ( স্বগত ) নাঃ এ আর ভাল লাগে না। এর একটা নিষ্পত্তি করে ফেলবার বিশেষ দরকার হয়েছে। এ ছদ্মনামে আর চলছে না। এখনি আমি মৃণালের কাছে যাই। নলিনী? আহা কি মিষ্টি নাম। এর অর্দ্ধেক মিষ্টি নামও যদি আমার একটা থাকত।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

অতিথি নিবাসের সদর অংশ

দুইটী ভদ্রলোক কৌতূহলের সহিতলক্ষ্য করিতে লাগিলেন

১ম ভদ্রলোক। আচ্ছা এ লোকটী কে বলত ?

২য় ভদ্রলোক। কে আবার—হ-বাবু।

১ম ভদ্রলোক। আরে হ-বাবু আর কি কারুর নাম হয়—একটা সত্যিকার নাম তো আছে।

২য় ভদ্রলোক। এখন পর্য্যন্ত কেউ সে নাম জান্‌তে পারেনি। কিন্তু

ঐ একটী অক্ষরই অনেক তরুণীর চিত্ত বিভ্রম করে দিয়েছে। একপক্ষ কাল উনি এসেছেন, এরি মধ্যে অনেক বড় বড় ঘরের মেয়েরা ওর পানে হাত বাড়িয়ে বসে আছে।

১মভদ্রলোক। আশ্চর্য্য! অথচ কেউ জানেনা লোকটী কে বা বাড়ী কোথায়।

২য় ভদ্রলোক। লোকটী ধনকুবের বল্লেই হয়। টাকা ধূলোর মত ছড়িয়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হয় টাকার এর অন্ত নাই। পরিচ্ছদ অতি সুন্দর, চেহারাটাও রাজপুত্রের মত। কথবার্ত্তা মনোমুগ্ধকর। যে দেখেছে সেই মজেছে। শোনা যাচ্ছে বিদুষী ও ধনবতী মৃণালিনী দেবী ওকে করায়ত্ত করেছেন।

১ম ভদ্রলোক। নামহীন লোককে মৃণালিনী দেবী গ্রহণ করবেন একি সম্ভব?

২য় ভদ্রলোক। আরে ঐতো মজা! নাম ধাম বংশ জান্‌লে অতটা হত না। তরুণী যুবতীদের দল সব ভাবছে ও কি না হতে পারে—রাজা, রাজপুত্র, কবি, সেনাপতি—কোনটা না হতে পারে। তাই না এত ভিড়! যদি তরুণীর প্রেম চাও তাকে তোমার সীমা রেখা জানতে দিও না। সীমা রেখা তা সে যতই বড়ই হোক না জানা গেলে তুমি পুরানো হয়ে গেলে।

প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

হ-বাবু ব্যস্ত হইয়া যাইতেছে, পথে গিরীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ

গিরীন্দ্র। সেই না? দশ বৎসর পরে—নিশ্চয়ই সে না হয়ে যায় না। ( অগ্রসর হইয়া ) ভাই হা—

হ-বাবু। ( মুখে হাত দিয়া থামাইয়া ) চুপ চুপ—

গিরীন্দ্র। কেন! তোমার কথামতই তো আমরা তোমার যে—

হ-বাবু। হ্যাঁ, তাই তাই—কিন্তু তোমার হতভাগ্য বন্ধুকে চিরকাল নামহীন থাকতে হবে।

গিরীন্দ্র। কেন ভাই—

হ-বাবু। ( লাফাইয়া উঠিয়া ) দোহাই ভাই এ নাম বোলো না।

গিরীন্দ্র। কোন্ নাম!

হ-বাবু। আমার হতভাগা নামটা। কিছু কালের জন্য আমাকে গোপন রাখতে হবে।

গিরীন্দ্র। ওঃ বুঝেছি—পাওনাদারকে ফাঁকি দিতে চাও!

হ-বাবু। না ভাই তা নয়।

গিরীন্দ্র। কারো তবিল ভাঙোনি তো!

হ-বাবু। রক্ষা কর ভাই—তুমি এক এক করে সবই জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করবে দেখ্‌ছি। আমিই সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি, চুরি ডাকাতি করিনি। কাউকে ঠকাইনি; কাউকে খুন জখম করিনি, কারো ঘর জ্বালাইনি, কাউকে নিয়ে কোথাও পালাইনি। শুধু নিজের নামের শব্দ থেকে বাঁচবার জন্য এ চেষ্টা।

গিরীন্দ্র। হাসির কথা বটে! সত্যি বটে নামটা তোমার তেমন শ্রুতি মধুর নয়। কিন্তু তাতে কি? নামে কি করে বলত?

হ-বাবু। তবে শোন বলি। কয়েকটী মহিলা, সব বিবাহযোগ্যা যুবতী আমাকে ভাল চক্ষে দেখেছেন।

গিরীন্দ্র। বল কি একেবারে কয়েকটী! আমরা যে একটী পেলেই বেঁচে যাই। তারপর!

হ-বাবু। আচ্ছা আমার আর্থিক অবস্থাটা তুমি কেমন মনে কর?

গিরীন্দ্র। তোমার চাল চলন দেখে ত মনে হয় বেশ ভালই।

হ-বাবু। আচ্ছা চেহারা?

গিরীন্দ্র। খাসা—চমৎকার!

হ-বাবু। বিদ্যাবুদ্ধি?

গিরীন্দ্র। বেশ ভালই।

হ-বাবু। কথাবার্ত্তা?

গিরীন্দ্র। সরল ও মনোরম।

হ-বাবু। কিন্তু আমার নাম! ওঃ তা মনে হলে আমার নিজের উপর ঘৃণা হয়।

গিরীন্দ্র। তুমি ছেলে মানুষ।

হ-বাবু। তা বল্‌বে বৈকি। তুমি নাম পেয়েছ গিরীন্দ্র, উপাধি পেয়েছ বসু। তোমার স্ত্রীর নামের শেষে বসুজায়া বল্‌তে তোমার স্ত্রীর কোন আপত্তি হতে পারে না। হয় বলেন বসু না হয় বসুজায়া। কোনটাই শুন্‌তে বিসদৃশ নয়। কিন্তু কে স্বেচ্ছায় বল্‌তে চাইবে আমি শ্রীমতী অমুক—

গিরীন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ, কি যে বল তার ঠিক নেই। হরিমতী সিংহ, চন্দ্রমুখী দালাল, নলিনী বটব্যাল এ নামও তো শুনতে পাওয়া যায়।

হ-বাবু। দেখ সিংহ চলনসই, দালালও চলে যায়, বটব্যালও সহ্য হয়; কিন্তু হা—

. গি। চুপ। নিজেই যে শেষে সব ফাঁস করে ফেললে দেখ্ছি। আচ্ছা পূর্ব্বপুরুষের উপাধিতে সত্যই কি তোমার এত ঘৃণা যে উচ্চারণ করতে লজ্জা পাও!

হ-বাবু। নিশ্চয়ই পাই! যে পূর্ব্বপুরুষ ওই উপাধি নিজেরা ব্যবহার করে আবার হতভাগ্য সন্তানদের জন্য রেখে গেলেন তাঁদের উপর পর্য্যন্ত ঘৃণা হয়ে গেছে।

গিরীন্দ্র। আচ্ছা তা যেন হ'ল। কিন্তু নারীরা যে স্বামীর নাম সম্বন্ধে এমন সৌখীন, তা তুমি কি করে জান্লে?

হ-বাবু। কারণ তাদের আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। পঞ্চদশী কুমারী থেকে পঞ্চাশতী বিধবা পর্য্যন্ত এমন কাউকে দেখ্লাম না আমার নাম শুনে নাক না সিট্কান।

গিরীন্দ্র। তাতে প্রাণে লাগে বইকি?

হ-বাবু। সাধে কি আমি এ নামের উপর এত চটা? বিবাহ-যোগ্যা নারীরা এ নাম শুনে আঁৎকে উঠে। তাদের বাপেরা বলে বসে হ-বাবু, অমন বিদ্‌ঘুটে নাম যার তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কাজ নেই।

গিরীন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ। তা এখন কি করবে ঠিক করেছ।

হ-বাবু। এমন কোন সরলা রূপসীর প্রেমপাত্র হতে হবে যে হ-বাবু নামেই সন্তুষ্ট থাকে।

গিরীন্দ্র। হ-বাবু!

হ-বাবু। হ্যাঁ, এই নামেই এখানে আমাকে সবাই জানে।

গিরীন্দ্র। তা বটে। কিন্তু পূর্ব্ব নামটিতো একদিন জান্বে।

হ-বাবু। সে জান্‌বে যথাসময়ে। একবারে সেই সম্প্রদানের সময়ে। তার আগে নয়।

গিরীন্দ্র। তখন বুঝি নাম শুনে খুসী হবে মনে কর ?

হ-বাবু। ভগবানের দয়ায় সেইরকম স্ত্রীই যে লাভ হয়েছে। যদি কোন—( চুপি চুপি বলিতে উদ্যত) না তাঁর সরল বিশ্বাসটুকু নষ্ট করব না।

গিরীন্দ্র। আচ্ছা—বাপের নাম ?

হ-বাবু। তার চেয়ে বল তাদের বাড়ী তোমাকে দেখিয়ে দেব।

গিরীন্দ্র। বেশ বেশ ! বন্ধুর অমন জবরদস্ত নাম শেষটা কাহিল হয়ে এক অক্ষরে গিয়ে ঠেকল।

প্রস্থান

## চতুর্থ দৃশ্য

মৃণালিনী দেবীর অট্টালিকার একটি সুসজ্জিত কক্ষ

গান

প্রেমে এত মধু
এতদিন জানি নাই বুঝি নাই বঁধু।
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ
আকাশে ভেসেছে চাঁদ,
দেখি নাই ভাল করে চেয়ে ছিনু শুধু।
সেদিন প্রদোষ কালে
এলে ফুল মালা গলে
কণ্ঠে জড়াইলে বাহু
অধরে অমৃত দিলে
তখন চিনিনু তোমা, বুঝিলাম বঁধু
প্রেমে কত মধু।

নলিনী। হ? হ? হ? এক অক্ষরের মধ্যে নিশ্চয়ই অমূল্য নিধি লুকানো আছে। গুপ্ত জিনিস মাত্রই মধুর। গোপন প্রেমে কত মধু! তরুণ তরুণীর গোপন কথার চেয়ে পৃথিবীতে কি সুন্দর আছে? সুগন্ধ পরাগ রক্ত গোলাপের বক্ষে লুকানোই থাকে। কিন্তু এক অক্ষরে যে আমার কণ্ঠের তৃষ্ণা মেটে না। আচ্ছা কি নাম হতে পারে? হৃদয় নাথ—আমার হৃদয় নাথ? মন্দ কি? না কি হেমেন্দ্র? আর তাঁর প্রণয় পিপাসিনী মৃণালিনী। আচ্ছা এই নামই যদি হয় কি সুন্দর মানায়। নাকি হরিরাজ—আমি তার অরুণা। আহা নামটি যদি হেমেন্দ্র হয় তাহলে জগতে আমার আর কিছু কাম্য থাকেনা। তাঁর আসবার সময়ত হয়ে এল। এই যেন তাঁর গলা শুন্‌লাম্ না? আচ্ছা কি মিষ্ট গলা! আজ আমি ওঁর মুখে নাম না শুনে কিছুতেই ছাড়ব না।

হ-বাবু প্রবেশ করিলেন

হ-বাবু। মৃণালিনী—আমার মৃণাল!

মৃণাল। (গম্ভীরমুখে) কি বল?

হ-বাবু। একি! মেঘ কেন? কি হয়েছে বল। মেঘ ও চাঁদমুখে মোটে মানায় না!

মৃণাল। (নিরুত্তর)

হ-বাবু। বল! বল! উত্তর দাও। কি হয়েছে?

মৃণাল। দেখ তুমি—আমাকে মিষ্টি করে কেমন ডাকলে। আমি না হয় তোমাকে কথা কয়ে না ডাকলাম কিন্তু মনে মনেওতো ডাকতে পারি। পূরা নাম না জানলে কি করে ডাকব বল? আজ তোমাকে বল্‌তেই হবে। আর এখন দু এক দিন নাম ধরেই ডাকি যদি দোষ কি?

হ-বাবু। মৃণাল! একদিন জানবেই। সামান্য ক'টা দিনও কি

কৌতূহল দমন করা এত শক্ত? মনে করে নাও আমি প্রতিজ্ঞা করেছি বিবাহের আগে প্রকৃত নামটা কিছুতেই বল্‌ব না।

মৃণাল। দেখ, তোমার নামটা জানবার বাসনা আমাকে জ্বলন্ত আগুনের মত পুড়িয়ে মারছে। একে তুমি উগ্র বাসনা বল, অসহ্য আগ্রহ বল যা কিছু তাই বল। মনে কর আমিও প্রতিজ্ঞা করেছি আজ রাতেই যেমন করে হোক তোমার নামটী জান্‌ব।

হ-বাবু। কঠিন—মৃণাল! এতটুকু বিশ্বাস রাখতে পার না? বিবাহের আর তো বেশী দেরি নেই। সে দিনত সবই জান্‌বে।

মৃণাল। না আমি হার মানছি। এ কৌতূহল আমি দমন করব। কিন্তু কি বলে আমি এ ক'টা দিন তোমায় মনে মনে করব—চুপি চুপি ডাকব?

হ-বাবু। কি বলে ডাকবে? যা তোমার মন চায় তাই বল! ওগো, হ্যাগো, আমাদের উনি, অনেক দয়িতাই প্রাচীনকালে তাঁদের দয়িতকে এই বলে ডাকতেন। তুমি আধুনিক—প্রিয়তম, না হয় শুধু প্রিয় বৈষ্ণব কবিদের ভাষায় পিয়াও বল্‌তে পার।

মৃণাল। আচ্ছা তোমার নামটীতে ক'টি মাত্রা আছে!

হ-বাবু। আবার ঐ কথা তুলছ্‌! মনে কর একটা দুটো চারটে যত গুলি মাত্রা চাও আছে।

মৃণাল। বলনা ক'টি মাত্রা—তোমার পায়ে পড়ি।

হ-বাবু। ছি মৃণাল! আমার বিশ্বাস ছিল আমার মৃণালের মন এসব কৌতূহলের ঢের উচ্চে।

মৃণাল। আচ্ছা, কটি অক্ষর এইটুকু না হয় বল। বল—বল্‌বে না?

অনুনয়ের সহিত হ-বাবুর হস্তধারণ। দুজনে হাত ধরাধরি
করিয়া কক্ষান্তরে গমন

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### অতিথি নিবাস

ভৃত্যগণ

১ম। নিশ্চয়ই উনি রায় বাহাদুর হরেন্দ্রনারায়ণ—রাজসাহী অঞ্চলের জমীদার।

২য়। ওঁ হুঁ—বোধ হয় জমীদার হরিশ্চন্দ্র। আমি বলে রাখলাম দেখে নিও। রায় বাহাদুরের অত উঁচু নজর হয় না। দেখনি, নোট ভাঙিয়ে জিনিস নিয়ে এলাম একটাকা দুটাকা বাকী যা থাকে সেটা ফেরত নেন না কখনও। তা হলে হেমেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী হতেই বা বাধা কি? আমার এক সম্বন্ধী পালচৌধুরী বাড়ী খানসামাগিরি করত। এত টাকা কামিয়েছে যে পায়ের উপর পা দিয়ে খাচ্ছে তারপর ছেলে সেই কাজ কচ্ছে। জমিদারের ঘরে যা জিনিস নাই তা তার ঘরে আছে।

১ম। ঐ যে হরিমতী আসছে! ও অনেক খবর জানে।

১ম। এস হরিমতী এস। তোমার কাছে তো কিছু অজানা থাকে না। বড় বড় ঘরের খবর তো তোমার ঠোঁটের আগায়। আমাদের এই হ-বাবুটি কে বল দিকি?

হরিমতি। তা বুঝি জাননা? বাবুর চেহারা কথাবার্ত্তা চালচলন নজর দেখে কি আর বাকি থাকে বুঝ্‌তে? ওঁর নাম নিশ্চয়ই—

উভয়ে। (সাগ্রহে) কি? কি?

হরি। রাজকুমার—

উভয়ে। রাজকুমার? বল কি হরিমতী একেবারে রাজকুমার?

হরি। হ্যাঁ—রাজকুমার হরেন্দ্রকিশোর ছদ্মবেশে বেড়াতেই ভালবাসেন।

উভয়ে। খুব সম্ভব তাই হবে—নইলে—

হরি। খুব সম্ভব কি? নিশ্চয়ই, উনি যে রাজকুমার হরেন্দ্রকিশোর তাতে কিন্তু করবার কিছু নাই।

১ম। আচ্ছা—তাহলে খবর কাগজে তো লেখা থাকবে যে উনি কল্‌কাতা এসেছেন।

২য়। দেখনা—একখানা খবরের কাগজ কিনে।

হরি। খবরের কাগজে কি ঘোড়ার ডিম দেখ্‌বে। উনি যে ছদ্ম-বেশে ঘুরছেন সে খবর রাখ?

উভয়ে। তাইত বটে। আমাদের সে হুঁসটী ছিল না।

অধ্যক্ষের প্রবেশ

অধ্যক্ষ। বাঃ সব এক জায়গায় বসে জটলা করছে। দারজিলিং মেল এসে গেছে। দু'খানা মোটর দরজায় দাঁড়িয়ে। এখন আসরটা একটু বন্ধ রেখে নীচে যাও।

ভৃত্যগণের ও পরিচারিকার প্রস্থান

অধ্যক্ষ: হ-বাবু এসে পর্য্যন্ত এখানে তো ঐ আলোচনা ছাড়া আর কারো কোন কাজ নেই। চাকরবাকরদেরই বা কি দোষ দেব—আমি নিজেও ত বাদ যাইনে। এই মস্ত বাড়ী আর এত লোকজন—যে দিকে চাইবে দেখ্‌বে দিনরাত্রি লোক গিস্‌গিস্‌ করছে। হ-বাবু ছাড়া আর কোন কথা নেই। এই চর্চ্চায় ঠাকুরের

রান্নায় ভুল হয় ঝি চাকরের সময় মত কাজ হচ্ছে না। দিবা-রাত্রি সকলে যেন এক দুর্ভাবনায় রয়েছে। বলেছেন এই বাক্সটি তাঁর ঘরে রাখিয়ে দিতে, আর আমি যেন নিজে থেকে বাক্সটা সরিয়ে রাখি। আচ্ছা বাক্সটায় কি আছে! বাক্সটার উপরে আবার কি লেখা আছে। (পড়িল) দলীলপত্র উইল ইত্যাদির বাক্স। দলিল উইল এ সবে নিশ্চয়ই এঁর পূরো নাম লেখা আছে। কিন্তু আমি তা কিছুতেই করব না—কিছুতেই না। বাক্সটী বড় সুন্দর খাসা ডিজাইনটি। এ যে বড় নীচ কাজ। তার আগে হাত কেটে ফেলে দেব! দেখেছ, পকেটে টাকার সঙ্গে চাবির গোছা রয়েছে কিনা তাই ঝন ঝন শব্দ হচ্ছে। টাকার শব্দ চাবির শব্দ কোনটাই ভাল নয়। (পকেট হইতে চাবির গোছা বাহির করিয়া নাড়িতে চাড়িতে লাগিল) আচ্ছা এর কোনটা লাগবে কি? একবার দেখলে ক্ষতি কি? আমি ত ডালা খুলছিনে। চাবি খুলে গেলেও ডালা তুল্‌ব না। জেনে কি আমার লাভ? (ইত্যবসরে এক একটী করিয়া চাবি লাগাইয়া দেখিতে লাগিল)। পরের বিষয় জানবার চেষ্টা আমি ভালবাসিনে। নাম জেনে আমার কি লাভ হবে? হ দিয়ে হাজার নাম হয়। ছিঃ ওঃ হরি। এই মরচে ধরা চাবিটা শেষে লাগ্‌ল। তা লাগলেই বা, আমি তো আর ডালা খুলছিনে। আর খুলি যদি ডালা, আমি তো আর দেখছিনে। (ডালা খুলিতে যাইবে এমন সময় পিছন হইতে হ-বাবুর ধীরে ধীরে প্রবেশ)

হ-বাবু। কি হচ্ছে?

অধ্যক্ষ। (চমকিয়া পিছন ফিরিয়া)—ক্ষমা করুন হ-বাবু! আমি চুরি করতে আসিনি। আমি আজ পর্য্যন্ত এক দিনের জন্য কোন অসৎ কাজ করিনি।

হ-বাবু। কোন্ সৎকাজের জন্য চুপি চুপি বাক্সটি খোলা হচ্ছিল বল!

অধ্যক্ষ। (করযোড়ে) বাবু—আমায় মার্ব্বেন না—আমি সব সত্য কথা বলছি। বাক্সটা পড়েছিল মানে আমিই সাবধানে নিয়ে যাচ্ছিলাম। চাবি হাতেই ছিল—এই মরচে পড়া চাবিটা কি রকমে লেগে গেল।

হ-বাবু। কি রকমে লেগে গেল! তোমার গলায় ফাঁসিটাও অমনি করে লেগে যাবে। (স্বগতঃ) কাগজ পত্র কিছুই যায়নি দেখছি। দেখ অধ্যক্ষ! অধ্যক্ষ কথাটা আর তোমায় মানায় না—তা বলে রাখছি। এবার থেকে ম্যানেজার বলে ডাকলেও জবাব দেবে, বুঝলে?

অধ্যক্ষ। আজ্ঞে! এবার থেকে কুকুর বলে ডাকলেও জবাব দেব। শুধু এইটুকু বুঝতে পারলেই হল যে আমাকে ডাকছেন।

হ বাবু। আচ্ছা তুমি যদি চুরির উদ্দেশ্যে না এসে থাক তাহলে বোধহয় এরমধ্যে কি আছে জানবার জন্য—

অধ্যক্ষ। আজ্ঞে, আপনি অন্তর্যামী, ঠিক ধরেছেন।

হ-বাবু। আচ্ছা এবার তোমায় ছেড়ে দিলাম। তোমার নামটি কিহে?

অধ্যক্ষ। আজ্ঞে অধীনের নাম সন্ধানী—

হ-বাবু। উপযুক্ত নামই তোমার বাপ মা রেখে ছিলেন বাপু। সকল বিষয়ে সন্ধান নেবার প্রবৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞানস্পৃহা তোমার খুব বেশী সেই জন্য।

অধ্যক্ষ। আজ্ঞে ঠিক ধরেছেন। জ্ঞানস্পৃহা আমার বাল্যকাল থেকেই বড় প্রবল। শিশুকালে মা কোথায় কোন্ খাবার রাখতেন, আর কোন্ খাবারটা কি রকম এই জানতে গিয়ে কত মারই খেয়েছি, বাবার কোন্ পকেটে কি আছে এ না জানতে পারলে রাত্রে ঘুমুতে পারতাম না। লোকের বাগানের লিচু আর কাঁটাল নারিকেল এ সব পাড়তাম ভাঙতাম—শুধু দেখবার জন্য এর ভিতরে কি আছে; আর কি করে আছে। এই কৌতূহল আমার বয়সের সঙ্গেই বেড়ে চলেছে।

হ-বাবু। এ কৌতূহল তোমাকে একদিন জেলখানায় না দিয়ে ছাড়্‌বে না।

অধ্যক্ষ। আজ্ঞে, আমারো সেই ভয়। কার চিঠিতে কি লেখা আছে, কে কাকে পাঠাচ্ছে দেখবার কৌতূহল মিটাতে গিয়ে কত অপমানই হয়েছি। একবার রেলওয়ে মেয়েদের ওয়েটিং রুমে কারা আছে থালি দেখতে গিয়েছিলাম। আর কি মার! বাবারে! তারা বুঝলে না যে শুধু কৌতূহলের জন্যই আমি করেছিলাম।

হ-বাবু। অতি নির্দ্দোষ কৌতূহল তোমার স্বীকার কর্‌তেই হবে। এখন, কৌতূহল তোমার অন্য দিকে নিয়ে গিয়ে দেখ দেখি আমার চাকরবাকরগুলো কোথায় গেল।

অধ্যক্ষ। যা বলেছেন হতভাগা চাকরবাকরগুলোর যদি কাজের সময় টিকি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সবগুলোর কান ধরে আমি হাজির কর্‌ছি।

প্রস্থান

দুইজন ভৃত্যের প্রবেশ

১ম। ( দ্বিতীয়ের প্রতি ) তুই বল্‌।

২য়। না তুই সুরু কর্‌।

১ম। বাঃ তুই বল্‌লি আগে তুই বল্‌বি, এখন—

হ-বাবু। ওরা আমাকে কিছু বল্‌তে চায়। কি বল্‌বে তা আর বুঝতে বাকি নেই। আক্রাগণ্ডা পোষাচ্ছে না। কিছু মাইনে বাড়িয়ে দিন্‌, এই বল্‌বে। আজকাল ভদ্রলোকেরা অল্পে সন্তুষ্ট—কিন্তু ওদের আর খাঁই মিটে না। ওদের সঙ্গে বেশী কথাবার্ত্তা কওয়া হবে না আর ( প্রকাশ্যে ) কি হে, কি খবর ?

১ম। আজ্ঞে আমরা প্রাণপণে হুজুরের সেবা করছি।

২য়। হুজুর যদি অপরাধ না নেন্—

হ-বাবু। আর বল্‌তে হবে না; বুঝেছি বেশি মাইনে চাওতো?

১ম। আজ্ঞে না।

২য়। বল্ বল্।

১ম। হুজুর যদি দয়া করেন—

২য়। শুধু দয়া করে যদি—

হ-বাবু। দয়া করে কার কি কর্‌তে হবে সেইটুকু দয়া করে বল।

১ম। শুধু কেবলমাত্র—

২য়। আমাদের বলুন যে—

১ম। কে আমাদের মনিব।

হ-বাবু। কেন, আমি! আমি! আমি তোমাদের মনিব।

১ম। আজ্ঞে তা ঠিক! কিন্তু আপনি কে তা তো আমরা জানিনে।

হ-বাবু। নাইবা জানলে। এই কৌতূহলটুকু নাইবা তৃপ্ত করলে। তোমরা মাইনে পাও কিনা? ফূর্ত্তি করতে পাও কিনা?

১ম। আজ্ঞে আমাদের দুঃখ আপনি বুঝ্‌ছেন না। আমরা চাকর হলেও মানুষ বটে তো। আমাদের সুখ আছে দুঃখ আছে; আমরাও দু'চারজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে বসি। সে সময় এ বলে আমি অমুক রাজার ওখানে কাজ করি; ও বলে অমুক রায়বাহাদুরের ওখানে কাজ করি।

২য়। আমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে বল্‌তে হয় আমরা হ-বাবুর ওখানে কাজ করি। এখন ভাবুন দেখি আমাদের মানটা তখন কোথায় থাকে? এত বড় লোকের চাকরি করেও আমাদের দুঃখের অন্ত নেই। আপনি একবার ভেবে দেখুন।

হ-বাবু। তোমাদের মনের তখন বড়ই দুরবস্থা হয় এ আমি না

ভেবেই বুঝ্‌তে পারছি। আর দুঃখের সাগরে তোমরা ভাসছ বাপু। কিন্তু আমিও দুঃখিত কিন্তু তোমাদের দুঃখ দূর করবার আমার আপাততঃ কোন উপায়ই হাতে নাই। আমার নামের যেটুকু জেনেছ ওইটুকুতেই তোমাদের আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

১ম। আজ্ঞে তা হলে আপনার যা ইচ্ছা করুন।

২য়। আজ্ঞে আমরা সরলভাবেই বল্‌ছি আমাদের দ্বারা আর হবে না।

১ম। হ-বাবুর চাকরী করা আর আমাদের পোষাবে না।

২য়। এক অক্ষরের কোন বাবু বা রাজা মহারাজারও চাকরী করতে আমরা রাজী নই।

হ-বাবু। দূর হ বেটারা তবে। এক অক্ষরের অসম্মান! হয়ের অনাদর! তোদের এত স্পর্দ্ধা! দেখি বেটারা কোথায় চাকরী করে তোরা এত মাইনে পাস। তোদের খাতকের কাছে দাসখত লিখে দিতে হবে। ডয়ে শূন্য রয়ের পায়ের তলায় উপুড় হয়ে পড়তে হবে। বিসর্গের গুষ্টিবর্গের বোঝা বইবার দুঃখ সইতে হবে। বেরো, বোরো, বেটারা নেমকহারামের দল।

সকলে নিষ্ক্রান্ত

## দ্বিতীয় দৃশ্য

চম্পকগ্রাম। এক অট্টালিকার ভিতরের অংশ

ধরণীধর ও আনন্দময়ী

আনন্দময়ী। দেখ, তোমাকে আমি তখনই বলেছিলাম অধর্ম্ম করে কাউকে বঞ্চিত কর্‌লে নিজেই বঞ্চিত হতে হয়।

ধরণীধর। কেন, কি বঞ্চিত করতে দেখ্‌লে! কেউ যদি ইচ্ছা করে চলে যায়, তার দায়ী কি আমি?

আনন্দময়ী। সুধু পরের দোষ দেখ্‌লে চলে না—নিজের দোষও দেখ্‌তে হয়। কি আদরে তাকে রাখ্‌তে, আর শেষে কি অনাদরই না করেছ। ছেলেমানুষ সে তা সইতে পার্‌বে কেন?

ধরণীধর। তাকে কি খেতে পর্‌তে দেওয়া হচ্ছিল না যে তাকে এখান থেকে পালাতে হল। যে অবস্থায় সে তার মায়ের কাছে ছিল তার তুলনায় তাকে তো রাজার হালে রাখা হয়েছিল।

আনন্দময়ী। অবস্থার কথা তুলোনা—গরীব না হলে তার মা কি প্রাণ ধরে ছেলেকে আমার কাছে দিতে পার্‌ত? তবু তো সে দিদি, মায়ের পেটের বোন্; তাতেও কি তার কম দুঃখ হয়েছিল? সে দুঃখেই না সে মন গুমরে গুমরে থেকে শীঘ্র মারা গেল। সে কথা মনে হলে এখনও দুঃখে আমার প্রাণ ফেটে যায়।

ধরণীধর। তোমার প্রাণ আধপাকা কাঁকুড়ের মত, একটু তাত্ লাগ্‌লে ফেটেই আছে, তার কি কর্‌ব বল? তাকে তো জোর করে নেয়া হয়নি, তার মা তো স্বেচ্ছায় দিয়েছিল।

আনন্দময়ী। তোমাকে বলি শোন—নিজেকে নিজে ঠকিও না। প্রথমে ত তাকে মানুষ কর্‌ব বলেই আনা হয়েছিল? তার পর না তুমি জিদ ধরলে যে মন্ত্র পড়ে পোষ্যপুত্র হতে না দিলে তোমার ও-সবে দরকার নেই, তবে না তার মা অনেক ভেবে শেষে রাজী হল?

ধরণীধর। রাজী হয়ে আমার মাথা কিনেছিল আর কি?

আনন্দময়ী। আগেকার কথা ভুলে যেওনা। তখনকার দিন একবার মনে করে দেখ! এই আমার এত ঐশ্বর্য্য কে ভোগ করবে এই ভেবে ভেবে তুমি পাগলের মত হয়েছিলে। মনে আছে? প্রথমে তার কি যত্ন কি আদর করেছিলে? দশটা বছর সে আমাদের কাছে

থাক্‌ল ; সে কি একেবারে ভুলে গেল ? তার পর ভগবান্‌ খোকাধনকে কোলে দিলেন—সেই থেকে তোমার মন ওর উপর একবারে বিষিয়ে উঠল।

ধরণীধর। ধর, মনেই না হয় থাক্‌ল। কিন্তু সে ত স্বেচ্ছায় চলে গেল। যাবার সময় তাকে আমিই তো নগদ দশ হাজার টাকা দিয়েছি, আর তুমি তাকে গোপনে যে কত দিয়েছ তার কি আমি হিসাব রাখ্‌তে পেরেছি ?

আনন্দময়ী। তবু তার প্রতি যে অবিচার করেছি তার সিকিও দূর হয়নি। সে সব কথা এখন থাক্‌। তোমার বেশী লোভে আমি খোকাধনকে হারিয়েছি। অরুণ বড় ভাই, খোকাধন ছোট ভাই হয়ে যদি আমার কোল জোড়া হয়ে থাকৃত কি ক্ষতি হত তোমার ? সে কথা মনে হলে এখনও আমার প্রাণ ফেটে যায়। উঃ বাবারে ! খোকা ধনরে !

ফোঁপাইয়া রোদন

ধরণীধর। আচ্ছা ! চুপ কর। যা হয়ে গিয়েছে তার উপর আর হাত নেই। এখন কি বল্‌তে চাও বল।

আনন্দময়ী। অরুণকে আবার ডাকাও। সে তোমার বড় ছেলে হয়ে থাক। পেটে যে এসেছে সে যদি ছেলে হয় সে তোমার কনিষ্ঠ ছেলে হবে। যদি মেয়ে হয় বিয়ে হবে, উপযুক্ত যৌতুক দিয়ে পরের ঘরে যাবে—বিষয় সম্পত্তি সব অরুণের এই সংকল্প তোমাকে কর্‌তেই হবে। নইলে যে আস্‌ছে সেও চলে যাবে। বল করবে—

ধরণীধর। ( কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ) করব।

আনন্দময়ী। তবে আজই তার সন্ধানে লোক পাঠাও। সে রাগ করে গেছে, চারদিকে তার জন্য লোক পাঠাও। আমি মেয়েমানুষ সব বুঝি, যে উপায়ে নিশ্চয়ই তাকে পাওয়া যায় সেই উপায় কর। ম্যানেজারকে ডাক, তিনি হয়ত ভাল উপায় দেখিয়ে দিতে পারেন। মাঝে একবার সে

কল্‌কাতা থেকে আমার কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল। হয়ত এখনও সে কল্‌কাতায় আছে। তুমি ম্যানেজারকেই কল্‌কাতায় পাঠাও। তিনি উপযুক্ত ও বিশ্বাসী লোক। তাকে যদি শীগ্‌গির না ফিরিয়ে আন্‌তে পার, আমার খোকাধন যেখানে গিয়েছে আমিও সেইখানে যাব।

ধরণীধর। তুমি স্থির হও। আমি ম্যানেজারকে এখানেই ডাকছি। তোমার সম্মুখেই আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। (একজন ভৃত্যের প্রতি) ওরে, ম্যানেজার বাবু আফিসে আছেন, এখনি একবার অন্দরে ডেকে দে। আর কেন কাঁদছ, এখনি ত সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে! বুঝি বা আমার পাপেই এই মনস্তাপ পেয়ে থাক্‌বে।

ম্যানেজার শিবশরণের প্রবেশ

শিবশরণ। আমাকে ডেকেছেন?

ধরণীধর। হ্যাঁ, বসুন। দেখুন, এঁর বিশ্বাস হয়েছে যে অরুণকে অনাদর করার ফলেই আমাদের খোকাধন অকালে চলে গেছে। হয়ত আমার দোষেই সবার মনস্তাপ পেতে হয়েছে। এখন অরুণকে খুঁজে বার করতে হবে। আর সে ভার আপনার উপর ন্যস্ত করি এই এঁর ইচ্ছা।

শিবশরণ। মা ঠিক কথাই বলেছেন। মায়ের ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ। আমাকে যখনই বল্‌বেন তখনই যেতে প্রস্তুত।

আনন্দময়ী। বাবা, অরুণকে খুঁজে বার করার ভার সম্পূর্ণরূপে আপনার, কি উপায় অবলম্বন কর্‌লে তাকে নিশ্চিত পাওয়া যাবে আপনি সেই উপায় অবলম্বন করুন। যত লোক লাগে সঙ্গে নিন্‌। যত অর্থ লাগে তাও সঙ্গে রাখুন। তার উপর শুধু অনাদর নয়, অন্যায় অধর্ম্ম করে এক ঘোর অনর্থ হয়েছে। আর কোন অনর্থ হবার আগে তাকে আপনি নিয়ে আসুন বাবা।

শিবশরণ। আমাকে বেশী বল্‌তে হবে না মা—আমার যথাসাধ্য করব। এখুনি দৈনিক ইংরাজি বাংলা খবরের কাগজে ভাল করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি; আর আজই আমি কল্‌কাতা যাচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবই। আমি ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি মা—আপনার ধর্ম্মবলে আবার সবদিক বজায় হবে।

শিবশরণের প্রস্থান

আনন্দময়ী। ( চক্ষু মুদিয়া ) মা মঙ্গলময়ী মঙ্গল কোরো মা, মনস্কামনা সিদ্ধ কোরো মা।

## তৃতীয় দৃশ্য

সান্ধ্যসম্মিলন। সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ উজ্জ্বলালোকে উদ্ভাসিত। অনেক গুলি তরুণ তরুণী ও যুবক যুবতীর একত্র সম্মিলন। মৃণালিনী তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত।

### গান

আকাশ হইতে জ্যোছনা নেমেছে
হাসিয়া ধরার পরে;
তাই হের আজি প্রেমের বারতা
রটিতেছে ঘরে ঘরে।
হাতে লয়ে কেহ গাঁথা মালাখানি
কাহারও কণ্ঠে বিদায়ের বাণী,
কেহ বলে তারে, ভাল মতে জানি
গাঁথা আছে চিরতরে,
পরাণ গুমরি মরে!

প্রথমা। কই এখনও তো তিনি এলেন না!

দ্বিতীয়া। কি আমুদে লোক ভাই! আর এমন কথার শ্রী!

তৃতীয়া। যা করেন যা বলেন তাতেই এমন একটি সৌন্দর্য্য ফুটে উঠে!

চতুর্থা। আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি!

পঞ্চমা। আচ্ছা তাঁর নাম কি জান কেউ?

তৃতীয়া। ঐটিই শক্ত। শুনেছি তার চাকর বাকর এমন কি বন্ধু বান্ধবেরা পর্য্যন্ত জানে না।

দ্বিতীয়া। কিন্তু আমাদের ড্রাইভার বল্‌ছিল—

প্রথমা। আমাদের খানসামা বলে—

দ্বিতীয়া। তুমি বুঝি চাকরদের সব এই কাজে লাগিয়েছ?

প্রথমা। ও কথা কেন বল্‌ব ভাই। লোকের পাঁচ কথায় থাকবার আমার দরকার নেই। আমি ও ভালও বাসিনে।

দ্বিতীয়া। আমিও ভালবাসিনে ও-রকম। পরের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো আমারো পোষায় না ভাই।

মৃণাল। (স্বগতঃ) মরে যাই! কি সব নিজের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন! এখনি যদি এসে পড়েন তো সবাই মিলে পেখম তুলে নাচ্‌তে থাক্‌বেন।

প্রথমা। হ্যাঁ ভাই মৃণাল! আজ মুখখানি ভার ভার দেখাচ্ছে কেন?

মৃণাল। কই কিছুই ত নয় ভাই।

দ্বিতীয়া। তবু বল্‌লিনি ভাই—কি যেন ভাবছ।

মৃণাল। এর আর তবু নেই। মাথাই নেই তা ভাব্‌ব কি।

প্রথমা। বুকের ওপর ওটা আবার কি ভাই! বিশ্রী দেখাচ্ছে।

মৃণাল। ও কিছু নয়। একটা প্রজাপতি দেওয়া সেফ্‌টিপিন বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছে, লাগিয়ে রেখেছি।

দ্বিতীয়া। বেছে বেছে ঐ জায়গাটাতেই নতুন জামার বোতাম ছিঁড়ে গেল! কিন্তু দেখ্‌তে তো ওটা প্রজাপতির মতন দেখাচ্ছে না। ঠিক যেন একটা বিকট এইচ্‌ বলে মনে হচ্ছে। এইচ্‌ মানে কি?

সকলের হাস্য

মৃণাল। (স্বগতঃ) কি হিংসে বাবা। (প্রকাশ্যে) এটা প্রজাপতি বল্‌ছি, তোমরা বল্‌ছ এইচ্‌—তার কি করব?

প্রথমা। প্রজাপতি গায়ে কেন বসে ভাই?

মৃণাল। তাকে আদর করে ডাক্‌লেই বসে। তুমি ও ডেকো উড়ে এসে তোমার গায়েও বস্‌তে পারে।

প্রথমা। আমরা ডেকে বসাতে চাইনে। কেউ যদি সেধে এসে বসে তবেই তার জায়গা হবে।

হ-বাবুর আগমন

প্রথমা। আসুন, আজ আপনার সব চেয়ে দেরি!

দ্বিতীয়া। আমরা কখন থেকে আপনার প্রতীক্ষা কর্‌ছি।

তৃতীয়া। আপনি আসাতে তবে সম্মিলনের প্রাণ ফিরে এল।

হ-বাবু। আপনাদের অধমের প্রতি অসীম অনুগ্রহ।

চতুর্থী। আপনার কথামত রক্তগোলাপের এক একটি গাছ মাঝে মাঝে দিয়েছিলাম। গোলাপগুলি মল্লিকাকুঞ্জের মাঝে ঠিক যেন মরকতের মত দেখাচ্ছে।

পঞ্চমা। রবিবাবুর সেই 'বসুন্ধরা' ছবিখানি শেষ হয়ে গেছে। একবার আপনাকে গিয়ে দেখ্‌তে হবে।

হ-বাবু। আপনারা আমার প্রতি—

ষষ্ঠা। সেই নূতন স্বরলিপির বইখানি এসেছে কিন্তু তার শেষের দিকটা আমি আয়ত্ত করতে পারছিনে। আপনি যদি একবার—

হ-বাবু। আমি সর্ব্বদা—( মৃণালিনীর সেই স্থানে আগমন ও সব কথা ভুলিয়া গিয়া ) মৃণাল !

কয়েকটী যুবতী। দেখ ভাই মৃণাল ! তুমি সব সময়েই ওঁকে একচেটে করে নিতে পাবে না।

অপর কয়েকটী। আমাদের সঙ্গেও ওঁর কথা থাকতে পারে।

অপর। নাঃ এ ভারি অন্যায় কিন্তু।

যুবতীরা সকলে হ-বাবুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, কয়েকটী যুবক অদূরে বসিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

প্রথম। এবার আমাদের দফা শেষ, আর কোন সুন্দরীর সঙ্গে চোখাচোথি হবারও উপায় রইল না।

দ্বিতীয়। কোন অসুন্দরীকেও পাওয়া যাবে না। সবাই ঐ লোকটার পানেই ছুট্‌বে। আমি ওকে স্পষ্টই আজ বল্‌ব—এ চল্‌বে না।

প্রথম। মশায় ! আমরাও এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছি। এই তরুণীদের মধ্যে ছোট তরুণীর সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে।

দ্বিতীয়। দেখুন আমরা মোহমুদ্গর পড়্‌তে কিংবা Love scene দেখ্‌তে আসিনি। আমাদেরও…

হ-বাবু। না, না, আপনারা মোহমুদ্গর পড়্‌বেন কোন্ দুঃখে, আপনারা পড়ুন এবং Love scene দেখবার পরিবর্ত্তে Love scene করতে থাকুন।

দ্বিতীয়। (এক তরুণীর প্রতি) আপনি সেদিন যে বইখানির কথা বলছিলেন—(কোন তরুণী বা মহিলা ফিরিয়াও চাহিল না)

হ-বাবু। (যুবক কয়জনের প্রতি) দেখুন, আমার আপনাদের বিরুদ্ধে কোন দুরভিসন্ধি নেই। এই তরুণীরা যদি আমাকে কিছু বল্‌তে চান তা শোনা ত আমার অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করি। আমার জীবনই এঁদের সেবার জন্য ও যাতে এঁরা—আনন্দ বা তৃপ্তি—হ্যাঁ কি বল্‌ছিলেন আপনি?

প্রথম। (অর্দ্ধস্ফুটস্বরে) ওঃ! যেন কতই ভুলো মন!

হ-বাবু। ভুলো মনের কথা কে বলছিলেন? (একটি তরুণীর প্রতি) আপনি বুঝি? (দ্বিতীয়ার প্রতি) আপনাকে আজ প্রথম দেখছি! কি বল্‌ছিলেন—ভাল?—হ্যাঁ ভুলো মনের কথা। ভুলো মনের জন্য কত জায়গায় কি অপদস্থই হয়েছি। সে সব মনে হলে এখন হাসি পায়। তবু ত শোধরাতে পার্‌লাম না।

দ্বিতীয়। উঃ কি চালবাজ!

প্রথমা। গভীর বিদ্যা যাঁদের তাঁদের ওরকম একটু আধটু অমনোযোগিতা দেখা যায়।

দ্বিতীয়। প্রতিভার ও একটা লক্ষণ।

তৃতীয়া। অসাধারণ গুণের সঙ্গে তুচ্ছ বিষয়ের জ্ঞানের সমন্বয় হয় না, প্রকৃতির এই নিয়ম।

হ-বাবু। কি বলেন আপনারা—কোথায় প্রতিভা? ভুল একটা দুর্ব্বলতা।

দ্বিতীয়। কি ধূর্ত্ত! যেন কত বিনয়ী!

হ-বাবু। সেবার একটা ভুলের কথা বলি শুনুন। সার্ব্বজনীন সমিতির বিশেষ সভায় যোগদান করেছি। সার্ব্বজনীন সমিতির ব্যাপারটা বোধহয় জানেন। এই সভায় সব সম্প্রদায়ের দুটি করে লোক থাকেন।

যেমন সর্ব্বজাতির একজন করে সভ্য, যথা—ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ইত্যাদি, বয়স হিসাবে যেমন—প্রতি দশ বছরের একজন করে সভ্য, গুণ হিসাবে যেমন—একজন কবি, একজন নাট্যকার, একজন ব্যারিষ্টার, একজন ডাক্তার; একজন ব্যবসাদার, একজন কেরাণী, একজন মুটে, একজন গণৎকার, একজন কবিরাজ, একজন ঔপন্যাসিক ইত্যাদি, তারপর অর্থ হিসাবে—একজন কোটিপতি, একজন লক্ষপতি, একজন বাদশা, একজন রাজা, একজন ভিক্ষুক ইত্যাদি। প্রকাণ্ড হল পৃথক পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, কোন খানে গানের বৈঠক, কোন খানে অর্থের, কোন খানে জাতির। যেমন পুরুষদের এই রকম, তেমন নারীদেরও ঐ রকম ব্যবস্থা। কাজেই ভেবে দেখুন সে কি বিরাট ব্যাপার! কোথায় কংগ্রেস লাগে আপনার। তারপর প্রত্যেক বৈঠক থেকে এক একজন representative নিয়ে একটী representative বৈঠক বসেছে। ধরুন তাতে থাক্‌লেন একজন পুরুষ কবি ও একজন উপন্যাস লেখিকা, একজন রাজা, একজন বেগম, একজন ব্রাহ্মণ, একজন বৈদ্যজায়া, একজন আশী বছরের বৃদ্ধ, একজন সতরো বছরের তরুণী ইত্যাদি। সকল বৈঠকেই লঘুভোজন, ও চটুল পরিহাস ইত্যাদি হচ্ছে। আহার্য্য পরিমাণে সামান্য, প্রকার বহু; মাঝে মাঝে খাদ্যের আদান প্রদান চল্‌ছে, এ ওকে তুলে দিচ্ছে ও একে তুলে দিচ্ছে। আর একটী সুন্দর প্রথা—মাঝে কয়েকটি শুভ্র পাত্রে শুভ্র ফুল যথা বেলা, চামেলি, মল্লিকা, শ্বেত করবী, গন্ধরাজ ইত্যাদি। সেই ফুল এক মুঠা নিয়ে পরস্পর পরস্পরের মাথায় দিয়ে তবে খাবার দিচ্ছে। আমার পাশেই সর্ষে বাগানের রাজা বসে। বয়সে প্রৌঢ় কিন্তু যৌবনের গর্ব্বটুকু ছাড়েন নাই। আমার কপালে দৈব বিপাক। রসগোল্লার চাট্‌নি হয়েছিল, তার আবার চারদিকে চার রকম স্বাদ। ঝোলটুকুও দু'রকম—অম্ল ও অম্লমধুর, দু'ভাগে ভাগ করা, নাম গঙ্গা যমুনা। আমরা পরস্পর

এই চাট্‌নি খাইয়ে দিচ্ছি আর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি কর্‌ছি ; করেই যাচ্ছি হঠাৎ এক তীব্র চিৎকার—সঙ্গে সঙ্গে সবাই হ্যাঁ—হ্যাঁ করে উঠল। আমার বাঁ দিকে বসে বেগম—বয়স আন্দাজ উনিশ হবে। তাঁর সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ ; তিনি তাঁর মুক্তা চুনি-বসানো নাগরা জুতা-পরা আলতা-মাখা পা দিয়ে আমার পায়ের ওপর এক মৃদু-মধুর চাপ দিতেই আমার জ্ঞান হল। চেয়ে দেখি করছি কি এ! রাজা বেচারির পাত্রে চাটনির বদলে দিয়েছি একরাশ চামেলি ফুল আর গায়ে মাথায় ফুলের বদলে দিয়েছি চাট্‌নির গোটাকয়েক রসগোল্লা আর প্রচুর চাট্‌নির ঝোল। তাকিয়ে দেখি একটা রসগোল্লা আটকে গেছে তার বাবরি চুলে অপরটি তাঁর লম্বা কানে, আর গোঁফ, মাথার চুল, জামার হাতা, বুক, কোঁচা কাপড় সব চাট্‌নির রসে ভিজে। সে যে কি অবস্থা!

প্রথমা। ও—হোঃ হোঃ—সত্যিই কি অবস্থা তখন আপনার। হাসিও পায় দুঃখও হয়।

দ্বিতীয়া। উঃ, কেমন মন আপনার, এত বড় একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা কি সহ্য হয়। কিন্তু রাজার অবস্থাটা ভাবলে হাঃ হাঃ—( মুখে রুমাল চাপা দিলেন )

তৃতীয়া। অথবা এর জন্য আপনার একটুও দোষ নেই। কিন্তু আর কারো কি চোখ ছিলনা? কিন্তু ঝোলে ভেজা দাড়ি, হিঃ হিঃ।

চতুর্থা। বেগম মাগী পা মাড়িয়ে দিয়ে রাজা করেছিলেন আর কি! কিন্তু মুখপুড়ীর মুখে কি হয়েছিল!

প্রথমা। তার পর কি হল?

হ-বাবু। সমিতির সম্পাদক হাঁ হাঁ করে এসে পড়ল। রাজাকে একপ্রকার টেনে নিয়ে গিয়ে পোষাক বদলে দিতে লাগল। বেগম এতক্ষণ হাসি সাম্‌লেছিলেন। কিন্তু কি করে যে ছিলেন তা তিনিই জানেন।

রাজা চলে যেতেই Oh my God, শোভানাল্লা Oh my love বলেন আর হেসে কুটি কুটি হয়ে আমার গায়ে লুটিয়ে পড়েন। শেষে হাস্‌তে হাসতে বল্লেন ভাই হাঁথি—ও ভাই হাঁথি !

সকলে। এঁ্যা, এঁ্যা ! হাঁথি কে ?

হ-বাবু। বেগম সাহেবের লক্ষ্ণৌএ বাড়ী কিনা তাই হাথিকে হাঁথি বলেন—আমার নাম ফেলারাম হাতী কিনা—

সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল

হ-বাবু। (স্বগতঃ)—হায় হায়। কি সর্ব্বনাশ হল। নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করলাম। হ্যাঁ—কি বলছিলাম ভাল ?

প্রথমা। আর মনে করতে হবেনা : ছিঃ ছিঃ নাম হাতী !

দ্বিতীয়া। মুখে আন্‌তে লজ্জা করে ! হাতী—

তৃতীয়া। হাতী আবার মানুষের নাম হয় ! একে ফেলা তায় হাতী ! সোনায় সোহাগা !

চতুর্থী। হাতী—কি বিভৎস নাম রে !

পঞ্চমা। কি ঘৃণিত নাম !

ষষ্ঠা। সরে আয় ভাই—এখনি গোদা পা তুলে কারুর ঘাড়ে চাপাবে।

প্রথমা। হাতী—ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

দ্বিতীয়া। মৃণালিনী দেবী মূর্চ্ছা গেছেন। এঁকে কেউ দেখ না গো।

প্রথমা। ওহে হাতী—একটু হাওয়া ছাড়—নয়ত কুলোর মত কান দিয়ে বাতাস কর।

দ্বিতীয়া। নয়ত শুণ্ড দিয়ে একটু চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দাও।

তৃতীয়া। আকাশ সদৃশ প্রাজ্ঞঃ—নামটি কিন্তু বাপ মায়ে ঠিকই রেখেছেন।

হ-বাবু। ( একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ) দেখুন আপনিই না একটু আগে আমার বুদ্ধির প্রশংসা করছিলেন! দেখুন—

একবার প্রত্যেকের কাছে যাইতে উদ্যত হইলেন।

প্রথমা। অশেষ বাধিত হলাম। আর দেখুন দরকার নেই, এখন আসুন।

দ্বিতীয়া। আপনার অনুগ্রহ মনে থাক্‌বে ; কিন্তু আপাততঃ বাজে খরচা হচ্ছে।

তৃতীয়া। ধন্যবাদ। যেমন আছি তেমনই ভাল।

চতুর্থী। পরিচিত বন্ধু আপনি—এর বেশী প্রত্যাশা কর্‌বেন না।

পঞ্চমা। যথেষ্ট হয়েছে—বেশী আলাপে কাজ নেই।

ষষ্ঠা। কে এখন আপনার কাছে হাতীর গলার ঘণ্টা হতে যাবে!

হ-বাবু। ( হাত দিয়া মুখ চড়াইতে চড়াইতে ) ওঃ আমি পাগল হয়ে যাব। এমন অপমান! যার দিকে যাই কেউ ফিরেও তাকায়না! সেই বুড়ীর মুখেও এই কথা! ওঃ—

সকলে-হবাবুর দিকে অনুকম্পার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একে একে চলিয়া গেল।

## চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ

গিরীন্দ্র ও তাহার বন্ধু অপর একজন ভদ্রলোক

গিরীন্দ্র। সত্যি বল্‌ছ ?

বন্ধু। কেন, তুমি কি মনে কর আমি আর মিথ্যা বল্‌বার জায়গা পেলাম না।

গিরীন্দ্র। তাহলে বড়ই দুঃখের বিষয়। এ হাসির কথা হত যদি না বন্ধু হাতীর ভাগ্য এর উপর নির্ভর না করত। কবিরা বলেন বটে—নামে কি করে! কিন্তু নামেই অনেক করে। তুমি বিয়ে করবে, ভাবী প্রিয়ার রূপ, বয়স, বর্ণ দেখে তোমার বেশ পছন্দ হল। নাম জিজ্ঞাসা করতে জান্‌লে—পুতনা অনেকখানি কাব্য মাটি হয়ে যায় বৈকি। এ-দিকে কথা-বার্ত্তা, চেহারা, স্বভাব, অর্থ, বিদ্যা কোনটাতেই কম নয়। কিন্তু নামেই খেয়ে রেখেছে। আচ্ছা, সত্যি নাম বলতেই কি সবাই ভয় পেল ?

বন্ধু। ওঃ সে যে কি ভয়—তা কি বলবো! সামনে ভূত দেখ্‌লেও আজকাল মানুষে বোধ হয় এর অর্দ্ধেক ভয় পায় না। কলেরা বা প্লেগ দেখে মানুষে এত শীঘ্র পালায় না।

গিরীন্দ্র। নারীর ভাল চোখে দেখার এ একটা প্রকাণ্ড নমুনা বটে। কোন্ মুহূর্ত্তে যে ভাল চোখ কাল চোখ হয়ে যাবে তা কেউ বল্‌তে পারে না। আচ্ছা, এখন কোথায় গেলে তাকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে ? বন্ধুর মনে একটা বিষম আঘাত লেগেছে। একটু সান্ত্বনার দরকার।

বন্ধু। হয় সম্ভ্রান্ত আশ্রমে—না হয় মৃণালিনীর বাড়ী। দুজায়গার এক জায়গায়—পাবেই।

প্রস্থান

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

গান

সব আশা অবসান
অর্দ্ধপথে থেমে গেল গান।
তাহার উজল আঁখি
প্রেমের কাজল মাখি
আর উদিবে না নীল তারকা সমান
পুষ্প ঝরে গন্ধ বয়
বায়ু এলে কেঁদে কয়—
নিস্ব আমি রিক্ত আমি—
আমি হতমান।
সব আশা আজি অবসান।

আশ্রমের একটি কক্ষ

হ-বাবু—আজ আমার সকল আশার সমাধি। আমার বিদ্যা, বিত্ত, রূপ, আমার দীপ্ত যৌবন সমস্ত সত্ত্বেও একটা তুচ্ছ নামের জন্য আমার এই দুর্দ্দশা। এ হতাশা আরো তো বার বার হয়েছে। মৃণালিনীকে দেখে সে সব ভুলেছিলাম। এবারকার হতাশা চিরতুষারের মত আমার সমস্ত আশার মুকুলকে নষ্ট করে দিয়েছে। মৃণালিনী ছাড়া এ জীবনে কাউকে জীবনসঙ্গিনী করা আমার সম্ভব হবে না। আমার পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষগণ, তোমরা নমস্য—তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা শাস্ত্রে বলে

পাপ। কিন্তু এ-উপাধি ছাড়া আর কি কোন উপাধি তোমাদের মনোনীত হয়নি? সিংহকে মানুষ সহ্য করে নিয়েছে—কারণ সেতো শ্বাপদ রাজ। কিন্তু হাতী কুৎসিত বিশাল দেহ, তার সেই বিরাট শুণ্ড, সুদীর্ঘ দন্ত তাই হবে মানুষের নাম। তার চেয়ে বটব্যাল বা চাকি বল্লেও তত ক্ষতি ছিলনা। হায়, অভাগার পূর্বপুরুষ কোন রাজা মহারাজা বোধ হয় তোমাদের কারও শরীরের শক্তি, ওজন বা আহারের প্রাচুর্য্য দেখে তোমাদের এই উপাধি দিয়েছিলেন—আর অদূরদর্শী তোমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাই মেনে নিয়েছিলে, কণ্টকের মুকুট ফুলের মুকুট মনে করে তোমরা মাথায় তুলে নিয়েছিলে; তার ফুলগুলি, তার গন্ধ—যদিও তা কোন কালে থেকে থাকে কোথায় কবে মিলিয়ে গিয়েছে। আমাদের মাথায় যখন সে মুকুট অভিসম্পাতের মত পৌছাল তখন সে শুধু তীক্ষ্ণ বিষমুখ কাঁটায় ভরা, ফুল তার শুকিয়ে ঝরে কোথায় পড়ে গিয়েছে।

উত্তেজিত ভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিয়া

ভাগ্যে পরের বাড়ীতে মানুষ হলাম। লেখা-পড়াও কিছু শিখলাম। তার পর যখন ভবিষ্যতে বিপুল সম্পত্তির মালিক হব আশা করেছি, তখন ওখান থেকে বিতাড়িত হলাম। মাসীমা গোপনে টাকা দিলেন; তাই নিয়ে ব্যবসা সুরু করতে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। আজ আমার অর্থের অভাব নেই। কিন্তু সুখ কোথায়? মায়ের স্নেহ প্রায়ই মনে নেই। মাসীর স্নেহ পেয়েছিলাম; কিন্তু ঘটনা চক্রে তাতেও বঞ্চিত হলাম। বড় আশা ছিল বিবাহ করে সন্তান সন্ততি হবে, তাদের ভাল নাম দেব, ভাল উপাধি দেব। তারা সব শিশুর মত হাসিমুখে শুভ্র সুন্দর বসনে সামনে খেলা করবে। লোকে বল্‌বে খাসা ছেলেমেয়েগুলি তো আপনার? আনন্দে

গর্ব্বে আমার বুক ভরে উঠ্‌বে। আমি বিনয়ের সহিত বল্‌ব আজ্ঞে হ্যাঁ; আরও দু'টী আছে তারা বড়, কদিন হল মামার বাড়ী গেছে। সে কি সুখ, কি গর্ব্ব, কি আনন্দ! আজ সে সব কথা স্বপ্ন—মরীচিকা।

অধ্যক্ষের প্রবেশ

হ-বাবু। অধ্যক্ষ! আমি আজই চলে যাব। আমার সমস্ত জিনিস গুছিয়ে রাখ্‌বে।

অধ্যক্ষ। যে আজ্ঞে, কিন্তু আপনি আবার ফিরবেন আশা করি। আপনি থাক্‌লে নির্ভয়ে থাকি। মনে হয় যেন হাতীর আড়ালেই আছি।

হ-বাবু। (স্বগতঃ) পাজী সব শুনেছে—অথচ নেকামী করছে।

অধ্যক্ষ। আপনাকে যেন একটু কাতর দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন কোন দুঃখ পেয়েছেন—কেউ হয়ত অপমান করেছে। তাতে মুষড়াবেন না। মনে রাখবেন—হাতী হাবড়ে পড়্‌লে ব্যাঙেও লাথি মেরে যায়।

হ-বাবু। হাবড়ে পড়ার সঙ্গে আমার কি?

অধ্যক্ষ। কিছুই নয়—ও একটা কথার কথা। ছেলেবেলা থেকে আমার উপমা দিয়ে গুছিয়ে বল্‌বার ক্ষমতা ছিল। পণ্ডিত মশায় বল্‌তেন আমার মাথার ঘাঁজে ঘাঁজে মুক্তা বোঝাই।

হ-বাবু। মুক্তা!

অধ্যক্ষ। আজ্ঞে মুক্তা—যা ভাল ভাল হাতীর মাথায় থাকে। বাবা প্রথমটা আমায় চিন্‌তে পারেন নি—তাই বল্‌তেন হস্তীমূর্খ।

হ-বাবু। (স্বগতঃ) উঃ অসহ্য! এর টিট্‌কারি তো আর সহ্য হয় না। অথচ বল্‌ছে এভাবে—যেন কিছুই জানে না! এযে মেঘের আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ। আচ্ছা (প্রকাশ্যে) আচ্ছা অধ্যক্ষ! তোমার বাবার মতামত এখন থাক। আমি একটু ব্যস্ত আছি।

অধ্যক্ষ। নিশ্চয়ই আপনিতো ব্যস্ত থাকবেনই, কথায় বলে—মোষের শুঁড় বাঁকা যুঝবার সময় একা।

হ-বাবু—মোষের শুঁড়! তার মানে?

অধ্যক্ষ। শুঁড় মানে শিং বা মোষ মানে হাতী, আমি এমন বলে থাকি, কথাটা যাই হোক ভাবটা বোঝা গেলেই হল। ভাবটা বুঝতে পাচ্ছেন না?

হ-বাবু। খুব পাচ্ছি। শুঁর মানে সিং মোষ মানে আর কিছু। এ সব নব বোধোদয়ের পাঠ—তোমার নব বংশধরদের জন্য রেখে দাও কাজে লাগবে। আপাততঃ দয়া করে আমার জিনিসপত্রগুলি একটু শীঘ্র করে বেঁধে দেবার ব্যবস্থা করে দিলে অতি বাধিত হব।

অধ্যক্ষ। আজ্ঞে নিশ্চয়ই দেব।—সে কি কথা। কথায় বলে মরদকী বাত্ হাতীকা দাঁত। কথার নড়চড় হবার যো আছে।

মৃদু হাসিয়া প্রস্থান

হ-বাবু। ওঃ এর চেয়ে যদি আমি নামহীন থাক্‌তাম তাহলেও ভাল ছিল। না জন্মালে আরও ভাল হত।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

মৃণালিনীর গৃহ

মৃণালিনী ও তাহার সখী সুহাসিনী

সুহাস। কি করব ভাই! এত চেষ্টা করেও ঠিক সময়ে আস্‌তে পার্‌লাম না। তোর সয়ারও কোন দোষ নাই। তিনি ক্রমাগত বলেছেন—এই দেখো নিশ্চয়ই সই বল্‌বেন সয়ার দোষে দেরী হয়েছে। নইলে সই কি তেমন! আর সত্যি ভাই, তুই বল্‌লিও তাই। কিন্তু আসা না আসা যে দুই সমান হল ভাই।

মৃণাল। কি করব আমার অদৃষ্ট !

সুহাস। অদৃষ্টের দোষ দিস্‌নে। নিজের বুদ্ধির দোষ দে। এ-যে তোর পাগলের মত কাজ করা হয়েছে।

মৃণাল। পাগলের কাজ কিসে দেখ্‌লে ?

সুহাস। তা নয় ? বারবার চিঠিতে লিখছিস্‌ সে বড় ভাল—বড় মিষ্টি—আমায় বড় ভালবাসে আমিও বাসি। আমার কুমারী থাকার প্রতিজ্ঞা আর রইল না। আমার কুমারীত্ব বিসর্জ্জন দিতে হল। এবার যেমন এলাম অমনি কাঁদুনি গাইতে সুরু করে দিলি—বড় দাগা দিয়েছে সে—তার নাম এত বিশ্রী যে লোক সমাজে বলা যায় না। আমি চিরকাল কুমারীই থাক্‌ব।

মৃণাল। আমি কি মিথ্যা বলছি তুই-ই বল।

সুহাস। মিথ্যা নয়। হাজার বার মিথ্যা। পদবী হাতী তাতে হয়েছে কি ? তার চেহারাটা কি হাতীর মত ! কান দুটো কি কুলোর মত ? বল্‌ হ্যাঁ ?

মৃণালিনী নিরুত্তর রহিল

সুহাস। কেন চুপ করে রইলি কেন ? বল্‌তে পারলিনে হ্যাঁ ? তা যদি না হয় তবে বেচারিকে আশা দিয়ে নিরাশ কর্‌বি ? বিশেষ সে যখন তোর জন্যে মরে। তুই নিজে বলেছিলি—সে তোর টাকা চায় না, কিছু চায় না, শুধু তোকে চায়, আর এমন লোককে তুই প্রত্যাখ্যান করেছিস্‌ ?

মৃণাল। ( কাঁদিয়া ফেলিয়া ) আমার বড়ই দুর্ভাগ্য। কি করব আমি তুই বল। সবাই যে আমাকে ঠাট্টা করে বলবে—ঐ দেখ হাতীর বৌ যাচ্ছে সে আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।

সুহাস। দেখ মৃণাল ! তোকে ভালবাসি বলে এত বোঝাচ্ছি।

একটা বাজে খেয়ালের বশে নিজের জীবন ব্যর্থ হতে দিস্‌নে আর তার সঙ্গে আর একজনের জীবন ব্যর্থ করিস্ নে। বাজে হিংসুক মেয়েদের মতামতের চেয়ে জগতে ঢের দামী জিনিস আছে। তোর গেটের ভিতর একখানা গাড়ী ঢুক্‌ল। কার গাড়ী ?

একটী লোক সেই গাড়ী হইতে নামিয়া একখানি চিঠি লইয়া মৃণালিনীর সম্মুখে রাখিল। চিঠির উপর সুন্দর হস্তাক্ষরে মৃণালিনীর নাম লেখা।

মৃণালিনী। ( পড়িতে লাগিল ) মৃণাল ! তোমাকে আদর করিয়া আমার আশা মিটে নাই —কিন্তু তুমি আমাকে আদর করিবার অধিকার দাও নাই, তাই তোমার নামটি শুধু উল্লেখ করিলাম। তুমি আমাকে বিনাদোষে বা অতি সামান্য দোষে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। জীবনে আমার আর কিছুই চাহিবার নাই। আজই আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চলিলাম। দেশেও আমার স্থান নাই—সেখানেও যাইব না। ইচ্ছা আছে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইয়া তোমাকে ভুলিব। কতকগুলি জিনিস সঙ্গে আনিয়াছিলাম, সেগুলিতে আমার আর প্রয়োজন নাই। তোমাকে পাইলে সেগুলি নহিলে চলিত না। সে গুলি তোমার কাছে পাঠাইলাম। আমার শেষ অনুরোধ সেগুলি তুমি গ্রহণ করিও, যদি ঘৃণা না হয় ব্যবহার করিও। তোমার স্মৃতিটুকু সম্বল করিয়া আমি তোমার নিকট হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিলাম। তুমি চিরসুখিনী হও।

হতভাগ্য—

মৃণালিনী পত্র পড়িয়া অশ্রু গোপন করিবার জন্য চোখে অঞ্চল দিল। লোকটী গাড়ী হইতে জিনিসগুলি আনিয়া সেখানে রাখিল। একটি বহুমূল্যপিয়ানো, কয়েকখানি সুন্দর ও মূল্যবান ছবি। একছড়া বহুমূল্য অতি সুন্দর মুক্তার মালা।

সুহাস। ( পত্র পড়িয়া পত্রবাহকের প্রতি ) কোথায় তোমার বাবু যাবেন জান ?

পত্রবাহক। আপাততঃ হরিদ্বারে যাবেন।

সুহাস। তার জিনিসপত্র সব চলে গিয়েছে ?

পত্রবাহক। সঙ্গে কেবল একটা সামান্য বিছানা, একটা বাক্স ও কয়েকখানা কাপড় ও বই নিয়েছেন।

সুহাস। শুন্‌লাম তাঁর তো অনেক জিনিস পত্র সঙ্গে ছিল।

পত্রবাহক। হ্যাঁ ছিল, সে'সব তিনি চাকরবাকর লোকজনদের দিয়ে দিয়েছেন।

সুহাস। কোন ট্রেনে তিনি যাবেন

পত্রবাহক। এই বম্বে মেলে। এতক্ষণ তিনি ষ্টেশনে পৌঁছেছেন।

সুহাস। কটায় ছাড়ে? ৫-৩০-এ না?

পত্রবাহক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুহাস। (ঘড়ি দেখিয়া) আর মাত্র ১২ মিনিট দেরী আছে। মৃণাল! ওঠ, এখন কাঁদার সময় নয়। এখনই আমাদের বেরুতে হবে; এর ওপর শুধু একটা ওড়না গায়ে দিয়ে নে। (ঘণ্টাধ্বনি করিতে ভৃত্য ছুটিয়া আসিল) এক মিনিটের মধ্যে গাড়ী নিয়ে এস। (টাইমটেবল টেব্‌লের উপর হইতে লইয়া দেখিল! হর্ণের শব্দ শুনিয়া) গাড়ী এসেছে যে, (পত্রবাহকের প্রতি) আপনি আমাদের সঙ্গে একটু চলুন, অল্প সময়ের মধ্যে আপনার বাবুকে খুঁজে বার করতে হবে।

গাড়ীতে আসিয়া বসিল

(সোফারের প্রতি,) হাওড়া ষ্টেশন—৯নং প্লাটফরমের কাছে। (গাড়ী ছাড়িয়া দিল।)

## তৃতীয় দৃশ্য

### হাওড়া ষ্টেশন

বম্বে মেল। ট্রেণ ছাড়িতে আর মাত্র ৩ মিনিট বিলম্ব

সুহাস। একবার শক্ত হতে হবে মৃণাল! আর মাত্র ৩মিনিট গাড়ী ছাড়্‌তে দেরী। আমি তো চিনিনে, তবু তোর মুখে যেমন শুনেছি চেষ্টা করে দেখি।

একবার ঘুরিয়া আসিয়া

কর্ম্মচারী। শীঘ্র আসুন, মাঝখানে সেকেণ্ড ক্লাসে বসে আছেন। গাড়ীতে আর কেউ নেই, আপনি যান্, মা।

মৃণালিনী সুহাসিনীর কাঁধে ভর দিয়া বেগে চলিতে লাগিল ও উক্ত কামরার দুয়ার খুলিয়া কম্পিত বক্ষে ভিতরে প্রবেশ করিল

হ-বাবু। একি! মৃণাল তুমি!

মৃণাল। ( কণ্ঠলগ্ন হইয়া ) আমায় ক্ষমা কর। আমার জ্ঞান হয়েছে। তোমাকে আমি যেতে দেব না নেমে এস!

হ-বাবু। সত্যি! সত্যি! সত্যি!

মৃণাল। সত্যি। তুমি নেমে এস—তোমার পায়ে পড়ি। ( গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল; গার্ডের বাঁশি বাজিল। দু'জনে নামিয়া পড়িল )

## চতুর্থ দৃশ্য

মৃণালিনী, হ-বাবু, সুহাসিনী, কর্ম্মচারী

গৃহ প্রবেশ করিতে করিতে

মৃণাল। (স্বগতঃ) ওঃ কি ভুলই করেছিলাম। আর একটু হলেই হারিয়েছিলাম।

সুহাস। আপনি আমার সখা যাকে চলতি কথায় সয়া বলে— বুঝ্‌লেন তো? আপনিই বা কি রকম? সইয়ের মুখে একবার "না" শুনেই আপনি কি বলে বদরিকাশ্রমের পথ ধরলেন। আপনাদের কবিই না বলেছেন—

রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন।

হ-বাবু। আর লজ্জা দেবেন না—

সুহাস। তোকেও আবার বলি, সই। এই রূপ, এই গুণ, এই ভালবাসা পেয়েও তুই একটা নাম শুনে ভড়্‌কে গেলি। এই জন্যই না নাট্যকার আর ঔপন্যাসিকেরা রমণীর দুর্ব্বল মন বল্‌বার সুযোগ পেয়েছেন?

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। গিরীন্দ্র বাবু বলে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

হ-বাবু। গিরীন্দ্র আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু (সুহাসিনী ও মৃণালিনীর দিকে তাকাইয়া) যদি আপত্তি না থাকে ত এইখানে ডাকি?

মৃণাল। ডাক—এত সব তোমারি।

সুহাস। এই যে মুখ ফুটেছে।

মৃণাল। অমন যদি বল তো একটা কথাও কইব না।

গিরীন্দ্রের একখানা খবরের কাগজ লইয়া প্রবেশ

হ-বাবু। এস গিরীন্, এস।

গিরীন্দ্র। ( বিস্ময়ের সহিত কিছুক্ষণ থাকিয়া ) তোমাদের দেখে খুব যে মনের অমিল হয়েছে তা তো মনে হচ্ছে না! তবে আমি যে শুন্লাম তুমি বিফল মনোরথ হয়ে আজই চলে যাচ্ছ?

হ-বাবু। শুনেছিলে ঠিক ভাই! মৃণাল একরকম তাড়িয়েই দিয়েছিলেন। তারপর ভগবানের প্রেরিত হয়ে মৃণালের এক বন্ধু এসে আমার হয়ে ওকালতি করায় তবে আমার মাম্লা জিতেছি।

সুহাস। কথাটা আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। জজ্-ও এদিকে চলেছিলেন আগে থেকে। তাই আমার কাজ সহজ হয়েছিল।

গিরীন্দ্র। খুব সুখী হলাম। তোমাদের মিলনানন্দকে আর একটু নিবিড় কর্বার জন্য একটা সংবাদ এনেছি। এই পড়ে দেখ।

হ-বাবু খবরের কাগজের একটা চিহ্নিত অংশ পড়িতে লাগিল।

বাবা অরুণ!

তুমি বহুদিন আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছ। শুনিয়াছি তুমি আমাদের দেওয়া নাম অরুণ ত্যাগ করিয়াছ এবং আপনার পুরাতন নাম ও উপাধি গ্রহণ করিয়াছ। তুমি একটা কথা জাননা,—হাতী পদবী গ্রহণ করিবার অধিকার আর তোমার নাই। কারণ তুমি জাননা তুমি শুধু আমার বোনপো নয় আমার পুত্রও। তোমায় যথাশাস্ত্র আমি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই সময় হইতেই তোমার নাম হইয়াছে অরুণ কুমার সিংহ। তুমি অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছ। আর অভিমান রাখিও না। আমাদের খোকা, তোমার ছোট ভাই, কবে আমার কোল খালি করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই। এই পত্র পড়িবামাত্র তুমি চলিয়া আসিবে। তুমি তো জান বাবা আমি একদিনও তোমাকে অযত্ন করি নাই। তোমার মাতা

হ-বাবু। ( সজলনয়নে ) মা—মা—তোমাদের কত কষ্ট দিয়েছি মা।

মৃণাল। এ খবর—আপনি কি হঠাৎ দেখ্‌লেন ?

গিরীন্দ্র। হ্যাঁ—খানিকটা আগে দেখ্‌লাম। আরও একটী খবর আছে। ষ্টেশনে কাগজ কিনে প্রথমে এই জায়গাটাই নজরে পড়ে গেল। পড়ে বড় আহ্লাদ হল—আপন মনে চেঁচিয়েই বলে ফেলেছি—তা হলে আর এ বিয়ে আটকাবে কিসে ? ফ্যালারাম হাতী থেকে যখন অরুণ সিংহ নাম তখন আর পায় কে ? পাশে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আমার জোরে কাগজ পড়া শুন্‌ছিলেন। আমাকে এই কথা বলতে শুনেই লাফিয়ে উঠলেন। তখন তাকে সব বলি। তার মুখে শুন্‌লাম তিনি তাঁদের ম্যানেজার শিবশরণবাবু বাবুকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। আমায় তিনি তখনি কাগজ নিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিলেন। বলে গেলেন তিনি সম্ভ্রান্ত আশ্রমে খোঁজ নিয়ে এখনি আবার এই ঠিকানায় আসবেন। দু'জাগায় দু'জনে গেলে কাজ শীঘ্র মিটবে।

হ-বাবু। দাদা এসেছেন ! মৃণাল তুমি যখন ধরা দিয়েছ এখন থেকে একে একে সব পাব মনে হচ্ছে।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। আর একটী বাবু এসেছেন।

সকলে। নিয়ে এস এখানে।

ভৃত্যের প্রস্থান ও শিবশরণকে লইয়া প্রবেশ

হ-বাবু। ( উঠিয়া প্রণাম করিয়া )—দাদা !

শিব। এই যে অরুণ। বাঁচা গেল, তোমাকে পেলাম। মা তোমাকে

দেখ্‌বার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন। আমি বলে এসেছি—নিশ্চয়ই তোমাকে নিয়ে আসব।

মৃণাল উঠিয়া প্রণাম করিল

শিব। ইনিই বুঝি আমার বৌমা হবেন? লজ্জা কোরো না মা! আমি সব শুনেছি। দেবীর মত মুখখানি তোমার মা! দেখে বড় সুখী হলাম। তোমরা একটু বোসো। এখনি একবার আসছি। আমার মাকে একটা টেলিগ্রাম করে আসি। তোমাকে পেয়েছি সে খবরও দিই, আর তাঁদের আস্‌তে লিখে দিই। বিয়ে দিয়ে আমার বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে তবে না যাব?

সুহাস। আপনি কেন বসুন না, আর কোন লোক টেলিগ্রাম করে দিয়ে আসুক।

শিব। সে হয় না মা! আমার মাকে বড় মনমরা দেখে এসেছি। আমি নিজ হাতে টেলিগ্রাম না করে এলে ত শান্তি পাব না। তোমরা কথাবার্ত্তা কও। আরও দুএকটা কাজ আছে। আমি কাজ কটা মিটিয়ে এলাম বলে।

মৃণাল। আসবেন যেন।

শিব। নিশ্চয়ই! আসব মা! আস্‌ব—তোমার হাতে খাব। তবে না!

শিবশরণের প্রস্থান

ভৃত্যের প্রবেশ

(মৃণালের প্রতি)

ভৃত্য। তিনটী মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

মৃণাল। এখানে নিয়ে এস।

মহিলা তিনটির প্রবেশ। ইহাদের তিন জনেই সে দিন সান্ধ্যসভায় ছিলেন।

প্রথমা। মৃণালিনি! কেমন আছ ভাই! বড় দাগা পেয়েছ।

দ্বিতীয়া। তোমার দুঃখে এই কয়দিন আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিল না।

( হ-বাবুকে দেখিয়া ) একি, হ-বাবু—না না হাতী বাবু যে!

গিরীন্দ্র। আমার বন্ধু বড়ই দুঃখিত যে হাতী বা হাতীবাবু থেকে ইনি আর আপনাদের আনন্দ বর্দ্ধন করতে পারছেন না। ওঁর এক মেসো মহাশয় পূর্ব্বেই এঁকে দত্তকপুত্র নিয়েছিলেন। সেই থেকে এঁর নাম অরুণকুমার সিংহ। এঁর মেসো মহাশয় অগাধ সম্পত্তির অধিকারী। আর ইনিই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহ পরশু হবে। অবশ্য আপনারা সকলে নিমন্ত্রণ পত্র পাবেন। বড়ই দুঃখের বিষয়—আপনাদের এত চেষ্টা সত্বেও বিবাহটা বন্ধ হল না।

প্রথমা। বড়ই সুখী হলাম। অরুণবাবু! ( দীর্ঘনিশ্বাস )

দ্বিতীয়া। আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। ( চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল )

তৃতীয়া। ( প্রৌঢ়া ) ভগবান্ করুন আপনি দীর্ঘকাল সুখশান্তি ভোগ করুন। ( রোদন )

প্রথমা। এখন কিছুদিন থাক্‌বেন নিশ্চয়ই।

দ্বিতীয়া। আপনার প্রীতি-স্নিগ্ধ-সঙ্গ হতে বঞ্চিত হব না।

তৃতীয়া। তা হলেই আমরা সুখী থাক্‌ব।

হ-বাবু। আপনারা সকলে একত্রিত ভাবে এবং পৃথক পৃথক আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। ( তৃতীয়ার প্রতি ) আপনার শুভ চিন্তার জন্য চিরঋণী রইলাম। তবে প্রীতি এবং স্নিগ্ধ সঙ্গ সম্বন্ধে মাপ করবেন। কাল পরশুর মধ্যেই আমার সঙ্গ এঁর কাছে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। ( দ্বিতীয়ার প্রতি ) আপনার শিষ্টতার জন্য বিশেষ বাধিত।

আপনাকে বন্ধু হিসাবে সম্মান করব—তবে তার বেশী প্রত্যাশা করবেন না। (প্রথমার প্রতি) আমার দিকে একটু কম মনোযোগ দিলেই অধীন কৃতার্থ হবে। কারণ এখন আমার সম্বন্ধে তিলমাত্র কারো আশা রইল না। (সকলের প্রতি) আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন! বসুন! বসুন! মৃণাল এঁদের জন্য একটু চা না হয় সরবতের ব্যবস্থা কর।

মহিলা তিনটি একে একে এক এক প্রকার মুখভঙ্গী
করিয়া চলিয়া গেলেন

গিরীন্দ্র। ওরা কেউ যে উষ্ণ বা শীতল আতিথ্যের জন্য অপেক্ষা করলেন না।

সুহাস। তা না করুন। শুভ কাজের সময় এঁদের স্নিগ্ধ দৃষ্টিটুকু না পড়্লেই ভাল হয়। ওদের সম্বর্দ্ধনা করা ছাড়া আমাদের এখন ঢের কাজ বাকি আছে।

# উৎসব

## এক

প্রভাত। ধনীর প্রাসাদ। গেটের সম্মুখে মঞ্চের উপর শানাই বাজিতেছে। রঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিয়া দাসদাসীরা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ব্যস্ততা ও উৎসবের চিহ্ন সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। সুসজ্জিত নাচঘরে সুবেশে সজ্জিত নর্ত্তকীরা নৃত্যগীত আরম্ভ করিয়াছে। নাচঘরের সম্মুখে একটি কৃত্রিম গোলাপ জলের প্রস্রবণ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। প্রস্রবণ হইতে শতধারে বিচ্ছুরিত সুগন্ধি জল নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগতগণের সুরচিত কেশকলাপ সিক্ত করিয়া দিতেছে। উৎসব সর্ব্বত্র দীপ্তিমান্। সুধু প্রাসাদের এক প্রান্তে মলিন-বসন-পরিহিত একটা জীর্ণ অংশের সংস্কার কার্য্যে রত কতকগুলি শ্রমজীবি কুবেরের প্রাসাদে ভিখারীর মত, শুভ্র রৌপ্যপাত্রে কৃষ্ণ কলঙ্কের মত লাগিয়া আছে।

কক্ষান্তরে গৃহস্বামী ও কর্ম্মচারী কথোপকথনে রত।

—কোন জিনিসের অভাব নেই ?

—আজ্ঞে না।

—নাচঘরে যার যা দরকার সব পাচ্ছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে জন্য সাতজন লোককে সেখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

—এগারটা থেকে খাওয়ান আরম্ভ হবে জান ?

—আজ্ঞে, সব ব্যবস্থা ঠিক আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

—ব্যস্ত তো হব না। তবে ঠাকুরঘরের দেওয়ালটার অমন অবস্থা হল কেন ? তোমাদের দৃষ্টি থাক্‌লে এমন হয় ?

—আজ্ঞে, আমরা কি কোরবো! কতদিন থেকে বলছি ঘরটা এখন সারানো হোক্। কর্ত্তাবাবু একেবারে কাঠ কবুল! বল্‌লেন শ্রীধরপ্রভু রাত্রে বলেছেন, আমার এ ঘর তোরা আর কাউকে ছুঁতে দিস্‌নি। আমাকে আর কোথাও নে যাস্‌নি। তাহলে আমি রক্তগঙ্গা হব। ভাঙা দেওয়াল দিন রাত বুক দিয়ে আগ্‌লে কর্ত্তা-বাবু বসে রইলেন। তাঁর অমতে আমরা জোর করে তো আর সারাতে পারিনে!

—আমায় বলনি কেন? আমি জোর করে ঠাকুর অন্য ঘরে রাখ্‌বার ব্যবস্থা করতুম্।

—আপনি তখন দার্জিলিংয়ে ছিলেন—

—দার্জিলিংয়ে বুঝি জন্মের মত গেছলুম, নয়? আর ডাক রেল সব বন্দ হয়ে গেছল; খবর দিলেও আমার কাছে পৌঁছোত না!

—তার পরেই তো কর্ত্তাবাবু হঠাৎ মারা গেলেন। সে দিন কি দুর্য্যোগ! উঃ! আপনাকে তার দুই দিন আগে টেলিগ্রাম করা হয়েছে, কেবল ভাবছি আপনি এলেন বলে! আর কর্ত্তাবাবু একবার শ্রীধরের আর একবার আপনার নাম জপ কচ্ছেন।

—আঃ এত বাজে বকতেও পার তুমি! আমি তো সেখানে খেলা করতে যাইনি, কাজেই গেছলুম। কিন্তু তারপর তো তোমার যথেষ্ট সময় ছিল!

—আজ্ঞে তারপর শ্রাদ্ধের ভিড় গেল না? আপনি ছিলেন না; সবই তো নিজেদেরই ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তারপরই দেখুন না এক মাসের মধ্যেই বড়বাবুর বে' ঠিক হল। সময় পেলাম কোথায় বলুন!

—তা তো বটেই, দিনগুলো আজ কাল চব্বিশ ঘণ্টার বদলে বার

ঘণ্টায় হচ্ছে, সময় পাবে কি করে! তার ওপর, তোমাদের একহাতে ঢাল, একহাতে তলওয়ার; যুদ্ধ তোমরা করবে কি করে?

দক্ষিণ দিক হইতে একটি অতিশয় গুরুদ্রব্য পতনের শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে নারী-কণ্ঠের একটা আর্ত্তনাদ উঠিল

গৃহস্বামী। চমকিয়া—ও কি!

কর্ম্মচারী ছুটিয়া গেল ও একটু পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া

সর্ব্বনাশ হয়েছে, শ্রীধরের ঘরের দেয়াল পড়ে গেছে। একটা কুলি চাপা পড়েছে। তাকে বার কচ্ছে তার এক স্ত্রী চীৎকার কচ্ছে।

—এই দেখ যা ভেবেছি তাই। শুভ কাজের সময় একটা গণ্ডগোল না করে তো তোমরা ছাড়্বে না। দিব্যি এসে বললে—তার স্ত্রী চীৎকার কচ্ছে। ওই শোন এখনও সে কাঁদছে। মাগীটাকে এখনও থামাতে পাল্লে না?

—আজ্ঞে তার স্বামী চাপা পড়েছে, তাকে কি করে থামাই বলুন!

—ছেলেমানুষের মত কথা বোলো না। তাদের কাজ করতে লাগানো হয়েছে, চাপা পড়তে নয়। লোকটাকে বার করে তার বৌটাকে সঙ্গে দিয়ে বিদেয় করে দাও। তাদের জায়গায় বিশজন লোক লাগাও। এর আগে এক কাজ কর, ব্যাণ্ডওয়ালাদের ওই দিকে গিয়ে বাজাতে বল। কান্নাকাটি যেন কেউ না শুন্তে পায়। যাও আগে যাও—

—কুলিটাকে এখন বাড়ী পাঠালে পথেই সে মারা যাবে। ডাক্তার ডাক্লে—

—এ বাড়ীর কর্ত্তা তুমি না আমি? যাও, যদি দেখ অবস্থা খারাপ হয়ে এসেছে, সরকারি হাসপাতালে পৌছে দিয়ে এস। বৌটাকে আগে সরাও। বুঝেছ?

—যে আজ্ঞে।

কর্ম্মচারী চলিয়া গেল।

খানিক পরে কতকগুলি মজুর একজন আহত কুলি যুবককে বহিয়া লইয়া গেল। পিছনে চাঁপা স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ও মাথার চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে একটি কুলি যুবতী সে প্রাসাদের দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। ব্যাণ্ড খুব জোরে বাজিতে লাগিল। নাচঘরে নাচগান পুরাদমে চলিতে লাগিল। দুয়ারে কৃত্রিম প্রস্রবণ গোলাপ জল উদ্‌গীরণ করিয়া চলিল। শুধু একটা ভগ্ন দেওয়ালের পাশে খানিকটা রক্তাক্ত মাটি দেবতার রোষের মত রক্ত নেত্রে সেই উৎসবের পানে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যা আগত প্রায়। গাছের ফাঁক দিয়া পশ্চিম আকাশের একপ্রান্তে ঘোর রক্তবর্ণ মেঘ দেখা যাইতেছে। গাছে গাছে পাখীদের কলরব। নগরের এক প্রান্তে একখানি পর্ণকুটীর। গাছপালার খানিকটা ব্যবধান, আবার একখানি কুটীর! এইরূপ পাঁচ ছয় খানি। গঠনের কোন পারিপাট্য নাই। খুব সামান্য খড় দিয়া ছাওয়া চাল অতি অল্প উচ্চ। গাছের ডালপালা দিয়া তিন দিক্‌কার দেওয়াল তৈয়ারী হইয়াছে। সম্মুখের দিকটা খোলা, সেইটি হইয়াছে ঘরের দুয়ার। চালের প্রান্তভাগ মাটি হইতে মাত্র দুই হাত উচ্চ। মাথা নীচু করিয়া প্রায় হামা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। ঘরের সম্মুখে একঝাড় কলাগাছ। দুয়ারের সাম্‌নে এক অন্ধ বৃদ্ধা বসিয়া তাহার শীর্ণ কম্প্র অঙ্গুলি দিয়া অতি ধীরে ধীরে একটা ঝুড়ি বুনিতেছে।

বৃদ্ধা। (বিড় বিড় করিয়া আপন মনে বকিতেছে) এখনও কেশারা আজ এল না কেনে? সেই কোন্ বিহানে পান্তা ভাত খেয়ে গিয়েছে। আস্‌বে, রাঁধ্‌বে, তবে খাবে, আমিও চাট্টি খেতে পাব। চোখের মাথা যে খেয়ে বসে আছি,—নইলে আমিই তো রেঁধে রাখ্‌তে পারি।

বৌটাকে বলি, তুই থাক্। তা শোনে না। বলে, তবু তো চার গণ্ডা পয়সা বেশী রোজগার হবে; বস্তির দিনে কষ্ট হবে না। এদিকে পাঁচ মাস হ'ল। এখন কি সাঁঝ সকালে বাইরে থাকে! (একটু থামিয়া)—পেটের আজ বড্ড জ্বালা ধরল যে। ছেলেটা বৌটা খেলে না আমিই বা কি বলে খাই! আর থাক্‌তেও যে পারিনে!

একটা কাঁধ-ভাঙা কলসী হইতে একমুটা কাঁচা চাউল লইয়া খাইতে লাগিল। দূরে কাহার পায়ের শব্দ হইল। ছেলে বৌয়ের আগে খাইতেছে এ লজ্জায় বৃদ্ধা হাতের অবশিষ্ট চাউল গুলি কলসীতে তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিল। শব্দ চলিয়া গেল। বৃদ্ধা আবার একমুটা চাউল হাতে তুলিয়া লইল। কোলাহল করিতে করিতে কতকগুলি লোক সকাল-বেলাকার আহত যুবকের মৃতদেহ লইয়া আসিল। বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল ও তাহার হাতের চাউল মাটির উপর পড়িয়া গেল

বৃদ্ধা।—কেরে, কেশা এলি? বৌ?

সকাল হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বৌটির কান্না শুকাইয়া আসিয়াছিল। শাশুড়ীকে দেখিয়া সে হাঁউ মাঁউ :করিয়া কাঁদিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। লোকগুলি মৃতদেহ কলাগাছটার নীচে রাখিল।

বৃদ্ধা।—(হাত্‌ড়াইয়া) কাঁদছিস্ কেনেরে? আমার যে গা কাঁপছে। কেশা শুয়ে কেনে? মাথায় পাগ্‌ড়ি বাঁধা কেনে এখন? ও কেশা! কেশা! ওমা, সর্ব্বাঙ্গ যে একেবারে ভিজে!

নিজের পরণের ময়লা ছেঁড়া কাপড় দিয়া ছেলের গায়ের রক্ত মুছাইতে লাগিল

একজন প্রৌঢ় মজুর।—বুড়ি, কেশা মরে গিয়েছে। বড়বাড়ীর পাঁচিল চাপা পড়েছিল। সরকারি ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে কত চিকিচ্ছে করা হল। কত ফ্যাটা দিয়ে মাথা বাঁধা হল। কিছুতে কিছু হল না। বিকেল বেলা আবার হু হু করে রক্ত ছুট্‌ল আর পরাণ বেরিয়ে গেল।—

নে ওঠ্, ঘরে কি আছে বার্ কর। একেবারে নদীর ধারে গিয়ে কাজ শেষ করে আসি।

বৌটি তেমনি কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধা মৃতপুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া অবাক্ হইয়া তাহার দৃষ্টিহীন চক্ষে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ একটা বন্দুকের শব্দ হইল; সঙ্গে সঙ্গে দূরে কন্‌সার্টের বাজনা বাজিতে লাগিল।

একজন মজুর।—ও কি রে?

অপর একজন।—ও বড়-বাড়ীর থেয়াটার সুরু হ'ল।

বৃদ্ধা।—( দুই হাতে ছেলেকে জড়াইয়া ধরিয়া ) ও কেশা, কেশারে, ও বাবা, আর তুই উঠ্‌বিনে?

# কনকাঞ্জলি

## এক

বিবাহ-বাটী। কদলী বৃক্ষ, পুষ্পমাল্য, পূর্ণ কলসী ও আম্র-পল্লবে প্রবেশ-দ্বার সজ্জিত। মঞ্চের উপর নহবৎ বসিয়াছে। গোধূলির ধূসর রং ডুবাইয়া দিয়া বিবাহ-বাটির আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিল। নিকটাগত মধুর বাদ্যধ্বনি বরাগমন সূচিত করিল। অভ্যর্থনার জন্য কন্যাপক্ষীয় লোকজন প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। বরযাত্রিগণ দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র বৈদ্যুতিক উপায়ে সজ্জিত মর্ম্মর-নির্ম্মিত নারী-মূর্ত্তির হস্তধৃত পিচকারি নিঃসৃত গোলাপ জলে বরযাত্রীদের শুভ্র বস্ত্রাদি ও বরের কৌষেয় বাস সুরভিত হইল। কন্যার পিতা প্রিয়ব্রতের সন্ধানে দুই একজন অন্তঃপুরের দিকে গেল।

ত্রিতলের একটি নাতিক্ষুদ্র কক্ষে এক নারীমূর্ত্তির তৈলচিত্রের সম্মুখে নির্নিমেষ নয়নে প্রিয়ব্রত দাঁড়াইয়া। চিত্রখানি পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত। কক্ষটি সুগন্ধি দীপের আলোকে আলোকিত ও সুরভিত।

প্রিয়ব্রত। ( চিত্রের দিকে চাহিয়া ) কথা ছিল নিজে দেখে শুনে জামাই পছন্দ করবে; নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করবে। তবে কেন আগে চলে গেলে? এখন এস, একটিবার এই চিত্রাধার থেকে নেমে এসে সাম্‌নে দাঁড়াও। দেখে একবার বল তোমার মনোমত জামাই এনেছি। কত ভয়ে, কত সাবধানে স্থির করেছি তা তো তুমি দেখ্‌তে পেয়েছ। কোন রকমে একবার আমাকে জানিয়ে যাও যে তোমার তৃপ্তি হয়েছে।

প্রদীপ-শিখা ক্ষণেকের জন্য স্থির অবিচল হইয়া জ্বলিতে লাগিল। এক অপূর্ব্ব সুগন্ধে কক্ষ ভরিয়া গেল। চিত্র যেন একটিবার দুলিয়া উঠিল। অকস্মাৎ মনে হইল কে যেন কক্ষে শব্দহীন পদক্ষেপে প্রবেশ করিল।

প্রিয়ব্রত। (একটু স্তব্ধ থাকিবার পর) বল, নেমে এসে বল! না হয় যেখানে আছ সেখান থেকেই বল, তুমি সব শুন্‌ছ, তুমি সব দেখ্‌ছ। বল, তুমি তৃপ্ত হয়েছ, তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ, জামাই তোমার মনোমত হয়েছে। তোমার সাধ, তোমার ইচ্ছা সর্ব্বক্ষণ মনে রেখে আমি সর্ব্ব বিষয়ে তোমার মনোমত পথে চলেছি। কেবল মনে ভেবেছি, তুমি তো দুঃখ পাবে না, তুমি তো সুখী হয়েছ।

ধীরপদসঞ্চারে সেই কক্ষে এক কিশোরী আসিল

প্রিয়ব্রত। (চমকিয়া) এ কি, শ্যামা! কি হয়েছে মা? আজকের দিনে মুখ অমন ম্লান কেন মা?

শ্যামা। (মুহূর্ত্তে মুখে প্রফুল্লতা আনিয়া) কই বাবা, মুখ তো ম্লান নয়। সবাই আমাকে নানা কাজে আট্‌কে রেখেছিল, তাই এতক্ষণ আস্‌তে পারিনি। মাকে এতক্ষণে একবার প্রণাম করতে এসেছি। তুমি এখানে আছ তা তো জানতাম না, বাবা।

প্রিয়ব্রত। নাই বা জান্‌লে, মা! তোমার মাকে প্রণাম করে নাও। তাঁর আশীর্ব্বাদে তোমার বধূ-জীবন যেন শান্তিময়—গৌরবময় হয়।

শ্যামা গলবস্ত্রা হইয়া সাশ্রুনেত্রে চিত্রতলে প্রণাম করিল। পরে পিতার চরণে প্রণতা হইল

প্রিয়ব্রত। (কন্যার অশ্রু মুছাইয়া) মা আমার! সাবিত্রী সমান হও!

শ্যামা চেষ্টা করিয়া পিতার পানে প্রফুল্ল দৃষ্টিতে চাহিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রিয়ব্রত। ( যতক্ষণ দেখা যায় শ্যামার গতিশীল দেহের পানে চাহিয়া থাকিয়া )—কই, তোমার শ্যামাকে আশীর্ব্বাদ করতেও এলে না! তবে আর কবে আস্‌বে? কতদিন যে বলেছিলে, 'তোমাকে না দেখে আমি কোথাও থাক্‌তে পারব না; যদি মরি, তবু আমি এসে এসে' তোমাকে দেখে যাব।'—সে সব কি ভুলে গেলে? ও কি! কে বল্‌লে—'আমি ভুলি নি, আমি তো আসি!' ( ছবির দিকে চাহিয়া ) তুমি কি? না, তুমি তো তেমনি নিষ্ঠুর, মৌন, মধুর! এ আমার উত্তেজিত কল্পনার প্রলাপ!

বাহির হইতে কে ডাকিল—বাবু সম্প্রদানের সময় হয়েছে। সবাই আপনাকে খুঁজ্‌ছে; আসুন।

( ছবির দিকে আর একবার চাহিয়া ) তাই ত! চল, যাই। ( উদ্‌ভ্রান্তের মত ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন )

## দুই

রাত্রিকার উৎসব-সজ্জা প্রভাতের আলোকে ম্লান দেখাইতেছে। 'যাবি যদি বলে যাস্, আবার আসিবি কবে' সুরে বাজিয়া শানাই পুরবাসীর অন্তরে আসন্ন বিরহের ব্যথা জাগাইতেছে। মুক্ত আকাশের স্নিগ্ধ আলোকেও যেন সেই সুরের ঢেউ প্রবেশ করিতেছে।

শ্যামা। বাবা!

প্রিয়ব্রত। ( চমকিয়া চক্ষু মুছিয়া ) কি মা?

শ্যামা। তোমায় এমন কেন দেখাচ্ছে, বাবা? রাত্রে বুঝি একটুও ঘুমোওনি?

প্রিয়ব্রত। এ কথা কেন বল্‌ছ মা?

শ্যামা। রাত্রে দু'বার আমি উঠে তোমার ঘরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসেছি। বিছানায় একটিবারও পিঠ পাত নি। এতে যে অসুখ করবে বাবা! ( হাত দিয়া কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া )—তোমার গা যে গরম হয়েছে, বাবা! চোখও একটু লাল হয়েছে। তোমার অসুখ করেছে। তুমি শোবে চল।

প্রিয়ব্রত। মিছামিছি ব্যস্ত হোয়ো না মা। কিচ্ছু হয় নি। আজ তুমি শ্বশুরবাড়ী যাবে এ কথাটি কাল রাত্রে সর্ব্বক্ষণ অনুভব করেছি মা। তাতে কি ঘুম আসে?

শ্যামা। রাত্রে তাহলে কোথায় ছিলে বাবা?

প্রিয়ব্রত। এইখানে, এই ছাদের উপর।

শ্যামা। সারারাত এইখানে একা ছিলে বাবা?

প্রিয়ব্রত। একা নয়। এই পাশেই তোমার মায়ের ঘর। দোতলা থেকে আনন্দের কলধ্বনি একটু একটু ভেসে আসছিল। জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরে গেছে। এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল ভেবেছি এতদিন এত ডেকেও এক মুহূর্ত্তের জন্যও যার আবির্ভাব বুঝতে পারি নি, তোর বিবাহের রাতে হয় ত তার একটু আভাস পাব। হয় ত তোকে আশীর্ব্বাদ করতে একটিবার তিনি আসবেন। তাই কাল জেগেছিলাম। কিন্তু বৃথা মা। যে যায় সে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও ফিরে আসে না। বলে গেলেও নয়।

শ্যামা। না বাবা, ফিরে আসেন; ফিরে এসেছেন।

প্রিয়ব্রত। আসেন! এসেছেন! তুই দেখেছিস্? কি করে দেখলি মা? আমায় একটিবার ডেকে কেন দেখালি নে মা?

শ্যামা। রাত্রে যখন তোমার কাছ থেকে নেমে আসি ঠিক সেই সময় মনে হল আমার মাথায় কে যেন অতি সন্তর্পণে অতি ভালবেসে একখানি

হাত রাখলেন। সে এক মুহূর্ত্তমাত্র। কিন্তু তাতেই আমার সর্ব্বশরীর শিউরে উঠ্‌ল, চোখে জল এল। পাছে তুমি চোখের জল দেখে ফেল তাই আর পিছনের দিকে ফিরে চাই নি।

প্রিয়ব্রত। তুই তাঁর আশীর্ব্বাদ পেয়েছিস্। বাঁচলাম। তুই ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছিলি। সেই তাঁর আশীর্ব্বাদের পরশ। এটুকু দেখ্‌বার জন্য সারারাত্রি এইখানে জেগে কাটিয়েছি।

পুরবাসিনী। ( দূর হইতে ) কনে বিদায়ের সময় হল যে—কোথায় গেল শ্যামা? ওমা! তুই এখানে? শীগ্‌গির নেমে আয়। ( প্রিয়ব্রতকে লক্ষ্য করিয়া ) আপনিও আসুন। আশীর্ব্বাদ করবেন। বরকর্ত্তা ব্যস্ত হয়েছেন।

প্রিয়ব্রত। তুমি যাও মা, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

পিতার নিদ্রাহীন মুখের পানে আর একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে শ্যামা নামিয়া গেল।

প্রিয়ব্রত। সুধু আজ নয়, এখনি শ্যামা চলে যাবে। এতদিনকার খেলাঘর ফেলে রেখে আবার নূতন করে খেলাঘর পাত্‌তে যাবে। এই সংসারের নিয়ম। যেদিন সে এ সংসারে এসেছিল সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত ও এখানে যে স্নেহের ঢেউ তুলেছিল সুধু তার স্মৃতিটুকু রেখে যাবে। দুদিন ওর মনও হয় ত এম্‌নি কাঁদবে। তার পর ধীরে ধীরে দুঃখ ভুলে যাবে। আপনার নূতন সংসারের চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাক্‌বে। সত্যই কি এই শ্যামা আমাদের ভুলে যাবে? যাবে; কিন্তু হয় ত আমাদের পেয়েই ভুলে যাবে। আমি আবার পুত্র হয়ে ওর কোলে জন্মাব, ওর মা মেয়ে হয়ে ওর কোলে আস্‌বেন। ও তাই পেয়ে ভুলে থাক্‌বে। নিশ্চয়ই এই ঠিক। এই সত্য কথা! আঃ বাঁচলাম! তবে আর কি ভাবনা! এতদিনকার সব সমস্যার আজ সমাধান হয়ে গেল। আমি

শিশু হয়ে—শ্যামার পেটে জন্মাব। শ্যামাকে মা বলে ডাক্‌ব। শ্যামা আমাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খাবে। আমার পানে চেয়ে চেয়ে তার আঁখির পলক পড়্‌বে না। কেমন হবে! ঠিক হবে! অতি সুন্দর হবে।

নীচে নামিয়া গেলেন



এক পুরনারী। কাকা এসেছেন? বাসি বিয়ে শেষ হয়ে গেছে এবার মেয়ে জামাইকে আশীর্ব্বাদ করুন।

দুই জনে প্রণাম করিল

প্রিয়ব্রত। (আশীর্ব্বাদ করিয়া চোখের জলে ভাসিয়া হাসিতে হাসিতে) ভাব্‌ছ মা, আমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছ? তা আর হয় না মা। এতকালকার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। আমিই আবার তোমাদের কাছে পুত্র হয়ে যাব। তোমাদের সব স্নেহ কেড়ে নেব।

অপরা পুরনারী। এইবার কনকাঞ্জলিটা শেষ করে দাও।

প্রথমা। এই যে দিই। এই থালাখানা হাতে নে তো শ্যামা! (প্রিয়ব্রতের প্রতি) আপনি গায়ের চাদরখানা একবার এমনি করে পাতুন তো!—হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। (শ্যামার প্রতি) এইবার এই টাকা ও চাল সুদ্ধ থাল বাপের চাদরে ফেলে দেও! দিয়ে বল—বাবা, এতদিন তোমার যা খেয়েছিলাম যা পরেছিলাম আজ সব শোধ দিয়ে চল্লাম।

শ্যামা শিহরিয়া চুপ করিয়া রহিল

অপরা। ও কি, চুপ করে রইলি যে! বল্‌, বলতে হয়।

শ্যামা ভাবিয়া ধীরে ধীরে হাত হইতে কনকাঞ্জলি নামাইয়া রাখিল

প্রথমা। ও কি! নামিয়ে রাখ্‌লি যে! ওতে অকল্যাণ হয়! বল্‌তে হয় যে, বল্‌। কাকা, আপনি বলুন; নইলে ও শুন্‌বে না।

শ্যামা। বাবার বুকে মানুষ হয়ে—আজ তাঁকে কাঁদিয়ে যাবার সময় একখানা থালে এক মুঠো চাল আর একটা টাকা দিয়ে বলে যাব তোমার যা কিছু খেয়েছি, পরেছি—যা কিছু পেয়েছি সব ফিরিয়ে দিলাম! আমি পারব না।

প্রিয়ব্রত। বল্‌ মা, তবু বল্‌তে হয়।

শ্যামা। (জানু পাতিয়া বসিয়া পিতার মুখের পানে চাহিয়া)—বাবা, আমায় ও কথা বল্‌তে বোলো না। তার বদলে আমি বলে যাচ্ছি,—যখন যেখানে যাই, যেখানে থাকি, অগাধ ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ সুখশান্তির মধ্যে ডুবে থাকলেও সর্ব্বক্ষণ মনে রাখ্‌ব, যে এখানে তোমার কাছে, মায়ের কাছে যে স্নেহ পেয়েছি—যে স্নেহ নিয়ে যাচ্ছি, তার এক কণাও কোন দিন শোধ দিতে পার্‌ব না। জন্মজন্মান্তর শ্যামা সেই ঋণে বাঁধা থাক্‌বে।

প্রিয়ব্রত। (শ্যামার মাথায় হাত রাখিয়া) অন্তরের আশীর্ব্বাদ নে মা। বড় সুন্দর কথা বলেছিস্‌। ওই দেখ্‌ জামাইয়ের চোখে প্রশংসার দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। আর এই—ও কি! (উদ্‌ভ্রান্তের মত) এবার দেখেছি, এই যে চোখে জলের ধারা—মুখে তৃপ্তির হাসি! তোর কথায় সন্তুষ্ট হয়ে তোকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে নেমে এসেছেন।

শ্যামা। (উঠিয়া পিতার কম্পমান দেহ লইয়া জড়াইয়া ধরিয়া)—বাবা! ও কি, ও-দিকে কি দেখ্‌ছ? এই যে আমি! বাবা!

প্রিয়ব্রত। (অনেকক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া) মা! তাকে আর একটু ধরে রাখ্‌তে পারলি নে!

# শুকতারা

( চিত্র )

## এক

বিবাহ-বাটী,—অন্তঃপুর

অন্তঃপুরিকারা কথোপকথনে ব্যস্ত

"তা, বর মন্দ কি দিদি ? একরকম ভালই বল্‌তে হয়।"

"রংটা একেবারে কালো।"

"তা কালো হোক্, ভাই, মুখের গড়ন বেশ।"

"দেখিস্ ভাই সাবধান, ঠাকুরজামাই অনেকদিন বাড়ীছাড়া—"

"মরণ, কথার ছিরি দেখ একবার !"

"তা যাহোক্ বয়স একটু হয়েছে।"

"তা আর বল্‌তে !"

"কত হবে বল দিকি ? চল্লিশ ?"

"চল্লিশ আর কোন্ লজ্জায় না হবে।"

"চেহারাটা একেবারে চোয়াড় চোয়াড়।"

"মেয়েই বা তোমার কি ননীর পুতুল বাপু যে, চেহারার অত ব্যাখ্‌খানা কর্‌ছ ?"

"আর কচি খুকিটিও নয়।"

"মিথ্যে নয়, বিয়ে হলে এত দিন তিন ছেলের মা হত। ধেড়ে মাগীর সঙ্গে কি আর ছেলে ছোকরা সাজে!"

"মাগীর কিন্তু বরাত জোর বল্‌তে হবে। নিখরচায় তো এত বছর কাটালে; আর মেয়ের বিয়ে, তাও দিব্যি পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙলে!"

"কিন্তু সে কথাটি মুখ দিয়ে সে একবার উচ্চারণ করবে! তা হবার যো নেই। মুখে যেন সবক্ষণই আমড়া দিয়ে আছেন! মরণ আর কি!"

"টের পেতেন এই মেয়ের বিয়ে নিয়ে—যদি অন্য কোথাও থাক্‌তেন! মাগীর রকম দেখিচিস্ ভাই—তোর মেয়ের বিয়ে—মেয়েকে দেখ্‌বি শুন্‌বি, সাজাবি গোজাবি; তা নয় বাইরে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যেন দেখাচ্ছেন কত কাযই কচ্চেন, একটু অবসর নেই যে, মেয়ের কাছে একটিবার বসেন।"

"তোমাদের কি বাছা পরের কুচ্ছো করা ছাড়া আর হাতে কায নেই? ও বেচারি নিজের দুঃখে নিজে মরে আছে। সকাল থেকে ঝি চাকর বামুন এই তিন জনের কায করে বেড়াচ্চে, তবু তার দোষ বার কচ্চ? খুব যা হোক্!"

"দোষ বা'র কত্তে আবার কোথায় দেখ্‌লে গা? অমন লোক-দেখানো কায না কল্লেই নয়?"

"চুপ, চুপ্, এদিকে আস্‌ছে যে!"

"তা আসুক, কারো একচালায় তো বাস নয়!"

"এই যে ঠাকুরঝি, কোথায় গেছলে এতক্ষণ?"

"বরযাত্র খেতে বস্‌বেন যেখানে, সেখানে পাতের এঁটো ছিল, তাতে কুকুরে মুখ দিয়েছিল। কেউ পরিষ্কার করতে চাইলে না। তাই এঁটোটা পরিষ্কার করে এলাম।"

"ওমা বল কি, কুকুরের এঁটো এই রাত্তিরে ছুঁলে! এই কাপড়ে আবার হেঁসেল ছোঁবে ত?"

"সে কাপড়ে কেন ছোঁব ভাই? পুকুর থেকে ডুব দিয়ে তবে আস্‌চি।"

"তাই বল! তা নইলে যেত এই সব ছিষ্টি এখনি ফেলা!"

"তুমি তো বর দেখ্‌তে গেলে না একবারও, আমরা ছাদ থেকে দেখে এসেছি। বেশ বর, মন্দ নয়। তবে একটু বয়স হয়েছে, আর একটু কালো রং। তা হোক্ কত সুন্দরী মেয়ের ভাগ্যে ওই জুট্‌ছে না।'

"যা ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন, তাই ভাল।"

"তা আর বল্‌তে! বলে, আপনার ভাইতে আজকাল এতটা করে না; ছবির বাবা তবু তো তোমার খুড়তত ভাই। যথেষ্ট করছেন।"

"দাদাকে ধরেই তো আছি, নইলে কোথায় বা থাক্‌তাম? কি করেই বা রাণীর বিয়ে দিতাম?"

"বর স্ত্রী-আচারে আসচে, শীগ্‌গির সব তৈরি হয়ে নাও গো!"

"শুন্‌লি তো—চ' চ'। তুমি যাবে নাকি মাসী? একবার তবু দেখে এস।"

"না মা, আমি এখন অন্য সব কায দেখি। তোমরা দেখে এস।"

( যাইতে যাইতে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে ) "মাগো, কায যেন কেউ করে না। দেখেও বাঁচিনে!"

"তুমি কেন গেলে না মা একবার দেখ্‌তে? আমি না হয় পানগুলো সেজে রাখি। তুমি একবার ঘুরে এস।"

"না মা, কায ফেলে গিয়ে কি হবে? সব কায মিটুক, তখন যাব'খন।"

"রাণী আজ সমস্ত দিন তোমাকে দেখেনি কিনা তাই সন্ধ্যের আগে

আমাকে বল্‌ছিল,—'ঝিমা, মা কোথায় গেলেন আজ?' হাজার হোক বয়স হয়েছে তো; সে বুঝেছে, কালই যেতে হবে মাকে ছেড়ে, তাই তোমার জন্য মন কেমন কচ্ছিল।—তা হোক্ মা, চোখের জল ফেলো না এমন দিনে। ওই ঘরই যেন করে জন্ম জন্ম।"

"ওগো, গিন্নী তোমায় ডাক্‌ছেন শীগ্‌গির এস। তাঁর বোন্‌ঝির ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়্‌ছে, শীগ্‌গির তাদের চাট্টি খাইয়ে দেবে।"

"যাই, চল মা।"

"মাগো! মাগীকে আজকের দিনেও যেন নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নিচ্চে। আহা বেচারী একটা কথা বল্‌তেও জানে না! ওর কি মার প্রাণ নয়? ওর কি ইচ্ছে করে না যে, মেয়েকে একটু সাজায় গোজায়, কাছে একটু থাকে! যেমন অদেষ্ট!"

## ২

রাত্রি বারোটা অতীত হইয়া গিয়াছে। বর বধূ বাসর-ঘরে। দুই চারিটী রমণী বাসর ঘরে খানিকক্ষণ ছিলেন, কিন্তু বর গান গাহিতে জানে না শুনিয়া স্থানত্যাগ করিয়াছিলেন।

বর। এরা যে চলে গেলেন, ভালই হল। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে বাঁচি। একি, কথা কইতে যাব, আর তুমি ঘোমটা একহাত টেনে দিলে যে! এখন ত কেউ নেই, তবে লজ্জা কিসের, ঘোমটা খোল।

বর বধূর ঘোমটা একটু কম করিয়া দিল। বধূ ঘোমটা আর টানিয়া দিল না, কিন্তু নিরুত্তরে নত মস্তকে রহিল।

বর। সুন্দর মুখখানি তোমার, কিন্তু বড় ম্লান। আমি কালো তাই কি দুঃখ হয়েছে?

বধূ। ( অতি মৃদুস্বরে ) না।

বর। তবে কেন অমন করে রয়েছ? বিয়ের দিন মেয়েদের মুখ তো প্রফুল্লই থাকে। তুমি কেন অমন করে আছ?

বধূ। আজ সমস্ত দিন মাকে দেখিনি, তাই বড় কষ্ট হয়েছে।

বর। মাকে দেখনি কেন?

বধূ। আজ সমস্তক্ষণ মা যে কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

বর। কি কাজ এত তাঁর? এত লোকজন তো রয়েছে!

বধূ। তা থাক্‌লেও মার খাটুনির বিরাম নেই।

বর। তাহলে উকিল বাবু বুঝি তোমার আপন মামা নন্; নয়?

বধূ। না, আপন নন্; একটু দূর সম্পর্কে মামা হন্। মা যে আমাকে নিয়ে কি কষ্টেই পড়েছিলেন! আর তুমি যদি রাজী না হতে, মার কি অবস্থাই হত সকলের কাছে!

বর। ওঃ তাই! সে জন্য বরযাত্রদের তেমন যেন কেউ খাতির করলে না।--ও কি কাঁদছ কেন? ছিঃ!

বর পরম স্নেহে বধূর মুখ মুছাইয়া দিল। তথাপি বধূর চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সজল চক্ষু লইয়া সে স্বামীর পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

চোখ মুছান ছাড়িয়া দিয়া বর বধূর মস্তকে ও পৃষ্ঠে প্রীতিভরে হাত রাখিল, পাশের ঘরের ঘড়ীতে তিনটা বাজিল।

খোলা জানালা দিয়া দেখা যাইতেছিল—বাহিরে চারিদিক স্নিগ্ধ শুভ্র চন্দ্রালোকে ভরিয়া গিয়াছে। দুইজনে বিনিদ্র নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। বধূর হাত দুইখানি বরের হাতের মধ্যে কখন আসিয়া পড়িয়াছিল।

বর। কে আস্‌ছেন এ দিকে?

বধূ। মা ; এতক্ষণে মা আস্‌ছেন।

মা আসিতে বর ও বধূ উঠিয়া উভয়ে একসঙ্গে প্রণাম করিয়া পায়ের কাছে বসিল।

মায়ের চোখের জলে আশীর্ব্বাদ ঝরিয়া পড়িল। পূর্ব্ব দিকে তখন শুকতারা মায়ের চোখের মতই জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল।

# বিচার

( নক্সা )

## বহির্ব্বাটী

"দোহাই বাবু, এ রকম কল্লে তো গাঁয়ে বাস করা চলে না।"

"কি হয়েছে ?"

"হুজুর গরীবের মা বাপ—হুজুর রক্ষে না করলে গরীবরা যায় কোথায় ?"

"দশজনে মিলে ষাঁড়ের মত চিৎকার কোরো না। যা বলবার একজনে বল।"

"আজ্ঞে বলছি বাবু—কিন্তু বল্‌তে যে মুখে আসছে না—"

"তা হলে বোলো না।"

"না বল্লে যে পিতিকার হবে না বাবু। আর আপনি যে আমাদের পিতিকার কত্তেও দেবেন না। নইলে কত্তার আমলে আমরা আগে এ সবের পিতিকার করে তবে এসে কত্তাকে জানাতাম, আর অভয় পেয়ে যেতাম।"

"বেশী বোকো না, কি হয়েছে বল।"

"বলেই ফেলি বাবু। সেই পাজী কাল আবার এসেছিল। আমি তখন মাঠে। তক্কে তক্কে থেকে, আমার বৌমা যখন পুকুরে জল আন্‌তে গেছ্‌ল, তখন তার সঙ্গ নিয়ে তাকে অপমান করেছে।"

"কি বলেছে বল।"

"আজ্ঞে বলেছে—বাবু, সে আমি বল্‌তে পার্‌ব না।

"তবে বিচারও পাবে না।"

"আজ্ঞে বলেছে—তোমাকে ভুল্‌তে পারিনে, তুমি বড় সুন্দর, তাই আমি তোমাকে এখান থেকে দেখি।"

"তোমরা কি করে এ কথা জান্‌লে ?"

"পাড়ার একটি মেয়ে এ কথা শুন্‌তে পেয়ে আমার পরিবারকে বলে বৌমাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বলে ফেল্লে আমার ছেলে এ সব কথা শুন্‌লে কি কাণ্ড হবে একবার ভেবে দেখুন। সেই ভেবে এর একটা উপায় করুন।"

"তার নাম কি ?"

"আজ্ঞে, রোঘো।"

"ভীম !"

"হুজুর।"

"চারজন পাইক এর সঙ্গে দাও—রোঘোকে এখখুনি ধরে নিয়ে আসবে।"

"যে আজ্ঞে হুজুর !"

"আর দেখ, তাকে আন্‌লে, কোন কথাবার্ত্তা নেই, গুণে চল্লিশ ঘা জুতো মেরে তাকে এই ঠিক রোদ্দুরে ফেলে রেখে দেবে। আমার হুকুম না পেলে তাকে ছাড়বে না।"

"যে আজ্ঞে।"

## অন্তঃপুর

"আপনার স্ত্রী এখানে নেই—আমি এসে আপনাকে বিব্রত করেছি।"

"আপনি এ কথা কেন বার বার বল্‌ছেন? তবে তিনি থাক্‌লে আপনার কোন অসুবিধা হত না; আপনার দিকে ঢের বেশী দৃষ্টি রাখ্‌তে পারতেন।"

"আপনি ভুলেও তা মনে করবেন না। আপনার মত দৃষ্টি আপনার স্ত্রী কখনই রাখ্‌তে পারতেন না। আর তা পারা স্বাভাবিকও নয়। কি বলেন?"

"হাঁ—না—তাকি—(একটু থামিয়া) আপনি যে এসেছেন এতে আমি অপার আনন্দ পেয়েছি। আপনার সঙ্গে যদি সত্যেন আস্‌ত তাহলে আমার আরও আনন্দ হত্।"

"সে বিষয়ে কিন্তু আমার একটু সন্দেহ আছে।"

(একটু চমকিয়া) "না,—না—ও কথা কেন বল্‌ছেন?"

"এম্‌নি বল্‌ছি। আপনি যদি বলেন, না সন্দেহ নেই,—তাই আমি বিশ্বাস করব।"

"আপনাদের যখন বিবাহ হয় তখন আমি আর সত্যেন প্রেসিডেন্সিতে এম্‌-এ পড়ি। তখন ভারি একটা মজা হয়।"

"কি মজা, শুনি।"

"তখন আমার বিবাহে ঘোর আপত্তি। সত্যেনকেও আমি প্রায় দলে এনে ফেলেছিলাম, এমন সময় আপনার আবির্ভাব।"

"বটে! তবে তো বড় অসময়ে এসেছিলাম আমি।"

"না, আপনি যে সময়ে আস্‌তেন সেইটেই সুসময় হত। কিন্তু তখন আমরা সেটা অসময়ই ভেবেছিলাম বটে। সত্যেন তো আপনাকে দেখে এসে মহাখুসী। বল্লে খুব সুন্দর বৌ দেখে এলাম রে! আমি একটু ক্ষুণ্ণ হলাম দেখে সত্যেন বল্লে—দেখ্ বৌ খুব সুন্দর বটে—তবে তুই যদি বলিস্ তাকে তুই বিয়ে করবি, এখনি আমি সে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

"আপনি কি বল্লেন ?"

"আমি বল্লাম—না তোকে আর অতটা স্বার্থত্যাগ করতে হবে না। তুইই বিয়ে করে সুখী হ।"

"ভাগ্যে এই কথা বলেছিলেন,—নইলে কি বিপদই হত আপনার !"

"ভুল বুঝবেন না—এত সম্পদ্ খুব অল্প লোকের ভাগ্যে হয়। আমার ভাগ্যে এ সম্পদ্ ছিল না।"

"কেন আপনার ভাগ্যে যে সম্পদ পড়েছে, তা কি কম ?"

"কম না হলেও আপনার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। আপনার বাহিরের সৌন্দর্য্য অতুলনীয় কিন্তু সে সৌন্দর্য্যও হার মেনেছে আপনার অন্তরের সৌন্দর্য্যের কাছে।"

"আপনার স্ত্রীর সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা হলে হয়ত আপনার বন্ধুও তাকে এই কথাই বল্‌তেন। এর কারণ কি বল্‌তে পারেন ?"

"আপনি কেন এ ভাবে আমার কথা নিচ্ছেন ? আমার কথায় আপনি যদি অসন্তুষ্ট হন, আমি আর কিছু বল্‌ব না।"

"আপনি যদি প্রতি কথায় এ রকম রণে ভঙ্গ দেন, তাহলে আপনার সঙ্গে কথা কওয়াই যে দায় হয় !"

"আমি আর কিছু বল্‌ব না। কিন্তু এটা আমি কিছুতেই গোপন করব না যে, আপনি আসায় আমার হৃদয়ে আনন্দের তুফান উঠেছে। যদি কোন অশোভন কথা বলে থাকি দয়া করে মার্জ্জনা করবেন।"

"মেয়েমানুষকে এ কথা বল্লে তার পক্ষে অন্তর থেকে রাগ করা শক্ত হয়। কিন্তু ভেবে দেখুন, এ সব কথা কি নির্জ্জনে পরস্ত্রীকে আপনার বলা উচিত, না পরপুরুষের মুখে আমারই শোনা ভাল ?"

হঠাৎ বাহির হইতে একটা আর্ত্তনাদ শোনা গেল—"বাবা গো—মা গো।"

( চমকিয়া ) "ও কি ?"

"দেউড়িতে কেউ কাউকে বোধ হয় শাসন কর্চ্ছে।"

"উঃ বড় কঠিন শাসন!"

কাঁদিতে কাঁদিতে উর্দ্ধশ্বাসে এক বৃদ্ধার প্রবেশ

"দোহাই বাবা, আমার ছেলেকে রক্ষা কর। তোমার পাইকরা তাকে মেরে ফেল্লে বাবা। দোহাই তোমার বৌমা, তোমার সোয়ামিকে একটিবার বল না, এ বারটা ছেড়ে দিন, আর এমন কম্ম কর্‌বে না।"

"এর ছেলেকে ছেড়ে দেওয়া কি অসম্ভব?"

"আপনি বল্লে সবই সম্ভব? ওরে শোন্—না আমি নিজে না গেলে ছেড়ে দেবে না। আচ্ছা, আমি এখনই আস্‌ছি।"

দ্রুতবেগে প্রস্থান

বৃদ্ধা উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিল

"তোমার ছেলে কি করেছিল?"

(রোদন সম্বরণ করিয়া) "পাড়ার একজনের বৌকে লুকিয়ে—কি কথা বলেছিল।"

"কি বলেছিল?"

"তোমাকে ভুল্‌তে পারিনে, তুমি সুন্দর—এই রকম কি কথা।"

"এই যে আপনি এসেছেন। ছেড়ে দিয়েছে তো?"

"হ্যাঁ, দিয়েছে।"

"কিন্তু তোমার ছেলেরও তো অন্যায় বাছা!"

"অন্যায় তো বটেই মা। আমার অদেষ্ট! আগে ঐ মেয়েটির সঙ্গেই আমার ছেলের বিয়ের কথা হয়। ওদের বাড়ীও আমাদের বাড়ীর কাছে। দু'জনের ভাবও হয়েছিল। মেয়েটির মুখপোড়া বাবা কিছুতে বিয়ে দিলে

না। হারাণ ঘোষের কাছ থেকে বেশী টাকা নিয়ে তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলে। সেই থেকে ছেলে আমার মনমরা হয়ে আছে। আমার ঐ একটি ছেলে, আর বিয়ে কল্লে না। ঝোঁক কেবল ওকে দেখবে, আর যদি পারে একটা কথা কইবে।”

“জোর করে ছেলের বিয়ে দাও; দেখ্‌বে সব শুধরে যাবে!”

“কি কর্‌ব মা! দু পঁচিশ গণ্ডা টাকা জমা করেছি ছেলের বিয়ের জন্য। কিন্তু ও যে কিছুতে রাজী হয় না। বলে, তুই যদি ও সব কথা বল্‌বি তো আমি বিবাগী হয়ে একদিক পানে চলে যাব। ওই সম্বল মা; ও যদি চলে যায় কি নিয়ে সংসারে থাক্‌ব—সেই ভয় হয়।”

বৃদ্ধা অঞ্চলে চক্ষু মুছিল

“তুমি ভয় কোরোনা। বেশ একটি ডাগর আর ভাল মেয়ে যোগাড় করে বিয়ে দাও, তাহলে ছেলে কিছুতে বিবাগী হবে না।”

“আচ্ছা মা, তাই কর্‌ব মা।”

“আচ্ছা বাছা, তুমি এখন এস। তোমার ছেলে যদি ওখানে থাকে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও।”

“আমায় বাঁচালে মা তোমরা। তুমি আমার মা, আর তুমি বাবা। মা মঙ্গলচণ্ডী তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমাদের শীগ্‌গির একটি খোকা হোক্।

বৃদ্ধার প্রস্থান

( অর্দ্ধ স্ফুটস্বরে ) “ও যা মনে করেছে তাই যদি সত্য হত।”

“আচ্ছা, আপনি মৃদুস্বরে যে কথা খুব সভ্য ও কবিত্বের ভাষায় এইমাত্র বল্‌লেন, তার চেয়ে অন্যায় কথা কি আপনার অসভ্য প্রজা বলেছিল—যে এই মাত্র শাস্তি পেয়ে গেল? কিন্তু আপনাকে শাস্তি কে দেবে?”

কক্ষান্তরে প্রস্থান

"আমায় ক্ষমা করুন্। এ কি, আপনি এখনি চল্লেন যে। আমাকে মার্জ্জনা না করে যদি এ ভাবে চলে যান্, আমি জীবনে আর শান্তি পাব না।"

"দোহাই আপনার, আপনি এই নির্জ্জলা কবিত্বের কথাগুলো আর আমায় বলবেন না।"

"কিন্তু আপনি একা চল্লেন যে!"

"আমি যখন একা এসেছিলাম—একা যেতেও পার্‌ব। আর আমার স্বামী একটু পরেই ষ্টেশনে আসবেন। এখানেই তাঁর আসবার কথা ছিল। আমাকে গিয়ে তাঁকে খবর দিতে হবে—আর যাবার দরকার নেই, তাঁর সে কলেজের বন্ধু আর বেঁচে নেই।

দ্রুত প্রস্থান

# দুটি তারা

বৈষ্ণবের গৃহ। একতলা। কক্ষ কয়েকটি সুপ্রশস্ত। সম্মুখে প্রশস্ত অঙ্গন, অনুচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা। অঙ্গনে নানাবিধ ফুলের গাছ। বেশীর ভাগই শাদা ফুল। দক্ষিণ প্রান্তে পাশাপাশি দুইটি সমাধি। দুইটিই ফুল দিয়া সাজানো। অল্প দূরে তুলসীকুঞ্জ। মাঝখানে একটী বেদী। বেদীর উপর একটি যুবক ও একটি যুবতী পাশাপাশি বসিয়া। স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে সমস্ত স্থানটি আলোকিত। সম্মুখে একটি বৎসর পাঁচেকের ছেলে অঘোরে ঘুমাইতেছে। যুবকের নাম শ্যামসুন্দর। যুবতীর নাম শ্যামলতা। দুইজনে কথা হইতেছিল।

শ্যামসুন্দর। তুমি কি করে জান্‌লে আমি আস্‌ব ?

শ্যামলতা। মন বলে দিলে।

শ্যামসুন্দর। আমার কিন্তু আশা ছিল, এবার তোমাকে ঠিক আশ্চর্য্য করে দেব। তাই এ দিনের চিঠিতে কিচ্ছু লিখিনি।

শ্যামলতা। না লিখ্‌লেও চিঠিতে তোমার আসার আভাস ছিল। যে কথাটি মনে করেছিলে কিন্তু লেখনি, তার ছবিটি চিঠিতে গোপনে ফুটে উঠেছিল।

শ্যামাসুন্দর। তোমাকে আশ্চর্য্য করতে এসে আমিই আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

শ্যামলতা। কেন ?

শ্যামসুন্দর। এসে দেখি আমি আস্‌ব মনে করে তুমি দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে আছ। মালাগাছি পর্য্যন্ত গেঁথে রেখেছ। কিন্তু গাঁথলেই যদি দু'গাছি মালা গাঁথলে না কেন ?

শ্যামলতা। কেন এই তো ভাল।

একখানি বীণা আছে কভু বাজে মোর বুকে
কভু তব করে,
একটি রেখেছি মালা, তোমারে পরায়ে দিলে
তুমি দিবে মোরে।

শ্যামসুন্দর। আচ্ছা, তা যেন হল। কিন্তু বুঝ্‌লে কি করে তা তো বললে না।

শ্যামলতা। বল্‌লাম তো—মন বলে দিলে। ভোর রাতে স্বপন দেখলাম, তুমি আমার মাথার কাছে বসে আস্তে আস্তে বল্‌ছ, এই দেখ এসেছি। চেয়ে দেখি, তুমি ফুলের মালা গলায় হাসিমুখে পাশে বসে। দেখেই আনন্দে কি বল্‌তে গিয়ে ঘুম ভেঙে গেল।

শ্যামসুন্দর। তাই বুঝি মালা গেঁথে রাখ্‌লে!

শ্যামলতা। সেই থেকে ক্রমাগত তোমার পায়ের ধ্বনি শুন্‌ছি। আর তো কোন দিকে মন দিতে পারিনি। কেবল বাবা মার সমাধি ফুল দিয়ে সাজিয়েছি; আর তোমার জন্য মালা গেঁথেছি।

শ্যামসুন্দর। আর?

শ্যামলতা। আর সারাদিন তোমার প্রতীক্ষা করেছি। সন্ধ্যায় সমাধিতে প্রদীপ দিয়ে আর বাড়ীর মধ্যে স্থির হয়ে থাক্‌তে পারলাম না। কে যেন দোরের কাছে টেনে নিয়ে গেল। দুয়ার খুলতেই দেখি তুমি সাম্‌নে দাঁড়িয়ে।

শ্যামসুন্দর। আমি সারাদিন কি করেছি জানো?

শ্যামলতা। কি?

শ্যামসুন্দর। পথ চলেছি আর কেবল তোমার কথা ভেবেছি। তুমি যখন উঠেছ, আমি টের পেয়েছি। যখন সমাধি ফুল দিয়ে সাজিয়ে প্রণাম

করেছ তখনকার সেই গলায়-অঞ্চল-দেওয়া মূর্ত্তি দেখেছি। যখন প্রদীপ দিয়েছ তখনকার তোমার নিশ্বাস যেন আমার গায়ে এসে লেগেছে। দরজার কাছে এসে তোমাকে ডাকব ভাব্‌ছি, এমন সময় তুমি দুয়ার খুলে দাঁড়ালে!

শ্যামলতা। আজ কিশোরি কেবল জিজ্ঞাসা করেছে, 'হ্যাঁ, মা, বাবা আজ আস্‌বেন?' আমি যত বলেছি, 'হাঁ আসবেন,' তত বলেছে—'চিঠি এসেছে? কই চিঠি তো আমায় দেখাওনি। বাবার চিঠি বুঝি তুমি লুকিয়ে রাখ? এখন আমি বলে দেব আমাকেও যেন চিঠি দেন।' অবুঝ্‌ ছেলে—ও তো জানে না যে এ চিঠি কাগজে লিখে আসে না, একেবারে অন্তরে এসে পৌঁছায়।

শ্যামসুন্দর। তোমার এই সব কথা যখনি শুনি তখনি মনে বড় দুঃখ হয়। ভাবি এক্‌লা তোমার বড় কষ্ট হচ্চে। কিন্তু কি করি? দুজনায় যে বাবাকে বড়-গলা করে বলেছিলাম, তুমি ভেবো না, বাবা, যতদিন বাঁচব মায়ের সমাধির উপর ফুল আর দীপ দেওয়া আর বিগ্রহের সেবা আমরা দুজনের একজনে নিজ হাতে কর্‌ব।

শ্যামলতা। সে কথা আর আমাকে কেন বল্‌ছ! আমি কি জানিনে? বাবার মৃত্যুর আগের দিন বাবাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাবা, কি কষ্ট হচ্ছে আপনার? বাবা শান্ত স্বরে বল্‌লেন, মা, তোমাদের সেবায় কষ্ট তো কিছুই নেই। কেবল ভাবছি আমি গেলে আমার শ্রীহরির সেবা কে করবে, আর কেই বা তোমার মায়ের সমাধির উপর প্রদীপ দেবে? চিরকাল তো তোমাদের এখানে বেঁধে রেখে যেতে পারব না। আমিও তো তখন বাবার কাছে একই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। এখন তার অনুশোচনা করলেও বাবার মনে ব্যথা লাগ্‌বে।

শ্যামসুন্দর। ঠিক কথা বলেছ, অনিচ্ছায় কর্ত্তব্য কর্‌লে তার অর্দ্ধেক প্রাণ চলে যায়।

শ্যামলতা। আর সত্য কথা বল্‌তে গেলে আমার চেয়ে কষ্ট তোমার বেশী।

শ্যামসুন্দর। এ কথা কেন বল্‌ছ?

শ্যামলতা। আমি ঠাকুরের সেবা কর্‌ছি, শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা কর্‌ছি, কিশোরকে কোলে কর্‌ছি, তুমি যে সেখানে সুধু কাজ নিয়ে থাক। ঘরের কাজ করা এক, আর বাপ মার সেবা করা আর এক।

শ্যামসুন্দর। তা ঠিক, কিন্তু নরেন তো আমায় কর্ম্মচারীর মত দেখে না। ঠিক ভায়ের মত দেখে। কতবার বলেছে—যাও না ভাই, নিয়ে এস তাঁদের। কেন এত কষ্ট করে একা থাক্‌ছ। নরেনের স্ত্রীও কতবার এই কথা বলেছেন। কিন্তু তাতে তো টল্‌লে চল্‌বে না। একা থাক্‌তে কি সুধু আমারি কষ্ট হয়, তোমার হয় না? কিন্তু তা বলে কি হবে? এ কষ্টকে জয় করতেই হবে।

শ্যামলতা। তা হবে বটে। কিন্তু তবু তো তোমাকে সুধু পরের কাজ নিয়েই থাক্‌তে হয়।

শ্যামসুন্দর। না।

শ্যামলতা। তবে আর কি নিয়ে থাক?

শ্যামসুন্দর। তুমি থাক না, কিন্তু তোমার কল্পনা থাকে। সমস্ত কাজ শেষ হলে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসি। যতক্ষণ চিঠি লিখি ততক্ষণ আনন্দের শেষ থাকে না। মনে হয় যেন তোমার সঙ্গে কথাই কচ্ছি। তার পর চিঠিখানি বালিশের তলায় রেখে শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ভাবি।

শ্যামলতা। কি ভাব?

শ্যামসুন্দর। ভাবি—এতক্ষণ তুমি কি কচ্ছ। পূর্ব্ব দিকে একটি নীল উজ্জ্বল তারা রোজ জ্বল্‌তে থাকে। তার দিকে চেয়ে ভাবি—আমি যদি

এই রকম একটী নীল তারা হই, তাহলে আর কিছু চাই না। রোজ সন্ধ্যায় ঐখান থেকে তোমায় দেখ্‌তাম। সারারাত্রি—যতক্ষণ তুমি বাইরে থাক্‌তে—তোমার মুখপানে চেয়ে থাক্‌তাম। তুমি কিশোরকে নিয়ে ঘরের মধ্যে গেলে সারারাত্রি আমার দৃষ্টির আলো তোমার দুয়ারে প্রহরীর মত স্থির হয়ে থাকৃত। তার পর উষায় তোমার মুখখানি দেখে বিদায় নিতাম। ভগবান্‌কে বলি, আমাকে যদি তিনি আগে ডেকে নেন্ তাহলে যেন ঐ আকাশের বুকে একটি ক্ষুদ্র নীল তারা হই—যেখান থেকে আমি তোমাকে প্রতি রাত্রে দেখ্‌তে পাই।

শ্যামলতা। তোমার পায়ে পড়ি, এমন করে গুছিয়ে কথা বোলো না। বড় ভয় করে। তা হলে আমার কি গতি হবে?

শ্যামসুন্দর। এতে ভয় কেন কর্‌ছ? মানুষের কত রকম সাধ হয়, তারা কত রকম কল্পনা করে। তাতে ভয় কি? এ কি, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? এও ভয়? এ কি, চোখেও জল! ছিঃ চোখ মোছ, শান্ত হও।

শ্যামলতা। (চক্ষু মুছিয়া) তুমি এমন করে আর বোলো না।

শ্যামসুন্দর। না, বল্‌ব না। চল, ঘরের মধ্যে যাই। কিশোরকে আমি নিচ্ছি।

ঘরের ভিতর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া আসিল। চন্দ্র অস্ত গেল।

## ২

বৈশাখের রাত্রি। জ্যোৎস্না উঠিবার কথা, কিন্তু মেঘে চারিদিক ছাইয়া গিয়াছে। মত্ত আকাশের ঝড় নামিয়া আসিয়া পৃথিবীর বৃক্ষলতাদের প্রচণ্ড নাড়া দিয়া গিয়াছে। তথাপি নরনারীর ভীত বক্ষের মত এখনও আকাশ বাতাস তরুলতা ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

কিশোর। মা, আর কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে? চল না, মা, ঘরে যাই।

শ্যামলতা। যাই, বাবা। তুই একটু ওই সাম্‌নেটায় শুয়ে থাক্; আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

কিশোর। এইবার নিয়ে তুমি দশবার বল্‌লে, একটু পরে যাচ্ছি। কিন্তু আস্‌ছ কই?

শ্যামলতা। আর একটু দেরী কর্, বাবা, লক্ষ্মীটি আমার। ক্ষিদে পেয়েছে?

কিশোর। না না, ক্ষিদে লাগ্‌বে কেন?

শ্যামলতা। আজ রাতে যে রাঁধা হল না। ছেলেমানুষ—ক্ষিদে লাগা তো বিচিত্র নয়।

কিশোর। আমি তো নিজেই খেতে চাইলাম না; তুমি তো রাঁধ্‌তে চেয়েছিলে। বিকেলে পেটভরে খেয়েছি, এখন একটুও ক্ষিদে লাগেনি।

শ্যামলতা। তাহলে ঘুমুচ্ছিস্ না কেন? একটু চেষ্টা করে ঘুমো, বাবা।

কিশোর। কি করে ঘুমুই মা। তুমি কাছে না থাক্‌লে ঘুম আসে না যে মা।

শ্যামলতা ঘরে আসিলেন; কিন্তু বাহিরের দিকে কান পাতিয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল।

শ্যামলতা। কিশোর, কে ডাক্‌ছে না?

কিশোর। না মা, কেউ তো ডাক্‌ছে না।

শ্যামলতা। তোর বোধ হয় একটু ঘুম এসে থাক্‌বে। আমি একবার এগিয়ে দেখি কিশোর! তুই একটু একলা থাক্ তো বাবা।

কিশোর। তাহলে চল মা, আমিও তোমার সঙ্গে যাই!

শ্যামলতা। (বাহিরে আসিয়া) কই, এখানে তো কেউ নেই। আমি কিন্তু শুনেছিলাম ঠিক বাবা।

কিশোর। কি শুনেছিলে মা?

শ্যামলতা। কার যেন গলা। কিন্তু বড় দুঃখ, বড় কাতরতা গলার স্বরে।

কিশোর। বাবার গলা কি?

শ্যামলতা। তাও ঠিক বল্‌তে পারিনে; কিন্তু সে যেন কি রকম! কথাগুলি যেন চোখের জলে ভেজা।

কিশোর। কাঁদ্‌ছ কেন মা মণি? কেন ভয় কর্‌ছ মিছামিছি। সেদিন তো বাবার চিঠি এসেছে। তবে কেন এত কাতর হচ্ছ? আমারও যে কান্না পাচ্চে।

শ্যামলতা। না বাবা, কাঁদিস্‌নে। ভয় কি? এই দেখ্ আমি চোখের জল মুছে ফেলেছি। (কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) কিশোর ঘুমুলি?

কিশোর। না মা, এই যে আমি তোমার দিকে চেয়ে আছি।

শ্যামলতা। একটা গান গা তো, বাবা।

কিশোর। কোন্ গানটা গাইব? যেটা বাবা এবার নূতন লিখেছেন?

শ্যামলতা। তাই গা।

কিশোর। (গাহিল)

শ্রান্ত হয়ে আস্‌ব যখন
তখন কোলে নিও;
আঁখির জলে ভাস্‌লে পরে
একটি চুমা দিও।
ঝড়ে যখন দুল্‌বে বাসা,
নাইক আলো, নাইক আশা,
সুধু তোমার আঁখির আলোয়
আঁধার নাশিও।
অভয় দিতে তখন মাগো
বারেক আসিও।

বাহির হইতে কে ডাকিল—কিশোর! কিশোর! শ্যামলতা ত্রস্তপদে বাহিরে আসিলেন। কিশোরও ছুটিয়া মায়ের সঙ্গে আসিল। দরজার দুয়ার খুলিতে কয়েকজন লোক কি বহিয়া অঙ্গনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে রাখিল। সহসা চন্দ্র মেঘমুক্ত হইতে শ্যামলতা ও কিশোর দেখিল, খাটের উপর শুভ্র শয্যায় রক্ষিত শ্যামসুন্দরের মৃতদেহ—যেন ঘুমাইয়া আছেন! পাশে নরেন্দ্র। পশ্চাতে তাঁহার স্ত্রী অনুপমা ও কন্যা আভা! শ্যামলতা অগাধ বিস্ময়ে শ্যামসুন্দরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না।

নরেন্দ্র। আজ সকালে এই হয়েছে। কিছু নয়, সামান্য অসুখ; হঠাৎ বেড়ে গেল। সময় পেলাম না যে আপনাকে খবর দিই। শ্যামসুন্দর বল্‌লে, যদি সেরে উঠি নিজে যাব, নইলে আমার দেহ নিয়ে যেও, বাবা ও

মায়ের তলায় আমার সমাধি দিও, সেখানে যেন আর একটি দীপ জ্বলে। আর বোলো সেই নীল তারার কথা। তাহলেই সে বুঝ্‌বে। আরো বোলো, যতদিন না আর একটি নীল তারা পাশে আসে ততদিন তার পানে চেয়ে থাক্‌ব।

কিশোর কাঁদিয়া উঠিল। শ্যামলতা প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন্দ্র। ( ভয় পাইয়া ) কাল সারারাত্রি আপনার কথা বলেছে। স্থির হয়ে শুতে বল্লে বলেছে, 'না ভাই, আর তো সময় নেই, এইটুকুর মধ্যেই সব সেরে নিতে হবে। আমাকে একটু তুলে ধর তো, আমি একখানা চিঠি লিখে রেখে যাই।' দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তুলে ধর্‌লাম। সেই অবস্থায় প্রাণান্ত চেষ্টায় আপনার জন্য এই চিঠিখানি লিখে আমার হাতে দিলে। এই চিঠি নিন্। পড়ুন, একটিবার পড়ুন।

শ্যামলতা চিঠি লইয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল

লতা,

আমি চল্লাম। একটু আগে হল। তার জন্য ক্ষোভ বা অভিমান কোরো না। পূর্ব্বাকাশে সেই নীল তারা হয়ে তোমার দিকে সর্ব্বক্ষণ চেয়ে থাক্‌ব। তুমি সন্ধ্যা দেবে, আমি দেখতে পাব। তুমি আমার কথা ভাব্‌বে, আমার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তারপর কাজ শেষ হলে তুমিও একদিন এমনি তারা হয়ে আমার পাশে এসে উদয় হবে।

কদিনের আগে পিছে বৈ ত নয়! এতে শোক কিসের? নরেন রইল।

'সুন্দর'

শ্যামলতা। ( চিঠি হাতে স্বামীর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ) এই সেদিন বলে গেলে—আবার আস্‌ব! এমনি করে এলে?

তার পর চক্ষে অশ্রুর বন্যা নামিল

## ৩

### দশ বৎসর পরের এক সন্ধ্যা

শ্যামলতা রোগ-শয্যায় শুইয়া। সম্মুখে দেওয়ালের উপর শ্যামসুন্দরের একখানি প্রতিকৃতি। বাম দিকে মুক্ত বাতায়ন দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছে

শ্যামলতা। কিশোর!

কিশোর। কি, মা?

শ্যামলতা। কি ভাবছিস্?

কিশোর। কিচ্ছু তো ভাবছিনে না। খালি তোমার কাছে বসে আছি।

শ্যামলতা। সারাক্ষণ কেন চুপটি করে বসে থাকিস্ বাবা? একটু-খানি বেড়িয়ে আয়।

কিশোর। সকালে তো বেড়িয়েছি মা, এখন আর যাব না।

শ্যামলতা। মুখখানি এমন শুকিয়ে গেছে কেন বাবা?

কিশোর। কই, মা, মুখ তো একটুও শুকোয় নি।

শ্যামলতা। আমায় তুই ফাঁকি দিবি কিশোর! আমার জন্য কেন ভাবিস্। ভয় নেই, আমার কি শীঘ্র মরণ হয়!

কিশোর। তুমি অমন করে বোলো না, মা; তোমার পায়ে পড়ি। আজ একটু ভাল আছ মা?

শ্যামলতা। হ্যাঁ আছি। তোরা এত করে সেবা করছিস্—তবু ভাল থাক্‌ব না?

কিশোর। তুমি একটু কম ভেবো মা, তাহলেই ভাল হয়ে উঠ্‌বে। তুমি ভাল না হলে আমি কিছুতে মন দিয়ে পড়্‌ব না।

শ্যামলতা। ছিঃ কিশোর, ও কথা বলে! ভাল পড়্‌বি, ভাল কাজ কর্‌বি। সবাই বল্‌বে,—তাঁর ছেলে, আহা কি সুন্দর হয়েছে! বল্‌ পড়্‌বি?

কিশোর। হ্যাঁ, পড়্‌ব।

শ্যামলতা। আভাকেও পড়াস্‌ তো?

কিশোর। হ্যাঁ, পড়াই। তবে ও যে সময় সময় আমাকে ছাড়িয়ে যায়।

শ্যামলতা। তা যাক্‌। তাতে হিংসে করিস্‌ নে।

কিশোর। তুমি কি যে বল মা! আমি বুঝি হিংসে করি?

শ্যামলতা। করিস্‌ নে। তবু বলছি। যা এবার আভাকে ডেকে নিয়ে দু'জনে ওই ঘরে পড়্‌গে।

কিশোর উঠিয়া অন্য ঘরে গেল

শ্যামলতা। দিদি!

অনুপমা। ( অন্য ঘর হইতে আসিয়া ) এই যে ভাই!

শ্যামলতা। দিদি, আর দেরী নেই। এবার দুঃখের আসন হবে।

অনুপমা। কেন, ভাই, এ কথা বল্‌ছ?

শ্যামলতা। দিদি, কেঁদো না ভাই। বড় দুঃখ, বড় জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাব। এ তো দুঃখের কথা নয় ভাই! কিন্তু তোমার ঋণ শত জন্মেও শোধ কর্‌তে পার্‌ব না।

অনুপমা। ও সব বাজে কথা থাক্‌, ভাই!

শ্যামলতা। কখন তো বল্‌তে দাওনি, আজ একটিবার বলি।

আমার জন্ম স্বামীর কাছ ছেড়ে দশ বছর রয়েছ। এ কি কেউ করে? আপনার বোনেও পারে না।

অনুপমা। আমি কি তোমার বোনের চেয়ে পর ভাই?

শ্যামলতা। না দিদি, ঢের বেশী। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) দিদি!

অনুপমা। কি ভাই!

শ্যামলতা। আকাশে মেঘ আছে?

অনুপম। না, ভাই, একটুও নেই।

শ্যামলতা। তারা দেখা যাচ্ছে?

অনুপমা। হ্যাঁ।

শ্যামলতা। সেই নীল তারাটি জ্বলছে তো?

অনুপমা। হ্যাঁ জ্বলছে—ওই যে! বড় সুন্দর তারাটি কিন্তু।

শ্যামলতা। দিদি, আমায় একটু ফিরিয়ে দাও, ভাই, ওই তারাটি একটু দেখি। হ্যাঁ হয়েছে। বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি। সত্যি বড় সুন্দর! (মনে মনে) ওঁর পাশে কতক্ষণে যাব?

চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল

অনুপমা। কাঁদ্‌ছ আবার, ভাই!

শ্যামলতা। আজ আর কিছু বোলো না দিদি। আজ আর দুঃখের কান্না নয় ভাই। আচ্ছা, সমাধিতে আলো জ্বল্‌ছে?

অনুপমা। হ্যাঁ জ্বল্‌ছে।

শ্যামলতা। সব কটিতেই তো?

অনুপমা। হ্যাঁ, সব কটিতেই।

শ্যামলতা। দিদি, ওদের কবে বিয়ে দেবে?

অনুপমা। আর একটু বড় হলেই। নয় তো তুমি সেরে উঠ্‌লে যেদিন বল্‌বে সেইদিন।

শ্যামলতা। আমি আর সেরে উঠ্‌ব না। তোমরা যখন ভাল বুঝ্‌বে তখনি দিও। ও তোমাদেরই।

অনুপমা। একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর তো, ভাই।

শ্যামলতা। এখন আর ঘুমুব না ভাই। যখন ঘুম আস্‌বে একেবারে ঘুমুব। ছেলে মেয়েরা কি কচ্ছে ভাই?

অনুপমা। ওরা দুজনে পড়্‌ছে।

শ্যামলতা। দিদি, আমার সেই কৌটোটা একটু এগিয়ে দাও না!—হ্যাঁ হয়েছে। একটিবার খুলে দাও না ভাই। ওতে একগাছা ডোর আছে?

অনুপমা। হ্যাঁ, আছে!

শ্যামলতা। তাঁর সঙ্গে যেদিন শেষ দেখা হয় সেদিন তাঁর জন্য একগাছি মালা গেঁথে রেখেছিলাম। তাঁকে পরিয়ে দিলে, তিনি আবার আমাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিনকার সেই মালা আজকের এই শুক্‌নো ডোর। এর চেয়ে বড় আর প্রিয় জিনিস আমার আর কিছু নেই। এই ডোরগাছি আমার আভার জন্য দিয়ে যাচ্ছি। তুমি এই কথা ক'টি বলে এ গাছিটি একটিবার তাকে পরিয়ে দিও।

অনুপমা। আভার কপাল ভাল, তাই এমন জিনিস পাবে। আমি সব কথা বলে তাকে পরিয়ে দেব।

শ্যামলতা। দিদি।

অনুপমা। কি ভাই?

শ্যামলতা। এবার, যে কথাটি তোমাকে বলে রেখেছি। একটিবার ওইখানটিতে নিয়ে চল।

অনুপমা। কিশোর—আভা!

দুজনে। ( ছুটিয়া আসিয়া ) কি মা? কি মাসীমা?

অনুপমা। দিদিকে একটিবার বাইরে ঐ সমাধির কাছে নিয়ে যেতে হবে।

তিনজনে খাট সুদ্ধ ধরাধরি করিয়া সমাধির কাছে আনিল। শ্যামলতা চক্ষু মুদিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিল। তার পর চক্ষু মেলিয়া মাথার উপরকার নীল তারাটির পানে চাহিয়া রহিল।

শ্যামলতা। দিদি, আমায় এইখানটিতে রেখো। তার পর তুমি ছেলে মেয়ে নিয়ে যেও। কেবল মাঝে মাঝে এসো। একজন লোক রেখে দিও সে যেন সন্ধ্যাদীপ দেয়। তুমি কেঁদো না, দিদি, আমি সেখানে গিয়েও তোমায় ভুল্‌ব না। ওই নীল তারাটির পানে চেয়ে দেখো—ওরই পাশে আমায় দেখ্‌তে পাবে। ( কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া )—আমার মাথাটা একটিবার ওই সমাধিটির উপর তুলে দাও।—হ্যাঁ ঠিক হয়েছে! কি সুন্দর জ্যোৎস্না আজ! আঃ—

অনুপমা। দিদি! শ্যামলতা! ভাই!

শ্যামলতা। ( নিদ্রাচ্ছন্নার মত ) চুপ, দিদি! তিনি আস্‌ছেন! ঐ এসেছেন—

ধীরে ধীরে শ্যামলতার চক্ষু মুদিয়া আসিল

কিশোর। মা! ওমা! ওমা, কথা কও!

সে চক্ষু আর খুলিল না। মনে হইল যেন সেই উজ্জ্বল নীল তারাটির পাশে আর একটি নীল সুন্দর তারা ফুটিয়া উঠিল।

দুটি তারা তাহাদের নির্নিমেষ আঁখি মেলিয়া ধরণীর শিশু দুটির পানে চাহিয়া রহিল!

# পুনর্জীবন

'মা'

'কি বাবা ?'

'সকাল হল ?'

'না, বাবা, সকাল হতে এখনও অনেক দেরী।'

'উঃ মাগো !—এখনও অনেক দেরী ! কটা বেজেছে ?'

'এই একটা।'

'ঘড়ি নিশ্চয় ভুল চল্‌ছে মা। বোধ হয় বন্ধ হয়ে গিছ্‌ল। একবার জানালা দিয়ে দেখ না মা।'

'এই তো জানালা খোলা রয়েছে বাবা। বাইরে ঘোর অন্ধকার।'

'পূর্ব্বদিকে দেখ তো মা। একটা তারা দেখ্‌তে পাচ্ছ না—বেশ জ্বল জ্বল করছে ?'

'না বাবা, সে তারা তো এখনও ওঠেনি।'

'মা !'

'বাবা !'

'তোমাদের বড় কষ্ট দিইছি—নয় মা ?'

'চার বচ্ছর আমাদের ছেড়ে ছিলি—কষ্ট হবে না ?'

'মা।'

'বাবা !'

'তোমাদের কষ্ট দিয়ে আমিও কষ্ট পেয়েছি—আমিও সুখী হইনি।'

'তা জানি, বাবা,—মরে যাই !'

'তুমি সব কথা জান না—আমি বলি না মা?'

'বেশী কথা বল্‌তে ডাক্তার বারণ করেছেন, বাবা, তার চেয়ে একটু ঘুমোও।'

'এখন ঘুম যে আস্‌ছে না, মা! একটু তোমার সঙ্গে কথা কই—রাগ কল্লে মা?'

'না বাবা।'

'আমি এখান থেকে কোথায় চলে যাই জান মা?'

'যুদ্ধে—'

'না মা, প্রথমে আমি হরিদ্বারে যাই; সেখানে মাস খানেক থাকি; তারপর বদরিকাশ্রমে যাই। ছ'মাস পরে কলকাতা ফিরে আসি।'

'কল্‌কাতা এসেছিলি!'

'হ্যাঁ মা, তবু তোমাদের কাছে যাইনি। আমি কোথায় এসেছিলাম জান?'

'না বাবা।'

'সুচারুদের বাড়ী। সুচারু বলেছিল যে কিছুতে অন্য কোথাও কনকের বিবাহ হতে দেবো না। কনকও তাই বলেছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখ্‌লাম কি জান মা?—আমি যাওয়ার পর দুটো মাসও অপেক্ষা করেনি। লক্ষ্মীগড়ের জমীদারের ছেলের সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে গিছ্‌ল। তুমি শোননি মা?'

'তুই যে এসেছিলি তা জানিনে—বিয়ের কথা শুনেছিলাম।'

'অথচ তার জন্য আমি আমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছি—তোমাকে দুঃখ দিইছি, বাবার বিরাগভাজন হয়েছি, শোভাকে অবহেলা করেছি।'

'আর ও-সব কথা কেন তুলছিস্!'

'কথাটা শেষ করে নিই মা—রাগ কোরো না। তাই তো মনে বড়

ধিক্কার হল। একবার ভাব্‌লাম তোমার কাছে ফিরে আসি; বড় লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌ল, পারলাম না। একেবারে চাকরি নিয়ে মেসোপটেমিয়ায় চলে গেলাম।'

'আহা বাছারে! কত দুঃখ পেয়েছিস্ সেখানে!'

'হ্যাঁ মা—বড় দুঃখ পেয়েছি! তোমাদের যে অবাধ্য হয়েছিলাম, শোভাকে যে তুচ্ছ করেছিলাম—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেকটা হয়ে গেছে মা! আর একটু বাকি আছে—তাও শীঘ্র হবে।'

'ও-কথা বল্‌তে নেই বাবা!'

'দেখ মা, সেখানে কেবলি মনে হত তুমি আমায় ডাক্‌ছ, শোভা আমার কথা ভাব্‌ছে, বাবা আমাকে ক্ষমা করেছেন। মনে হত ছুটে তোমাদের কাছে আসি; কিন্তু তখন আর আসার উপায় ছিল না। পাঁচটি বছর থাক্‌তেই হবে কথা ছিল।'

'বন্দুকের গুলি কোথায় লেগেছিল বাবা?'

'বুকের এইখানটায় মা। মরে যাবারই কথা—তোমায় আর একবার দেখতে পাব, তাই বোধ হয় বেঁচে গেছি। তাই তো মা কিছুকাল হাঁসপাতালে রেখে ছেড়ে দিলে!'

"আহা যদি আর মাস দুই আগে ছেড়ে দিত!"

"হ্যাঁ—আগে দেবে!—আমাদের সাহেব বল্লে, ডাক্তার ব্যানার্জ্জি একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে গেছে—একে দেশে পাঠিয়ে দাও; তবে না ছেড়ে দিলে! আমার এ বুকে আর কিছু নেই মা!"

"ভয় কি বাবা, এবার সব সেরে যাবে।"

"দেখ মা, আঘাতের পর যখন হাঁসপাতালে জ্ঞান হল—একে একে সব মনে পড়্‌ল। তখন বার বার তোমার কথা মনে হত আর চোখ দিয়ে জল পড়্‌ত। সাহেব বক্‌ত, আর বল্‌ত, ডাক্তার, তোমরা

বাঙ্গালীরা বড় বাড়ীর জন্য পাগল। তখন আমি মনে মনে তোমাকে কেবলি ডাক্‌তাম। হাঁসপাতালের জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যেত; শেষ রাত্রে শুকতারার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাক্‌তাম। মনে হত, তোমার চোখের আলো ওই তারার মধ্যে জেগে আছে। মা তুমি বুঝ্‌তে পারতে না?"

"পারতাম বৈ কি বাবা!"

"বাবাকেও বড় কষ্ট দিইছি। নয় মা?"

"তোকে ছেড়ে কষ্ট হবে বৈ কি বাবা।"

"মা, বাবা কি আমার উপর রাগ করে গেছেন?"

"না বাবা, তিনি তোর জন্য আশীর্ব্বাদ রেখে গেছেন। যাবার দিনও তিনি বলে গেছেন,—ধীরু এলে বোলো, তার উপর আমার কোন রাগ নেই; তাকে আমার সমস্ত অন্তরের আশীর্ব্বাদ দিও; আর বোলো, তার ওপর তো রাগ করিনি—একটু কঠিন হয়েছিলাম—যদি সে সুপথে ফিরে আসে। ওখানে বিবাহ হলে সে কখন সুখী হবে না জানতাম, তাই আমি মত দিইনি। যদি সে সময়ে ফিরে আসে, বোলো, শোভাকে যেন সে গ্রহণ করে—শোভা স্বর্গের দেবী!"

"সে কথা ঠিক মা; কিন্তু আমার যে দেরি হয়ে গেল!—কেন কাঁদছ মা?"

"না বাবা, আমি সব হারিয়েও তোকে পেয়ে সুখী হয়েছি।"

"কিন্তু তোমার চোখে জল যে মা!"

"একটু জল আস্‌বে না বাবা—কত দুঃখে যে তোকে ফিরে পেয়েছি!"

"মা, শোভার বেশ ভাল বিয়ে দিয়েছ ত?"

"সে তো বিয়ে করেনি!"

"আজ পর্য্যন্ত বিয়ে করেনি! কেন মা?"

'পাগল ছেলে! তুই কি জানিস্‌নে তাকে? সে যে তোকে ছাড়া বিশ্বসংসারে আর কাকেও জানে না রে!'

"আমার মত পাপী পৃথিবীতে আর কেউ নেই মা। আমি বাবার মৃত্যুর কারণ হয়েছি, তোমারও জীবনের সব সুখ কেড়ে নিয়েছি, শোভারও দুর্দ্দশার চরম করেছি!"

'তিনি বল্‌তেন, জানিস্ তো বাবা, কেউ কাউকে কষ্ট দিতে পারে না, নিজ নিজ কর্ম্মফলে সবাই কষ্ট পায়। আর তুই-ই কি কম কষ্ট পেয়েছিস্ বাবা! কি শরীর ছিল, কি হয়ে গেছে! চব্বিশ ঘণ্টা মুখে হাসি লেগে থাক্‌ত; সে মুখের হাসি একেবারে শুকিয়ে গেছে!'

'মা, এবার একটু দেখ না—সকাল হতে আর কত দেরী।'

'এখনও দেরী আছে বাবা। এবার একটু চুপ করে থাক্ দিকি, ঘুম আস্‌বে।'

'না মা, এখন ঘুম আস্‌বে না। আগে সেই ভোরের তারাটি উঠ্‌বে, ঠাণ্ডা বাতাস বইবে, আকাশে উষা উঁকি মারবে—তবে মা আমি ঘুমুব।'

'অনেকক্ষণ কিছু খাস্‌নি, তাই বোধ হয় ঘুম আস্‌ছে না। একটু দুধ গরম করে আনি।'

'মা চলে গেলেন! বাইরে যে বড় অন্ধকার—আকাশে তো আলোর লেশ নেই! কখন অন্ধকার কেটে যাবে—কখন আলো ফুটবে!'

২

'ঘুমুচ্ছ?'

'না। কে?'

'আমি।'

'শোভা!'

'হ্যাঁ, মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, দুধটুকু খেয়ে ফেল।'

'শোভা, তুমি এখানেই আছ?'

'হ্যাঁ। আমি আর কোথায় যাব?'

'শোভা, আমি তোমাকে না বুঝে অবহেলা করেছি—আমাকে মার্জ্জনা কর।'

'ও কথা বোলো না। দুধটুকু খেয়ে ফেল।'

শোভা চামচ করিয়া দুধ খাওয়াইয়া দিতে লাগিল

'আর নয়। এখন তোমার সঙ্গে একটু কথা কই।—এখনি সকাল হবে, তখন আর সময় হবে না। ও কি, তুমি কাঁদছ—শোভা, শোভা!'

'বল।'

'আমায় ক্ষমা করেছ?'

'বলেছি তো ও-কথা বোলো না।'

'দেখ শোভা, মানুষে নিজের মন বুঝ্‌তে পারে না, আমিও পারিনি; তাই তোমাকে কষ্ট দিয়েছি, নিজেও কষ্ট পেয়েছি।'

'মা তো বলেছেন, ও-সব কথা আর মনে কোরো না।'

'শোভা!'

'কি বল্‌ছ?'

'তুমি এখনও আমাকে মনে করে রেখেছ? এখন আমার আবার বাঁচতে সাধ হচ্চে। কিন্তু আর তো সময় নেই।'

'তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অমন করে' বোলো না।'

'শোভা!'

'কি বল্‌ছ?'

'অদৃষ্টে সুখশান্তি না থাকৃলে কেউ তা দিতে পারে না—নইলে তোমার

মর্য্যাদা সময়ে বুঝিনি! ঘরের রত্ন ফেলে যদি মরীচিকার পিছনে না ছুট্‌তাম, তাহলে আজ আমার চেয়ে সুখী কে!'

'তুমি ফিরে এসেছ—এই আমাদের কত ভাগ্য—এখন ও-সব ক্ষোভ কোরো না।'

'শোভা!'

'কি বল্‌ছ?'

'আর একটু এগিয়ে এস, হ্যাঁ—এইখানটিতে বস। আর আমার কপালে একটু হাত দাও তো! আঃ, কি নরম আর ঠাণ্ডা হাত তোমার শোভা! আমার কপাল যেন জুড়িয়ে গেল!'

'মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'না—যন্ত্রণা হচ্ছে বুকে। কে যেন বুকের মধ্যে থেকে বেরোতে চাচ্ছে; পারছে না, তাই ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে।'

'তুমি একটু স্থির হয়ে থাক দেখি, আমি বুকটায় হাত বুলিয়ে দিই।'

'আচ্ছা, তুমি কপালে একটি হাত রাখ, আর একটি হাত দিয়ে বুকে হাত বুলিয়ে দাও।'

'চোখ বুজে আছ কেন? ঘুম পাচ্ছে?' (আপন মনে) 'বোধ হয় ঘুমিয়েছেন। আহা, কি রোগাই হয়ে গেছেন! মা দুর্গা, মা সতীরাণী, মুখ তুলে চাও মা। আমার পরমায়ু নিয়ে ওঁকে বাঁচিয়ে দাও মা।'

'শোভা!'

'বল।'

'তুমি কাঁদছ?'

'না।'

'এই যে তোমার চোখের জল এক ফোঁটা আমার বুকের এইখানটায় পড়েছে। কেঁদো না শোভা, লক্ষ্মী শোভা!'

'তুমি অমন করে আদর করে ডাকলে আমি যে নিজেকে সম্বরণ করতে পারিনে। চোখে জল যে আপনি ভরে আসে!'

'আচ্ছা শোভা, আমি চুপ করে থাক্‌ছি। তুমি যেন চলে যেও না। আর মাকে ডাক—মাও এসে আমার কাছে বসুন্। মা!'

'এই যে যাই—কি বল্‌ছ বাবা, আমি এই পাশের ঘরে ছিলাম।'

'মা, তুমি এইখানটিতে আমার চোখের সাম্‌নে বস। শোভা, তুমি আমার পিঠের কাছে বসে বুকটায় হাত বুলিয়ে দাও;—হ্যাঁ ঠিক হয়েছে।'

* * * *

'মাঝে মাঝে এই রকম চোখ বুজছেন, একটু তন্দ্রা আস্‌ছে—আবার একটু পরেই ভেঙে যাচ্ছে। মা, সেরে যাবে?'

"ও কি মা! এখন ভেঙে পোড়ো না। এখন যে বুকে দ্বিগুণ বল বাঁধতে হবে।"

বহুক্ষণ দুইজনে নিদ্রিত ধীরেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন

'এবার বোধ হয় ঘুমটা গাঢ় হয়েছে, নয় মা!'

'হ্যাঁ!'

* * * *

'গলায় একটা শব্দ হচ্চে কিসের মা?'

'বোধ হয় নিশ্বাসের।'

'মা, ডাক্তার শেষে তোমাকে আলাদা করে ডেকে কি বল্‌লেন?'

(কানে কানে) 'বলেছেন, যদি আজকের রাতটা কেটে যায়, তাহলে ভয় নেই। আজ শেষ-রাত্রিটাতেই ভয়। সেই সময়ে তাঁকে ডাকতে হবে।'

'শেষ রাত্রি তো হয়েছে মা। চারটে বাজে।'

'হ্যাঁ, যাই মা। ডাক্তার তো আজ রাতে বাড়ী যান্‌নি, বাইরের ঘরেই শুয়ে আছেন। ডেকে আনি।'

৩

'কতক্ষণ থেকে এ ভাবটা হয়েছে?'

'আধঘণ্টার কিছু উপর।'

'ধীরেন বাবু! ধীরেন বাবু! শুন্‌ছেন?'

'উত্তর দিচ্ছে না কেন বাবা?'

( নাড়ী দেখিয়া ) 'এখন তো জ্ঞান নেই মা।'

'ও কি বাবা! থর্‌ থর্‌ করে সর্ব্বশরীর কাঁপছে কেন? উঃ কি কাঁপুনি! কি হবে বাবা!'

'চুপ করুন মা! এখন আর মানুষের কোন হাত নেই। সম্পূর্ণ ভগবানের হাত!'

মা। ( যুক্ত করে ) মা—মা—দুর্গে বিপদবারিণি! রক্ষা কর মা, রক্ষা কর! বাছার প্রাণভিক্ষা দাও মা!

মনে মনে জপ করিতে লাগিলেন।

শোভা। ( মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ) মা, মা, সতীরাণি, দয়া কর মা। আমার প্রাণ নিয়ে ওঁর প্রাণ দাও মা!

মাটিতে মাথা রাখিয়া মনে মনে নাম জপ করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার। কেঁপে কেঁপে এতক্ষণ শরীর স্থির হয়েছে। এখন কি হবে কি জানি!

ডাক্তার একদৃষ্টে রোগীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। গৃহের নিস্তব্ধতা কেবল ঘড়ির

টিক্ টিক্ শব্দে ভঙ্গ হইতে লাগিল। ডাক্তার ঘন ঘন নাড়ী দেখিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। আকাশে কখন শুকতারা উঠিয়া ম্লান হইয়া গেল। পূর্ব্বকাশে ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিল। একটা শীতল বাতাসের ঢেউ জানালা দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রদীপ নিভাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের আলোকে ঘর ভরিয়া গেল।

ধীরেন্দ্র। (একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) মা—মা! সকাল হল মা?

ডাক্তার। (নাড়ী দেখিয়া সহর্ষে) ভয় কি, আপনি সেরে গেছেন। মা উঠুন্, বৌদিদি, উঠে আসুন্—আপনাদের প্রার্থনা ভগবান্ শুনেছেন, আর ভয় নেই।

শোভা। (উদ্‌ভ্রান্তার মত আসিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে)—মা, মা, ওমা—মাগো!—

'আর তো ভয় নেই। মা আমার, লক্ষ্মী আমার, তোমার ভাগ্যেই তো ধীরুকে ফিরে পেলাম!'

ডাক্তার। (চক্ষু মুছিয়া) অনেক দুঃখ পেয়েছেন ধীরেনদা—এবার সুখী হোন্।"

# আশার মুকুল

## ১

স্কুল গৃহ। অগ্রহায়ণের প্রভাত। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ( ম্যানেজিং কমিটির ) অধিবেশন। সভাপতি, সম্পাদক ( Secretary ), প্রধান শিক্ষক ও অপর তিন জন সভ্য।

সভাপতি। তারপর কি বিষয় ?

সম্পাদক। একটি ছাত্রের আচরণের বিরুদ্ধে এবং সাধারণতঃ স্কুলের disciplineএর ( নিয়মানুবর্ত্তিতার ) বিরুদ্ধে তিন জন সভ্য আমার কাছে সভায় উপস্থাপিত করবার জন্য এক লিখিত অভিযোগ দেন। এখন সেই অভিযোগই আমাদের বিবেচ্য।

একজন সভ্য। ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে, এ করা ছাড়া আর আমাদের গত্যন্তর ছিল না।

সভাপতি। ( প্রধান শিক্ষকের প্রতি ) তাহলে এ বিষয়ে আপনি কি জানেন বলুন।

প্রধান শিক্ষক। ব্যাপার অতি সামান্য। দুটি ছেলে বাইরে কি কারণে ঝগড়া করে। স্কুলে এসেও তার কিঞ্চিৎ জের চলে—

একজন সভ্য। ( বাধা দিয়া ) অভিভাবকেরা কি ঝগড়া মারামারি শিখবার জন্য ছেলেদের স্কুলে দেয় ?

প্রধান শিক্ষক। বোধ হয় নয়। কিন্তু আগে আমার বক্তব্যটা শেষ করতে দিন্; তারপর আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব।

সভাপতি। আপনি বলে যান্।

প্রধান শিক্ষক। কথায় বলে, হাত থাক্‌তে মুখোমুখি কেন? তাই ক্রমশঃ তারা মুখ বন্ধ রেখে হাতই চালায়। দৈবাৎ একজন পা পিছলে পড়ে যায়, আর তার মাথায় আঘাত লাগে।

সভাপতি। বেলা কটায় এ ব্যাপার হয়?

প্রধান শিক্ষক। স্কুল সুরু হবার মিনিট পনের আগে। আমি তখনি অনুসন্ধান করে জানি, দুজনেরই সমান দোষ। ছেলেটি যে আঘাত পেয়েছিল সেটা দৈবাৎ ঘটেছিল; তার জন্য কাউকে দায়ী করা চলে না। ছেলেটির মাথায় যেখানে আঘাত লেগেছিল সে স্থানটি ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে বেঁধে দিই; আর দুজনকেই ভৎ‍র্সনা করি। তারপর তাদের মনোমালিন্য দূর করে আবার তাদের বন্ধু করে দিই। আমার বিশ্বাস ছিল, ও ব্যাপারের ওখানেই নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।

সভাপতি। তাহলে আবার এ বিষয় কমিটিতে তোলা কেন?

প্রধান শিক্ষক। এর উত্তর দেওয়া তো আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

একজন সভ্য। ছেলেটি আমাদের কমিটির অন্যতম সভ্য সিনিয়র ডেপুটি রায়বাহাদুর——এর একমাত্র পুত্র। এরূপ পদস্থ লোকের ছেলেদের উপর যদি এরূপ ব্যবহার করা হয়, অপর ছেলেদের উপর কি না হতে পারে?

সভাপতি। বড়ই দুঃখের কথা যে, আপনি কমিটিতে এরূপ কথা মুখে আন্‌তে পেরেছেন। ছাত্র ছাত্র; সে কার ছেলে, তার বাবা রায়বাহাদুর কি খাঁবাহাদুর, সিনিয়র ডিপুটি কি জুনিয়ার মুন্সেফ এ আমাদের বিবেচ্য নয়।

সভ্য। স্বীকার করি এ আমাদের বিবেচ্য নয়, কিন্তু এদিকেও একবার লক্ষ্য করুন। স্কুল থেকে মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ছেলে বাড়ী গেল। মায়ের প্রাণ তো! তিনি ভয়েই অস্থির! তখনি ডাক্তারের

কাছে খবর গেল। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বল্লেন, 'বড্ড বেঁচে গেছে। আর একটু রগ ঘেঁষে যদি আঘাতটা লাগত তাহলে মহা অনর্থ হতে পার্‌ত!' ছেলেটির বাবা দেখেশুনে খুব উদ্বিগ্ন হলেন; আর হওয়াই স্বাভাবিক।' আমরা যখন এসব শুনলাম—স্থির করলাম, ব্যাপারটাকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়, কমিটিতে তোলা একান্ত কর্ত্তব্য।

সভাপতি। আমার মনে হয় বিষয়টা এমন গুরুতর নয় যে, এর জন্য কমিটি না বসালে চল্‌তো না। প্রধান শিক্ষকের উপরেই এর জন্য নির্ভর করা উচিত ছিল। অন্ততঃ সেক্রেটারীর কাছে একটা নোট দিলেই পারতেন,—তিনি হেডমাষ্টারের কাছে এ বিষয়ের রিপোর্ট চাইতেন এবং দরকার হলে কমিটি আহ্বান করতেন। তাতে আপনাদের কি সন্তোষ বিধান হত না?

সভ্য। রায়বাহাদুর Inspector of Schoolsএর কাছেও অভিযোগ করেছেন। হয়ত এ নিয়ে শেষে একটা অনর্থ হতে পারে, এই আশঙ্কা করে আমরা নিজেরাই এ ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে চেয়েছি। সেক্রেটারী হয়ত হেডমাষ্টারের সঙ্গে অন্যমত হতেন না;—সেজন্য আমরা তাঁর উপর সুবিচারের জন্য নির্ভর করতে সাহস করি নি।

সভাপতি। আপনি তাহলে এ সম্বন্ধে কি কর্‌তে বলেন?

সভ্য। দুষ্ট ছেলেটার হিসাবমত কোন শাস্তিই হয়নি। তার অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে শাস্তি হওয়া একান্ত উচিত। একটু ভর্ৎসনা করে যদি এই সব দুর্ব্বৃত্ত বদ্‌মাস্‌দের ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে স্কুলে শান্তি বা নিয়মরক্ষার আশা চিরদিনই সুদূরপরাহত থাক্‌বে।

সভাপতি। (প্রধান শিক্ষকের প্রতি) আপনার কি অভিমত?

প্রধান শিক্ষক। দুর্ব্বৃত্ত বদ্‌মাস্—এসব কথার এখানে একটু অযথা প্রয়োগ হয়েছে। বিদ্যালয়কে ছাত্রদের গৃহ বলা যেতে পারে। এ কারাগার বা ফৌজদারী আদালত নয়। এখানকার যে সব নিয়ম, তার উদ্দেশ্য ছেলেদের মানুষ করে তোলা, তাদের অমানুষ করা নয়। আমরা "Discipline Discipline" করে চীৎকার করতেই জানি; কিন্তু Discipline যে কি পদার্থ, তা বড় জান্‌তে চাইনে।

সভ্য। "Discipline" কি পদার্থ মহাশয়ের কাছে কি জানতে পারি?

প্রধান শিক্ষক। Discipline কি পদার্থ নয় তাই আজ আপনাকে সংক্ষেপে নিবেদন করি। Discipline প্রতিহিংসা নয়, নীচ স্বার্থসিদ্ধি বা বড়লোকের মনস্তুষ্টির উপায় নয়; ছেলেদের উপর যথেচ্ছাচার করবার জন্যও এর সৃষ্টি হয়নি। আপাততঃ আমি যা বল্‌ছিলাম তাই আমাকে দয়া করে শেষ কর্‌তে দিন্। ছেলেটি আমার কাছে এসে বল্লে, আর কখন সে এমন কর্‌বে না। তার দুটী চোখ তখন জলে ভরা। এর পর তাকে কঠিন শাস্তি দিতে আমার হৃদয় ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি চায়নি; তাই শুধু ভৎ'সনা করে তাকে আমি মার্জ্জনা করেছিলাম। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, ছেলেটি হঠাৎ পড়ে গিয়ে আহত হয়; তার জন্য ঠিক কাউকে দায়ী করা চলে না। এখন অমুক একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর একমাত্র পুত্র, আর অমুক একজন দরিদ্র কৃষকের অন্যতম পুত্র—এসব কথা বলা বিদ্যালয়ের পক্ষে মহাপাতক, আর হেডমাষ্টারের পক্ষে অপমান।

সভ্য। তা বলে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর একমাত্র পুত্র হওয়ার অপরাধে তার প্রহারটা স্কুলের পক্ষে গৌরব বা হেডমাষ্টারের পক্ষে সম্মানজনকও হতে পারে না। ব্যাপারটা আপনি যাই বলুন,

সত্যই গুরুতর। আঘাত এখনও রয়েছে। ডক্তারের মত—আঘাত সাংঘাতিকও হতে পার্‌ত। আচ্ছা, ছেলেটি যদি হঠাৎ মারা যেত—তাহলে কি হত ?

প্রধান শিক্ষক। এ সমস্ত কল্পনা—যা নিয়ে তর্ক চলে না। ধরুন যদি সব চেয়ে খারাপই কিছু ঘট্‌তো তবুও একে একটা আকাস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই বলা যেত না এবং তার বিচারও সেই হিসাবে করা উচিত হত। তার উপর এ-রকমের ঘটনা যে শুধু সামান্য তা নয়, এসব নিতান্ত সাধারণ ও স্বাভাবিক। ভেবে দেখুন যে বাড়ীতে পাঁচটি ছেলে থাকে সে বাড়ীতে কি হয় ? একটু-আধটু ঝগড়া বা মারামারি সে বাড়ীতে কি একটা সাধারণ ঘটনা নয় ? কিন্তু কি শাস্তি তাদের দেওয়া হয় ? একটু বকা ঝকা, 'আর কখনো এমন করিস্ নে' এই বলে সাবধান করে দেওয়া,—এই কি তাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় ? তা যদি হয়, যেখানে পাঁচ-শ ছেলে থাকে সেখানে কি এ ব্যাপার এতই অস্বাভাবিক ? যে ছেলে সত্যই অনুতপ্ত, তাকে শুধু সাবধান করে দেওয়াই কি যথেষ্ট নয় ?

সভাপতি। ( সম্পাদকের প্রতি ) আপনি কি বলেন ?

সম্পাদক। হেডমাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে আমি একমত। এই পাঁচ-শ ছেলে প্রাণহীন মাটির পুতুল নয় ; এদের মধ্যে মাঝে মাঝে সাময়িক সংঘর্ষ অতি স্বাভাবিক। আজ এরা ঝগড়া করেছে, কাল আবার এই ঝগড়া মিটে গিয়ে অভিভাবকদের রক্তচক্ষুর অন্তরালে এদের মধ্যেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে। তা ছাড়া হেডমাষ্টারের এই সব কাজের বিষয় বিচার করবার অধিকারই আমাদের নেই। এ বিষয়ে আমাদের যতদূর সাধ্য ততদূরই যদি আমরা করতে যাই, তাহলেও Inspector of Schools এর কাছে আমরা লিখতে পারি। একমাত্র তিনিই এ বিষয়ের উপর

মন্তব্য প্রকাশ করতে পারেন। শাস্তি বাড়ানো, কমানো বা হেডমাষ্টারের কাজের নিন্দা করা একমাত্র তাঁরই অধিকার।

সভাপতি। ( সভ্যত্রয়ের প্রতি ) এখন মহাশয়দের মতামত বলুন।

একজন সভ্য। ছেলেটার কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত।

অপর দুইজন। আমাদের মতও তাই।

সভাপতি। দুঃখের বিষয়, এইরকম একটা সামান্য বিষয়েও আমরা একমত হতে পারলাম না। দুপক্ষেই আমরা তিন জন করে আছি। ভোট যখন সমানই হচ্ছে, সভাপতির অতিরিক্ত ভোটের দ্বারা আমি এ ব্যাপারের এখানেই নিষ্পত্তি করে দিলাম। ইন্‌স্পেক্টরকে আর এ বিষয় জানাবার দরকার নেই। হেডমাষ্টারের কাজ ন্যায়সঙ্গত হয়েছে—এই আমরা মনে করে নিলাম।

একজন সভ্য। আমি কিন্তু আপনাকে শেষবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে Inspector of Schoolsকে এ বিষয়ে পূর্ব্বেই রিপোর্ট করা হয়েছে। ডাক্তারের সার্টিফিকেটও সেই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

সভাপতি। ( হাসিয়া ) তাহলে দেখাই যাক্ আপনাদের রিপোর্ট কি অভিনব ফল প্রসব করে। তবে এটাও আপনি জান্‌বেন, এ কমিটি ভীরু নয় ও উচিত কাজ করতে পশ্চাৎপদ নয়।

## ২

মধুর অপরাহ্ন। রক্তরবি পশ্চিমাকাশে অস্তোন্মুখ ;—গলিত সুবর্ণ সমুদ্রের মত তরঙ্গায়িত আকাশ শ্রান্ত সূর্য্যকে যেন বিশ্রামের জন্য আহ্বান করিতেছে। প্রধান শিক্ষক ও সামান্য বেশে Inspector of Schools.

ইন্‌স্পেক্টর। আমি আপনার সকল ক্লাসগুলি দেখেছি। First class, middle class ও last class পরীক্ষা করেছি। আপনার

শিক্ষকেরা শুধু কেমন পড়াতে পারেন, না দেখে, তাঁরা কেমন পড়ান্ লক্ষ্য করেছি। সব দেখে আমি প্রীত হয়েছি। একটি বিষয় লক্ষ্য করে আমি প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। আপনার ছেলেদের দেখে অসুখী বলে মনে হয় না। তাদের মুখে চোখে আমি আনন্দের ছবি প্রতিফলিত দেখেছি।

প্রধান শিক্ষক। আপনার এই অভিমতের জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

ইন্স্পেক্টর। আপনি হয়ত ভাব্তে পারেন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপার নিয়ে আমি না বলে কয়ে অকস্মাৎ এসেছি। এরকম ব্যক্তিগত স্বার্থমূলক তুচ্ছ অভিযোগ আমি গ্রাহ্য করি না। আমার এখানে আসবার সময় বহুদিন হয়েছিল; এখানে আস্বার কথা ভাবছিলাম, এমন সময় এই হাস্যকর অভিযোগ পেলাম। ব্যাপার কি তখনি বুঝে নিলাম। তাই ঠিক কর্লাম, শীঘ্র গিয়ে এরূপ প্রহসনের অভিনয় প্রথম দৃশ্যেই শেষ করা উচিত। (একটু থামিয়া) আমার মনে হয়, স্কুল পরিচালনের মধ্যে ছেলেদের শাস্তি দেওয়া সব চেয়ে সূক্ষ্ম ও কঠিন সমস্যা। বিশেষ করে না ভেবে কোন শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। যাতে সহানুভূতি নেই, শুধু ক্রোধ ও হঠকারিতা আছে, সেরূপ বিচার কোমলমতি বালকদের অনেক সময় নষ্ট করে দেয়। তাদের নিষ্পাপ মধুর দীপ্ত আত্মা ফুলের মত সুন্দর, মৃদু ও কোমল;—মিষ্ট গন্ধ, স্নিগ্ধ পরাগ নিয়ে সবে গড়ে উঠ্ছে। তারা তাদের অভিনব সৌন্দর্য্য, মধুর সুরভি ও পরিপূর্ণ শক্তি নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠুক! আমরা যখন ছেলেদের শাস্তি দিই তখন আমাদের কোন্ জিনিসটির অভাব থাকে বলুন্ তো?

প্রধান শিক্ষক। পিতার স্নেহ।

ইন্‌স্পেক্টর। ঠিক ধরেছেন আপনি! আমাদের বেত্রদণ্ড ও ভ্রূকুটির নীচে পিতৃহৃদয় কোথায় কোন্ অতল জলে তলিয়ে যায়! অথচ এই স্নেহটুকু যার অন্তরে নেই তার শাস্তি দেওয়ার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। যাদের ভালবাসি না, কিসের জোরে কোন্ ভালর চেষ্টায় তাদের শাসন করব? এই স্নেহই শাসনকে মধুর ও সুন্দর করে তোলে। স্নেহহীন শাস্তি অত্যাচারের নামান্তর মাত্র। ও কি!

প্রধান শিক্ষক। কোন ক্লাস থেকে গোলমাল আস্‌ছে বোধ হচ্ছে। ক্ষমা করবেন, আমি এর জন্য দুঃখিত। সাড়ে চারটে বেজে গেছে, ছেলেরা একটু অধীর হয়ে উঠেছে। ছেলেদের ছেড়ে দিতে পারি এখন?

ইন্‌স্পেক্টর। নিশ্চয়ই পারেন;—পারেন কেন, নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবেন। এর জন্য আপনি কেন ক্ষমা চাইবেন! ক্ষমা যদি চাইতে হয়, আমারই চাওয়া উচিত। আমারই জন্য ছেলেরা আজ বন্ধ আছে। পাঁচ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর অধীর হওয়া ছেলেদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

প্রধান শিক্ষক ঘণ্টাধ্বনি করিবার জন্য এক ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিলেন। সুবৃহৎ ঘণ্টা বার কয়েক উঠিয়া পড়িয়া স্তব্ধ হইতে না হইতে বিদ্যালয় গৃহের ভিতর হইতে বহু বহু কিশোর কণ্ঠে সহস্র আনন্দ ভরা তীক্ষ্ণ উচ্চরব ধ্বনিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচশত বালক হর্ষোজ্জ্বল মুখে কোলাহল করিয়া লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়া আসিল। ইন্‌স্পেক্টর বিদ্যালয় গৃহ হইতে নামিয়া বাহিরে গেটের কাছে দাঁড়াইলেন। প্রধান শিক্ষক তাঁহার অনুসরণ করিলেন। একটি বালক ইন্‌স্পেক্টরের কাছাকাছি আসিয়া মনের আনন্দে খুব জোরে শিষ দিয়া উঠিল

প্রধান শিক্ষক। (অপ্রস্তুত হইয়া) ছিঃ হরেন্! এ দারুণ অসভ্যতা।

হরেন। (লজ্জিত হইয়া) আমার অপরাধ হয়েছে স্যার, আমাকে ক্ষমা করুন।

ইন্‌স্পেক্টর। না, না,—তোমরা হাস, খেলা কর, লাফাও, শিষ দাও—যেমন ইচ্ছা আনন্দ করে যাও।

ছেলেটি চলিয়া গেল

( প্রধান শিক্ষকের প্রতি একান্ত মৃদু স্বরে ) এখন সভ্যতা অসভ্যতার কথা নয়। এখন দীর্ঘ বন্ধনের পর মুক্তি! এই ঈপ্সিত মুক্তির আনন্দটুকু এরা ভোগ করুক। এই জীবন—এই এদের আনন্দ! এরা বালক, এটুকু ভুল্‌লে চল্‌বে না। আমাদের নিজেদের বাল্যকালের কথা একবার মনে করুন। এদের মধুর স্বপ্নভরা জীবনে প্রথম পুষ্পের মত এই অপরূপ আনন্দ! এতটুকু নিষ্ঠুর ভ্রূকুটিতে সে নির্ম্মল প্রাণপূর্ণ আনন্দ মুহূর্ত্তে মিলিয়ে যায়। এ আনন্দটুকু যেন কিছুতেই নষ্ট না হয়। এদের এই আনন্দ এরা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করুক। পারেন যদি এ আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিন। অন্ততঃ এই আনন্দের দীপ্তি, এই দাহহীন তেজ যেন ম্লান না হয়। ভালবেসে, শ্রদ্ধা করে এই তেজকে, এই শক্তিকে যোগ্য কর্ম্মে নিয়োজিত করুন। পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন—চারদিক দীপ্ত অপরূপ বর্ণে সমুজ্জ্বল! ঐ আকাশে একটি দীপ্ত সূর্য্য—আর এখানে আমাদের সম্মুখে মৃত্তিকার ধরণীর তৃণাস্তীর্ণ প্রান্তরে পাঁচশত সূর্য্য দীপ্যমান! ঐ সূর্য্যের মত এরাও দীপ্ত, সুন্দর ও মহিমান্বিত হোক্। আর একটি কথা, এই শত শত নিষ্পাপ নির্ম্মল বালকের মধ্যে আর একটু প্রাণের সঞ্চার করে দিন। এরা কলের পুতুল না হয়ে সত্যকার সবল, সরল, চঞ্চল মানব শিশু হোক! এই সুন্দর মহান, ভারতের আশার এই মুকুলগুলি অপরূপ গন্ধে বর্ণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক! আবার এরা জড়ত্ব ঘুচিয়ে মানুষ হোক্!

# এপার ও ওপার

নদীর এপার কহে—ছাড়িয়া নিশ্বাস

ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।

স্ত্রী। আজ আফিস্ থেকে ফিরলে যে বড়! গ্রীষ্মকালের ছোট রাত বৈ ত নয়—আফিসে কাটিয়ে এলেই হ'ত।

স্বামী। হুঁ।

স্ত্রী। হুঁ মানে?

স্বামী। হাঁ—অর্থাৎ না নয়।

স্ত্রী। কথার ছিরি দেখ—

স্বামী। কথার বড় অপরাধ! সেই দশটায় দুটো খেয়ে—ঠিক খেয়ে নয়, গিলে—আফিসে ছুটেছি, আর রাত্তির আটটায় ফির্‌ছি; অমনি তোমার কৈফিয়ৎ তলব সুরু হল। আফিসে দিনে দশবার বড় সাহেবের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে—রাত্তিরটা যদি অমনি কেটে যেত তো সেটা বড় বেমানান হত। কি সুখের জীবন!

স্ত্রী। আমারি যত সুখের জীবন দেখেছ! সমস্ত দিন কাজ—আর ছেলেদের সঙ্গে বকুনি—ওরে এটা করিস্‌নে, ওদিকে যাস্‌নে। আর রাত্তির হলেই তোমার বচন। না আছে সুখ—না আছে শান্তি!

স্বামী। স্বীকার করলাম সুখ শান্তি কারও নেই ;—কিন্তু তোমার তবু একটা সুবিধে আছে। কারও কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। নিজেই নিজের মালিক।

স্ত্রী। মালিক তো ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা। তবু যদি পান থেকে চূণটুকু খস্‌লে মুখ অন্ধকার না হত।

স্বামী। মুখ অন্ধকারই হোক আর আলোই হোক, তোমায় তো কিছু বলিনে।

স্ত্রী। তবেই আর কি! তোমারও না বলার চেয়ে বলা ঢের ভাল।

স্বামী। না বলেই রক্ষে নেই—বল্লে না জানি কি হত!

স্ত্রী। তা বল্‌বে বৈ কি। কি করিছি তোমার কোন্‌দিন বলই না! —ওকি কাপড় চোপড় না ছেড়েই যে বাইরের দিকে চল্লে?

স্বামী। কপাল! আর কি বল্‌ব বল। কাল সকালে একটা হিসেব চাই। আফিসে শেষ করতে না পেরে সঙ্গে এনেছি।

স্ত্রী। তা হোক খেয়ে কাজ কল্লে জাত যাবেনা—বটে! কথাটা শুন্‌লে বুঝি মানের ডগা খয়ে যেত।

স্বামী। ( অন্য কক্ষ হইতে )—হ্যাঁগা—আমার সেই সকালের চিঠি-খানা কোথায় গেল—সেটা যে ইংরিজিতে লেখা খামের চিঠি—

স্ত্রী। ( ঘরে ঢুকিয়া ) সে তো—তোমার পড়া চিঠি—

স্বামী। পড়া চিঠি হলে তো—তার পাখা হয়না। সেখানা গেল কোথায় তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি।

স্ত্রী। যাবে আর কোথায়—নৌকো করে চোর তোমার দরদের চিঠি চুরী করতে আসেনি ; আর আমি চিঠিখানা খেয়েও ফেলিনি—

স্বামী। আঃ ভাল বিপদ বটে! তুমি সেখানা নিয়ে কি করনি তা আমি জিজ্ঞাসা করিনি, কি করেছ তাই জান্‌তে চেয়েছি।

স্ত্রী। খোকা—ঘরের মাঝখানে নোংরা করেছিল, তাই পরিষ্কার করেছিলাম ওখানা দিয়ে। বাপ্‌রে বাপ্, একখানা ছেঁড়া চিঠিতেও যদি অধিকার থাকে!

স্বামী। আজকের খবরের কাগজের খানিকটা আবার কোথায় গেল! দেখেছ না কি সেটা!

স্ত্রী। কাগজ তো ওখানেই আছে; কেবল বিজ্ঞাপনের জায়গাটা দিয়ে খুকীর দুধ গরম হয়েছিল।

স্বামী। তবে তো তার সদ্ব্যবহার হয়ে গেছে। বিজ্ঞাপনের পিছনের দিকে যে খবর ছিল। পোড়ালেই যদি—যেদিকটায় বিজ্ঞাপন ছিল শুধু সেই দিক্‌টা পোড়ালেই হত।

স্ত্রী। কাগজের একদিক পুড়িয়ে আর একদিক যে কেমন করে থাকবে তা তো বুঝিনে।

স্বামী। দেখ, মেয়েটাকে একটু আস্তে কাঁদালে ভাল হয়। গলা ওর এমনিই বেশ সাফ আছে, আর বেশী সাফ করবার দরকার কি?

স্ত্রী। তুমি কি বল্‌তে চাও এরা তবে রাস্তার মাঝখানে কাঁদতে যাবে? ভাল বিপদ্! ছেলেপিলে কাঁদ্‌বে তা আমাকে ধরে খেতে আসবে!

স্বামী। (আপন মনে)—এই বিবাহের সুখ! মানুষ কেন বিবাহ করে? সুখের জন্য? তাহলে তো—একেবারে নিরর্থক। যদি দুঃখের জন্য করে থাকে তাহলে সেটা সার্থক বটে! এর চেয়ে দুঃখ মানুষে আর কল্পনাতেও আন্‌তে পারে না। জীবনের দু'টো ভাগ—একটা বাইরের একটা ভিতরের; দু'টোই দাসত্বে ভরা। বিবাহে সুখ আছে মনে করে মানুষে ভুলে থাকে। যখন সুখ মেলেনা তখন ভাবে সুখ ছিল এখন চলে গেছে—যেন সে কর্পূর খোলা ছিল বলে উবে গেছে। আসল কথা—সুখ বিবাহের মধ্যে কোথাও ছিলনা—কোন দিন ছিল না। এ কেবল রজ্জুতে

সর্পভ্রম, পাখীর সুরে, রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে ধরবে মনে করে তার চারিদিকে জাল রচনা করে মনের আনন্দে থাকি—পাখী ধরেছি। যখন পাখীকে দেখিনা—তার গানও শুনিনা, মনে সন্দেহ হয় জাল খোঁজ করে দেখি পাখী সেখানে নাই। পাখী উড়ে যাবার পর সেখানে জাল রচনা করে এতকাল ভেবে এসেছি পাখী আমার; তাকে পূর্ণভাবে পেয়েছি। কিন্তু তাকে কোন দিনই পাইনি। শুধু মিথ্যা, শুধু ভ্রমে এতদিন কেটেছে। বিবাহে সুখ আগে পেয়েছি এখন পাচ্ছিনা ওটা একেবারে ভ্রম। সুখ এতে কোনদিনই ছিল না।

ওই ভদ্রলোকের কি দুঃখের জীবন! কোন বন্ধন নেই, কোন দুঃখ নেই। ছোট্ট রাস্তাটুকু মাঝে—ঠিক সাম্‌নাসাম্‌নি বাড়ী—অথচ এত তফাৎ। যখন বাড়ী এসে ঢুক্‌লাম, বারান্দায় ও সব লক্ষ্য কর্‌ছিল। একবার নেমে রাস্তায় পাইচারিও করছিল। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর প্রেমালাপও ওর কিছু কর্ণগোচর হয়ে থাক্‌বে। কি ঘৃণাই ওর মুখে ফুটে উঠছিল। ঘর-বাড়ী, নিজে—চাকরগুলো পর্য্যন্ত কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাকে ডাক্‌ছে—আর সে হাস্‌তে হাস্‌তে আস্‌ছে। কথা শোনামাত্র তক্ষনি তা পালন করা হচ্ছে। মাঝে মাঝে ওদিকে চাইছে আর বোধহয় ভাব্‌ছে—'হতভাগ্য, ওটা অতি হতভাগ্য!' তা ভাবুক—ভাববার অধিকার আছে ওর। কি সুখের কি শান্তির জীবন ওর। আর আমার—

২

অপর ভদ্রলোক :

জীবন ক্লান্তিতে ভরে গেছে। ক্লান্তি দূর করবার কোন উপায় নেই। অবস্থা স্বচ্ছল নয় বলে বিবাহ করলাম না। কিন্তু কি লাভ হ'ল। কিচ্ছু নয়। কি স্বর্গসুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছি—আর স্বেচ্ছায়।

এ কঠিন স্বচ্ছলতার চেয়ে যদি এক সন্ধ্যা খেয়েও আর একজনকে হৃদয়ের কাছে পেতাম! এখন অবেলা হয়ে এসেছে—এখন নূতন করে আর পত্তন হয় না।

সে সময়ে কি এক উদ্ভট ভাব মাথায় ঢুক্‌ল যথেষ্ট উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিবাহ করব না; বিবাহ দাসত্ব স্বাধীন থাকতেই হবে কাজেই বিবাহ চল্‌বে না।

কিন্তু স্বাধীনতার মূল্য কি—এর সুখ কোথায়?

সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে—ও বাড়ীর বৌটি এরি মধ্যে বারান্দায় এসে চারবার রাস্তার দিকে চেয়ে গেছে। বেচারার স্বামী এখনও ফেরেনি। এই মধুর উদ্বেগটুকু ওই একটি ব্যাকুল চাহনির জন্য একটা মানুষের সমগ্র জীবনটাও যদি ব্যয়িত হয় তবু তাতে ক্ষোভ বা ক্ষতি নেই।

এই যে বাবুটির বসবার ঘরে টেবিলের কাছে বৌটি গিয়ে দাঁড়াল—বোধহয় টেবিলটি ঝেড়ে ঝুড়ে রাখ্‌ছে। সার্থক ওর জীবন। ঈর্ষা হয়।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। আমার ঘরে চাকরে আলো দিয়ে গেল। এ যেন আমার জীবনের ব্যর্থতা ও অন্ধকার আরও বেশী করে দেখিয়ে দিয়ে গেল।

ও বাড়ীর প্রতিকক্ষও আলোকিত হয়ে উঠ্‌ল—কিন্তু ওখানকার অন্ধকার সত্যিকার মিলিয়ে গেল। ও আলোর সঙ্গে যে দু'টি কালো আঁখির মধুর আলো মিশে আছে!

ঐ যে ভদ্রলোক ফিরলেন কাজ থেকে। একটু বাইরে এসে দাঁড়ালে বা রাস্তায় নেমে ওদের কথাবার্ত্তা শুন্‌লে ক্ষতিই বা কি! বৌটি কি যেন বল্‌ছে। দেরী হল কেন জিজ্ঞাসা করছে বুঝি।

আমাকে ওকথা জিজ্ঞাসা কেউ করেনা। খেটে-খুটে এসেছে—তবু ক্লান্তি নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কত কথা কইছে। যেখানে মনের আহার প্রচুর—শরীরের আহার একটু কম বা দেরীতে হলেও ক্ষতি হয় না।

স্বামী পাশের ঘরেই গেল, ওখান থেকেও কথা চল্‌ছে। বৌটি ত দেখি ওই ঘরে উপস্থিত। কত কথাই কইছে। ওদের কথার শেষ নাই। মাঝে মাঝে ওদের কণ্ঠস্বর ভেসে আস্‌ছে—কি মধুর স্বর। বসন্তে কোকিলের কণ্ঠ কোথায় লাগে ওর কাছে।

কি সুখেই আছে ওরা। আর আমি?—

# লাভ ও ক্ষতি

১

ঈশান একটু বেশী বয়সেই বিবাহ করে এবং বিবাহ করে মাধবীকে। স্বভাব দেখিয়া বাপ-মায়ে ছেলেমেয়ের নাম রাখে না; কারণ, ছেলেমেয়েরা একটা নির্দ্দিষ্ট স্বভাব পাইবার আগেই নামটি পাইয়া থাকে। স্বভাব দেখিয়া নাম রাখার পদ্ধতি থাকিলে অনেক নামই বদলাইয়া যাইত এবং মাধবীর নাম হয় ত বিছুটি বা বিছুতি হইত।

ঈশান কাজ করিত মার্চ্চেণ্ট আফিসে—তবে বিদ্যাটা তাহার ছিল অনেকটা সেক্রেটেরিয়েটের। বি এ পাশ করিয়া সে আফিসে ঢুকিয়াছিল। আথমিষ্টি গ্রামে ঈশানদের বাড়ী। সেখান হইতে কাঁকিনাড়া দুক্রোশ। রোজ দুক্রোশ হাঁটিয়া ঈশান কাঁকিনাড়া আসিয়া গাড়ী ধরিত। কলিকাতা পৌঁছিয়া আবার ক্রোশখানেক হাঁটিয়া আফিসে পৌঁছিত। মাহিনাটা ঈশানের মোটা ছিল, সে জন্য দৈনিক তিন ক্রোশ হাঁটা তাহার গায়ে লাগিত না। স্বভাবটাও ছিল তাহার নিতান্ত নিরীহ ও সহনশীল, সেজন্য মাধবীর মেজাজ তাহার নামানুরূপ না হইলেও তাহার কিছু যায় আসিত না।

ঈশানের বিবাহের সঙ্গে একটু পূর্ব্বরাগের 'আমেজ' ছিল বলিলে কথাটা মিথ্যা হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়কার ঈশানের দাম্পত্য-অবস্থা হইতে সেই পূর্ব্বরাগটুকুকে খুঁজিয়া বাহির করা বিশেষ সহজ নহে।

ঈশানের বর্ত্তমান দাম্পত্য-জীবন খুব লোভনীয় নহে।

ঈশানের বয়সটা ঠিক বলিতে পারিব না। কারণ, এ রকম লোকের বয়স চট্ করিয়া ধরা শক্ত। চেহারাটা প্রায় দোহারা, মাংস সবখানি ঝরিয়া যায় নাই ; যেখানে যেটুকু আছে—অস্থির সঙ্গে তাহার সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়া গিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে এমন একটা বন্ধন রচিত হইয়াছে যে, অস্থি থাকিতে অবশিষ্ট মাংসটুকু আর তাহাদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিবে না।

ঈশানের মুখখানি একটু গোল ভাবের, গোঁফ নাতিদীর্ঘ, নাতি-স্থূল, কিন্তু তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহা বাড়িয়া বাড়িয়া এমন একটা অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, যাহার পর তাহার বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে ; সেজন্য ঈশানের গোঁফ ছাঁটিবার প্রয়োজন হয় না। হাত পা ঈশানের মানানসই। উদর বক্ষঃস্থল হইতে ইঞ্চি আধেক উঁচু হইতে পারে ; কিন্তু তাহাকে নিতান্ত শত্রু না হইলে কেহ 'ভুঁড়ি' বলিবে না। ঈশানের চোখ দুটি বড় বড় ; কিন্তু লম্বার চেয়ে গোলের ভাবটাই যেন বেশী। এইরূপ চক্ষু না কি ধৈর্য্যশক্তি সূচিত করে।

ঈশানের গায়ের বর্ণ শ্যাম।

ঈশানের পোষাকও অতি সাধারণ ধরণের ছিল। দশ হাত সাড়ে-বিয়াল্লিশ ইঞ্চি এক ধুতি, একটি গঞ্জি ও ছিটের গলাবন্ধ কোট। পায়ে বারো মাস—কি শীত কি বর্ষা—ক্যাম্বিসের জুতা। রোজ তিন ক্রোশ পথ চলিয়া ঈশানের জুতা যে কি করিয়া টিঁকিয়া থাকিত, তাহা দেখিয়া ও ভাবিয়া অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিত।

কিন্তু আমরা—যাহারা তাহাকে বিশেষ করিয়া জানিতাম—ইহাতে কোন দিনই বিস্মিত হইতাম না। কারণ, আমরা জানিতাম যে, তাহার চলনে কোন চাঞ্চল্য নাই, ধীরপদে একটির পর একটি পা ফেলিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সহিত ঈশান রাস্তায় চলে, ষ্টেশনে আসিবার পাকা রাজপথের

আশে পাশে যেখানে ঘাস বা মাটী থাকিত, সাধারণতঃ সেইখান দিয়া চলিত, তাহাতে জুতা অনেকটা রেহাই পাইত।

মাধবীর চেহারাটা একটু অন্যধরণের। তাহার গড়ন লম্বা, গায়ে যেখানে যেটুকু মাংস আছে, সেইখানে সেইটুকু থাকারই প্রয়োজন ছিল। হাসিলে মাধবীর কপোলে টোল না খাইলেও তাহার হাসি বা কপোল দুইটির কোনটিই খারাপ ছিল না। মিষ্ট ও তীক্ষ্ণ দুই রকম হাসিই সে হাসিত। কিন্তু স্বামীর সমক্ষে বা স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সে কোন দিন হাসিত না, স্বামীকে দেখিয়া তাহার হাসি পাইত না কিংবা স্বামী গুরুজন বলিয়া তাহাকে সে সমীহ করিত, তাহা আমি সঠিক বলিতে পারিব না।

মাধবীর বর্ণ গৌর ও চলন চঞ্চল ছিল। বাক্যে তাহার মধু না থাকিলেও সারল্য ছিল। অর্থাৎ মাধবী গালি দিলে তাহাকে গালি বলিয়াই মনে হইত এবং আদর করিলে তাহাকে কেহ গালি বলিয়া ভুল করিত না।

কিন্তু এ সমস্ত বাহিরের কথা। ভিতরের অর্থাৎ অন্তরের কথাই নর-নারীর প্রকৃত পরিচয়। এবার তাহারই পরিচয় দিব।

এইবার একটু পূর্ব্ব-প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইবে।

ঈশানের মাতা ঈশানকে সাবালক করিয়া দিয়াই স্বর্গে গিয়াছিলেন। ঈশানের পিতা ঈশানের শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াই পত্নীর অনুসরণ করেন। অর্থাৎ ঈশান যেবার বি এ ক্লাসে উঠে, সেই সময় ঈশানের পিতা ব্যাঙ্কে ঈশানের নামে পড়িবার খরচ এবং আরও কিছু খরচ রাখিয়া গত হন। সেই সুবিবেচনার ফলে ঈশানের পড়িবার বা সংসার চালাইবার কোন আর্থিক অসুবিধা হয় নাই। ইহা হইতে বুঝা যায়, ঈশানের পিতা মাতা উভয়েই সুবিবেচক ছিলেন। যাঁহার যেটুকু প্রয়োজন, তিনি সেইটুকু করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

ঈশানের পিতা মার্চ্চেণ্ট আফিসে কাজ করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর

ঈশান আফিসের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে এবং তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করে যে, সে এখন কি করিবে। সাহেব লোক ভাল ছিলেন। পিতার প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা হইতে সে পড়িবার খরচ ও সংসারের খরচ অনায়াসে চালাইতে পারিবে জানিয়া, সাহেব তাহাকে পড়িবার পরামর্শ দিলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, পাশ করিয়া আসিলেই তাহার চাকুরীর কোন অসুবিধা হইবে না।

যথাসময়ে বি, এ, পাশ করিয়া ঈশান সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবামাত্র সাহেব আপন প্রতিশ্রুতি মত তাহাকে তৎক্ষণাৎ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। বেতন সম্বন্ধে ঈশানকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি কত বেতন চাও? ঈশান উত্তর দিয়াছিল, আমার পিতা আপনার পুরাতন ভৃত্য ছিলেন। আমিও আপনার সেবায় নিযুক্ত হইতেছি। আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা দিবেন, তাহাই আমি মানিয়া লইব।

সাহেব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, তোমার পিতা যে মাহিনা পাইতেন, তুমিও তাহা পাইবে।

ঈশানের পিতা পাইতেন দেড়শত টাকা বেতন, কাজেই কালক্রমে ঈশানের বেতন বেশ একটু মোটাই হইয়াছিল।

ঈশানের পিতার সময়ে তাঁহার দূর সম্পর্কের এক ভগিনী সংসারে থাকিত। ঈশানের সময়েও সেই সংসারের কর্ত্রী হইল। ঈশান শিক্ষিত, তাহার বেতনও সাধারণ হিসাবে দেখিতে গেলে বিশেষ ভালই। তদুপরি ঈশান বাঙালীর ছেলে। এতখানি সুবিধা সত্ত্বেও ঈশানের বিবাহে বিলম্ব হইতে লাগিল। তাহার কারণ, ঈশান একটু লাজুক প্রকৃতির। নিজের বিবাহের কথা সে মুখে আনিতে পারিত না। তাহার দূর সম্পর্কের পিসীরও ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহে বিশেষ আগ্রহ ছিল না; বরং মনে মনে একটু আপত্তিই ছিল। ইহার কারণ, বধূ আসিলে

কালক্রমে যেমন হইয়া থাকে, সেই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিবে এবং তাহার আসন অনেকখানি নীচে নামিয়া যাইবে। ঈশানের প্রকৃতি বন্ধু-বান্ধব সংগ্রহ করিতে তেমন পটু ছিল না। দুই একজন যে আত্মীয়-বন্ধু ছিল, তাহারা মাঝে মাঝে বিবাহের কথা পাড়িলে ঈশান বলিত—আর বিবাহের বয়স কি আছে ?

পাড়ার কেহ কেহ পিসীর কাছে বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিলে পিসীকে চক্ষুলজ্জার খাতিরে বলিতে হইত, "আমিও তো তাই বলি ঈশানকে যে, বয়স হ'ল, এবার বিয়ে থাওয়া কর, আমি আর কতদিন তোর সংসার আগ্‌লে ব'সে থাক্‌ব। তা, ও কি কা'রও কথা রাখে !"

এদিকে পিসী অন্যান্য লোকের সঙ্গে বলিত, "ছেলে তো—একেবারে বিয়ে বিয়ে ক'রে পাগল হয়ে উঠেছে। শেষে কোন হা-ঘরের ঘরের মেয়ে না নিয়ে আসে, তাই ভাবি।"

কথাটা পিসী এমন লোকের কাছে বলিত, যাহাতে তাহা অনতিবিলম্বে ঈশানের কানে পৌঁছিত। ইহার জন্য বিবাহের ইচ্ছা মনের মধ্যে থাকিলেও বেচারা তাহা মুখে আনিতে পারিত না। এইরূপে ঈশান আজীবন কুমারই রহিয়া যাইত, যদি না আকস্মিক ভাবে প্রজাপতি একটা রহস্যাভিনয় করিতেন।

২

ঘটনাটি এইরূপ।

একদিন আফিস হইতে ফিরিয়া ঈশান দেখিল যে, বাড়ীর মধ্যে একটা অপূর্ব্ব কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে। অপূর্ব্ব বলিতেছি এই জন্য যে, কোলাহল পূর্ব্বেও হইত, কিন্তু এ কোলাহল পূর্ব্বের মত নহে, পূর্ব্বে কোলাহল বা চীৎকার সব এক তরফাই হইত। ঈশান লক্ষ্য করিল, এবার

দুজনের কণ্ঠ এবং দুজনেই সমভাবে ক্ষিপ্রতা এবং উদারতার সহিত কণ্ঠের সদ্ব্যবহার করিতেছে।

পিসীর কণ্ঠ গর্জ্জিয়া উঠিল, "এখেনে মাসীর ফাসীর জায়গা হবে না, বাছা! গাঁয়ে ঢের জায়গা আছে, খুঁজে দেখগে।"

অপর কণ্ঠ সমান তেজের সহিত উত্তর করিল, "এ বয়সে অনেক পিসী দেখ্‌লাম; কিন্তু তোমার মত এমন আদেখ্‌লে পিসী তো আজ পর্য্যন্ত চোখে পড়্‌ল না।"

পিসীর কণ্ঠ আর এক পর্দ্দা উপরে উঠিল, "আ মর্‌ যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমি হ'লাম আদেখ্‌লে! বেরো শীগ্‌গির—বেরো বল্‌ছি।"

অপর পক্ষ পিসীর তর্জ্জনে কিছুমাত্র না দমিয়া বলিল, "তোর কথায় বেরুবো? আমি হলাম ছেলের মাসী, আমায় বলিস্‌ বেরো! তুই বেরো, যদি তোর সখ হয়।"

পিসীর সে সখ মোটেই ছিল না। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "মাসী না হাতী! কি আমার চোদ্দপুরুষের মাসী রে! আবার সঙ্গে এনেছেন এক সোমত্ত আইবুড়ো মেয়ে। মেয়ে তো নয়—যেন নাচওয়ালী।"

এবার সেই সোমত্ত আইবুড়ো মেয়েটি পিসীর উগ্রকণ্ঠ তুচ্ছ করিয়া বলিয়া উঠিল, "মিছামিছি চেঁচিয়ে কি হবে, কাকীমা? তোমার বোনের বাড়ী তো বটে। এখন ঘরে উঠে বসি গে চল। তার পর ঈশানদা আসুন। তিনি এসে যদি বলেন, না তোমাদের জায়গা হবে না, তখন আমরাও পথ দেখ্‌ব। ও ঝি-মাগীর কথায় কান দিয়ে কি হবে?"

বলিয়া মাসীর দ্বারা অনুসৃত হইয়া মেয়েটি বাছিয়া বাছিয়া ঈশানের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

শেষোক্ত কথাগুলির ভাষা ও ভাব খুব মধুর ও শিষ্ট না হইলেও

সেগুলি দ্বারান্তরালে অবস্থিত পঞ্চবিংশতিক্রান্ত অবিবাহিত যুবক ঈশানচন্দ্রের কর্ণে মন্দ লাগিল না—বিশেষ করিয়া কণ্ঠস্বরটুকু।

এই সময়ে ঈশানচন্দ্রের আর একটু সুবিধা হইয়াছিল। মাসীর চীৎকার-ঝঙ্কারে যাহা সম্ভব হয় নাই, মাসীর ভাসুরঝির 'ঝি-মাগী' কথাটায় তাহা সম্ভব করিয়াছিল। প্রবলপরাক্রান্তা 'পিতৃস্বসাকে' তাহার জীবদ্দশায় তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেহ যে 'ঝি-মাগী' বলিতে পারে, ইহা তাহার কল্পনার অতীত। সেই কল্পনার অতীত ব্যাপারটি বাস্তবে পরিণত হইতে দেখিয়া পিসীর মুখে কিছুক্ষণ কোন বাক্য সরিল না।

এই অবসরে ঈশানচন্দ্র বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। যেন কিছুই ঘটে নাই এবং ঘটিলেও সে সে-বিষয়ের কিছুই অবগত নহে।

ঈশান শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র চতুরা মাসী ভাল করিয়া না না চিনিলেও বুঝিয়া লইল, এই সেই ঈশান। সে আর কালবিলম্ব না করিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, "এস, বাপ ঈশেন! এই তোমার পথ চেয়েই বসে ছিলাম এতক্ষণ। এখন তোমার চাঁদ মুখখানি দেখ্‌লাম; এখন ও কুঁদুলে মাগীর কথায় দূর হয়ে গেলেও আর কোন দুঃখ নেই।"

বলিয়াই হঠাৎ মাসী মেঝের উপর বসিয়া পড়িল ও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "ও গো বিরাজ দিদি গো, তুমি আজ কোথায় গো! তুমি আজ থাক্‌লে ও মাগীর সাধ্যি কি তোমার আদরের বোন থাকমণিকে 'বেরো' বলে!"

মেয়েটি এবার মাসীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "এখন চুপ কর, কাকীমা। ঈশানদা এখনি আফিস থেকে এলেন, এখন কি ওঁর ও সব ভাল লাগে!"

এবারকারের সুরটা আরও ভাল লাগিল। ভাষাটাও বেশ মিষ্ট।

পিসীর এবার একেবারে ভীষণ পরাজয়।

এতদিনকার মূক—ঈশান এবার কথা কহিল, "আপনি—আপনি কি বামুনহাটি থেকে আস্‌ছেন ?"

মাসী শুষ্ক চক্ষু বসনাঞ্চলে মার্জ্জনা করিয়া বলিল, "তাই তো বলি, বিরাজ দিদির ছেলে কি আমায় না চিনে থাক্‌তে পারে! আমি সেই বামুনহাটির মাসীই বটে, বাবা! কিন্তু এখন আসছি কানগাছি থেকে ভাসুরঝি মাধবীকে সঙ্গে ক'রে। মাধু বলে, ছেলেবেলায় কবে দেখেছি ঈশেন দাদাকে ; এবার একবার দেখ্‌বই।"

ঈশান এবার আরও গলিয়া গেল। মাধবী নামটি তো বেশ মিষ্ট। হঠাৎ সাহস করিয়া মুখ তুলিয়া মাধবীর দিকে ঈশান একবার চাহিয়াও ফেলিল। দেখিল, মুখখানি আরও বেশ।

ইহার পর এই মাসী ও তাহার ভাসুরঝিকে বাড়ী হইতে তাড়ানো পিসীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

এখন পিসীর কি করিয়া পূর্ব্বের স্থান বজায় থাকে, তাহা ভাবিয়াই পিসী উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল।



ইহার পর হইতে মাসী ও পিসীর মধ্যে সমান বেগে পাল্লা চলিতে লাগিল। আদরে ও যত্নে ঈশান কয়েকদিনের মধ্যে রীতিমত হাঁফাইয়া উঠিল। পিসী যদি দুধ আনিয়া ক্ষীরের খাবার করিয়া রাখিত, মাসী দুগ্ধ হইতে ছানা কাটাইয়া একেবারে সন্দেশ করিয়া ফেলিত। পিসী যদি খাবারের সঙ্গে পাকা কলা পেয়ারা ইত্যাদি যোগাড় করিয়া রাখিত, মাসী তাহার পরদিন বাদাম পেস্তা আঙুর ইত্যাদি না আনাইয়া ছাড়িত না।

এ বিষয়ে মাসী বা পিসী কাহারও কোন অসুবিধা ছিলনা। কারণ,

পয়সা খরচ দুজনের মধ্যে কাহারও হইত না এবং পরের পয়সায় বদান্যতা দেখাইতে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ইতস্ততঃ করে না।

কিন্তু খাদ্যের উপাদান যাহাই হউক্ না কেন, খাদ্য পরিবেষণের ব্যবস্থা মাসীর অতিশয় চিত্তাকর্ষক ছিল। সেখানে পিসীর নিত্য পরাজয় ঘটিত, যদিও তাহাতে পিসীর কোনই দোষ ছিল না। প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে অঙ্গমার্জ্জনা ও প্রসাধন করিয়া গৌরবর্ণা তরুণী মাধবী কোন দিন সবুজ, কোন দিন নীল, কোন দিন ধূপছায়া ইত্যাদি রঙের শাড়ী ও ঐ রঙের ব্লাউজ—পরিয়া চূর্ণকুন্তলগুলি মুখের ঠিক যেখানে মানাইবে, সেইখানে তাহাদের গুছাইয়া রাখিয়া খাদ্যহস্তে স্মিতহাস্যে দর্শন দিত। খাদ্যের মধুরত্ব ইহাতে অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যাইত, ক্ষুধারও প্রাচুর্য্য দেখা দিত। দেখিয়া শুনিয়া পিসী রণে ভঙ্গ দিলেন। কারণ, পিসীর কোথাও কোন বিবাহযোগ্যা সুন্দরী এবং তরুণী ভাশুরকন্যা ছিল না, যাহাকে নিত্য নূতন সজ্জায় সজ্জিত করিয়া এবং যাহার হাতে দিয়া নানাবিধ খাদ্য পাঠাইয়া দিয়া পিসী খাদ্যের মনোহারিত্ব বৃদ্ধি করিতে পারে!

কাজেই সেই হইতে পিসী ও মাসী এবং অত্যাবশ্যক ফাউস্বরূপ মাসীর ভাশুরঝি ঈশানের সংসারের শোভাবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ভাশুরঝির কল্যাণে দিন দিন সংসারে মাসীরই প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া পিসী হাল ছাড়িয়া দিল।

মাস দুই এই ভাবে অতিক্রান্ত হইয়া গেল। ঈশানের এই সময়টুকু বড় আনন্দে কাটিল। তাহার জীবনে এই যেন প্রথম বসন্ত দেখা দিল। ঈশান মুগ্ধচিত্তে ভাবিল, এই বসন্তের মধ্যেই বুঝি তাহার বাকি জীবনটুকু কাটিয়া যাইবে।

মাধবী বয়সে তরুণী হইলেও বোধ হয় পুরুষের মনস্তত্ত্ব ভাল করিয়াই জানিত। ইহাতে হয় ত কালিদাস-কথিত নারীজাতির অশিক্ষিত-পটুত্ব

সহায়তা করিয়াছিল। তাই সে ইচ্ছা করিয়াই সর্ব্বক্ষণ ঈশানকে সঙ্গ দান করিত না, এমন কি দেখাও দিত না। আফিস হইতে আসিয়া হাত-মুখ ধুইতে না ধুইতে ঈশান দেখিত, মাধবী একখানি সবুজ রঙের মনোহর শাড়ী পরিয়া ততোধিক মনোহর সুগৌর হাতখানি বাহির করিয়া আপনি আসন পাতিয়া দিত, আপনি খাবার জল গড়াইয়া আনিত এবং পরিশেষে আপনি গিয়া দ্রুতবেগে জলখাবারের পাত্র-হস্তে প্রবেশ করিত। খাইতে খাইতে ঈশান এক একবার লজ্জা জয় করিয়া মাধবীর মুখের পানে চাহিত এবং চাহিলেই দৃষ্টি নামাইয়া লইতে ভুলিয়া যাইত। মাধবী হাসিয়া বলিত, "ঈশানদা, কি দেখ্‌ছ অমন ক'রে ?"

কি যে দেখিতেছিল ঈশান, সেই কথাই ভুলিয়া গিয়াছিল, নহিলে অমন করিয়া চাহিয়া থাকিত না। লজ্জিত হইয়া ঈশান মুখ নামাইয়া লইত; মাধবী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিত। ভাগ্যে ভগবান্ ঈশানকে শ্যামবর্ণ করিয়াছিলেন, না হইলে তাহার কপোল হইতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত সমস্ত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিত। খানিক পরে আবার যখন ঈশান মুখ তুলিত, দেখিত, পাখা হাতে মাসী সেখানে বসিয়া; মাধবী কখন্ নিঃশব্দে সরিয়া গিয়াছে। ঈশানের মনটা বড় দমিয়া যাইত। মাসী ও মাধবীর তুলনাটা বড়ই কঠিন ও ক্লেশদায়ক হইয়া উঠিত। ঈশানের খাওয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যাইত। কিন্তু আবার রাত্রিকালে ভোজনের সময়, হয় ত বা তাহারই ফাঁকে অন্য একটা সময় মাধবী তাহাকে চকিত করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইবে এই ভরসায় ঈশান মাধবীর অদর্শনের কষ্ট সহিয়া থাকিত ও ক্ষুধা না থাকিলেও খাইতে বসিত।

কবির ভাষায় বলিতে গেলে মাধবী ঈশানের কাছে অদর্শনের মেঘের মাঝে বিদ্যুতের মত এবং সংজ্ঞাহীন নিদ্রার মাঝে সুখস্বপ্নের মত ছিল।

ক্রমশঃ যখন ঈশানের অবস্থা এবম্বিধ সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল,

সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া মাসী আসল কথাটা পাড়িল। বলিল, "ঈশেন বাবা, আর তো থাক্‌তে পারিনে। তোমার কাছে বড় সুখেই ছিলাম; কিন্তু আর তো থাকা যায় না।"

ঈশান এ কথা শুনিয়া প্রমাদ গণিল। তাহা হইলে মাসীর সঙ্গে তো মাধবীও চলিয়া যাইবে!

ঈশান জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মাসী, যখন এতকাল পরে এলে, তখন হঠাৎই বা চলে যাবে কেন? তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে এখানে?"

মাসী বলিল, "না বাবা, কষ্ট হবে কেন? তুমি কি কষ্ট দেবার ছেলে! আমি একা হলে কি আর যাবার কথা বল্‌তাম। মাসী আর মা কি ভিন্ন! কিন্তু সঙ্গে যে আইবুড়ো ভাশুরঝি রয়েছে, বাবা। ওর মা নেই, বাপ থেকেও নেই—এখন পড়েছে আমার ঘাড়ে। ও পাপ এখন ঘাড় থেকে না নামালে তো নিস্তার নেই, বাবা।"

ঈশান বলিল, "তা মাসী, এখান থেকে কি আর বিয়ের চেষ্টা করা যায় না?"

মাসী বলিল, "তা আর যাবে না কেন, বাবা? তা যদি কর, আর কিছুদিন থেকে যাই।"

মাসী এইরূপে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। পিসী কিন্তু প্রমাদ গণিল।

কিন্তু যোগ্য পাত্র যোগাড় করিয়াও মাসীর কাছে লাজুক ঈশান কথাটা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিল না। স্থির করিল, কথাটা কোন রকমে মাধবীকেই বলিয়া ফেলিবে। তাহাতে একসঙ্গে দুটি কাজই হইবে। মাসীকেও ব্যাপারটা জানান হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাধবীর মন জানাও যাইবে। জানা মন জানিতেও প্রেমার্ত্ত লোকের ভাল লাগে, ইহা জানা কথা।

দুই দিন পরেই একটা সুযোগ মিলিয়া গেল! সে দিন চেষ্টা করিয়াই

ঈশান একটু সকালে ফিরিয়াছিল। অপরাহ্ন কাল। পিসী মনের দুঃখে তখনও পাড়া বেড়াইয়া ফিরে নাই এবং সন্ধ্যার আগে তাহার ফিরিবার আশঙ্কাও নাই। মাসীও কি ভাবিয়া গ্রামের পুরোহিতের বাড়ী কিসের একটা বিধান লইবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

ঈশান আর সময় নষ্ট করিল না। মাধবী যখন জলখাবার লইয়া আসিল, ঈশান অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আমি আজ খাবার খাব না। খালি আজই বা কেন, কোন দিনই আর ও সব ভাল খাবার খাব না।"

মাধবী প্রথমটা একটু বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন খাবে না, ঈশান-দা? খাবার বুঝি আজকাল ভাল হচ্ছে না?"

ঈশান ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ভাল হবে না কেন, খুবই ভাল হচ্ছে। কিন্তু অত ভাল খাবার—অত কষ্ট করে তৈরী খাবার আমি খাব কোন্ অধিকারে?"

মাধবী বুদ্ধিমতী। কথাটা শুনিতেই বুঝিয়া ফেলিল এবং বুঝিল বলিয়াই না বুঝিবার ভান করিল।

বলিল, "অধিকার কিসে নেই ঈশান-দা? আমার কাকীমা তোমার মাসীমা। তোমার বাড়ীতে আমরা ক'মাস হল আশ্রয় পেয়েছি। রাজার হালে রেখেছ।"

ঈশান বাধা দিয়া বলিল, "ও সব কথা বলে আমায় কষ্ট দিও না মাধবী! আমি তোমার জন্য আজ পর্য্যন্ত কোনই কষ্ট করিনি—যদিও এমন কোন কষ্ট নেই যা তোমার জন্য আমি করতে পারিনে।"

মাধবী এবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। ঈশান যে এমন করিয়া গুছাইয়া কথা বলিতে পারে, তাহা সে ভাবে নাই।

এই জন্যই বুঝি কবিরা বলিয়া থাকেন যে, প্রেমে মানুষ অসাধ্য সাধন করিয়া থাকে।